সহেলী

শ্রী শৈলেশ্বর বসু

প্রহেলী

(কাব্য)



বক্তা



"পথের ধূলার পরে
পড়ে' আছে তারই তরে
যে 'ইহারে' দিতে পারে মান।"

—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য

রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠে লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থ লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। ...কবিতাগুলি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সকলগুলি কবিতাই সুখপাঠ্য হইয়াছে, কষ্ট কল্পনা অতি কমই আছে—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিবার অধিকার আমার ন্যায় গণ্ড মানুষের নাই। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস লাইব্রেরী—

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রহেলী ও দীপক

"——Thou, O Spirit, that dost prefer
Before all temples th' upright heart and pure,
Instruct me,······what in me is dark
Illumine, what is low raise and support ;"······

——*John Milton.*

শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী

১৩৩৮ সাল

পাঁচ সিকা।

প্রকাশক :—

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু সর্ব্বাধিকারী. বি-এ।

৩৯ নং. মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—

শ্রীললিত মোহন রায়,

ললিত প্রেস,

১১৬ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই তরুণ জীবনেরই নবীন বেলায়, মানব-জীবনের যে সব রহস্য ও প্রশ্ন—আমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম তরুণ বেলাকে জড়াইয়া, এক সময়ে আমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়াছিল—তাহাই একদিন আমার প্রথম তরুণ জীবনে—এই "প্রহেলী"র সৃষ্টি করিয়াছে। "প্রহেলী"কে কাব্য নামে অভিহিত করিয়াছি ; কিন্তু, তাহা করা যায় কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। 'প্রহেলী'র যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এই ভূমিকাতে দেওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে উহার পরিচয় দেওয়া যাইবে না বলিয়া, উহার সারাংশ টুকুরই পরিচয় দিতেছি।

'প্রহেলী'র তাৎপর্য্য

মধুময় শৈশব ও কৈশোরের নন্দন-কানন হইতে বাহির হইয়া, মানুষ যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয় ; যখন, সংসার-সংগ্রামের ঘোর অভিযানের মাঝখানে পড়িয়া, জীবন-ধারণের মুহুর্ম্মুহু তাড়নায় মানুষ বিচলিত হইয়া ওঠে ; "তাপ-দগ্ধ-জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে" যখন "বাল্যবাঞ্ছা ছিন্ন তুষারের ন্যায় দূরে চলিয়া যায়" ও "যত দূরগত জীর্ণ অভিলাষ—ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে—ছিন্নপতাকার মত পড়িয়া থাকে," এবং অন্যদিকে দুর্দ্দমনীয় কালরূপী ইন্দ্রিয়গণের সংগ্রামে ও সংসারের ঘোর কুটিলতা ও স্বার্থপরতার নগ্নীভূত দৃশ্যের মাঝখানে—শৈশবের সরল, মধুর ও পবিত্র স্নেহ-প্রেম ও ভাবরাজি—

যৌবনের কুটিলতা ও পাপের সংস্পর্শে কলুষিত হইয়া ওঠে; যখন, "জীবন আঁধার করি' কৃতান্ত সে—লয় হরি' প্রাণাধিক প্রিয়জনে" এবং শোক-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার 'মুর্ম্মুর দহনে দেহ-যষ্টি ধূলি-মুষ্টিতে পরিণত হইবার উপক্রম হয়; তখন মানুষ বারেকের জন্যও কোনো না কোনো মুহূর্ত্তে একান্ত ব্যথিত, পীড়িত ও নিরুপায় হইয়া, মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়। যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাহাদের অনেকেই হয়ত আত্মহত্যা করিয়া ইহ-লীলা শেষ করে। কেহ কেহ জীর্ণ, শীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, নীরবে এ-ধরণী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু, যাহারা ভাগ্যক্রমে সংসারের অসার ও অনিত্য বস্তুগুলিকে ধরিয়া ফেলিয়া, সার ও শাশ্বত বস্তুনিচয়ের আস্বাদ পায়, বা বাণীদেবীর জ্ঞানালোকে যাহাদের সাধারণ অজ্ঞানতা-তিমির দূরীভূত হইয়া যায়; তাহারা চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া, সার ও শাশ্বত বস্তুরই কোনো একটিকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে।—ইহাই 'প্রহেলী'র তাৎপর্য্য।

'প্রহেলী' আমার কাব্য-জগতে প্রথম প্রয়াস; সুতরাং ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইহাতে খুবই থাকিতে পারে। যাঁহারা মঙ্গলার্থে সেই সব ধরাইয়া দেবেন, তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞই থাকিব!

দীপক

"দীপক" লিখিয়াছি 'প্রহেলী'র পরে। তবে উহা কতক-গুলি কবিতার সংগ্রহ। উহাতে নূতন লিখিত কবিতাই

অধিক আছে। যে-সব ভাব ও ভাষা লইয়া উহা লিখিত, তাহার মধ্যে কিছুই নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই—সে দেখাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও আমি করি নাই। সহজ ও সরল ভাবে এই ক্ষুদ্র তরুণ-জীবনের ভিতর যখন যে-ভাব আসিয়াছে, তাহাকে বিনা প্রয়াসে ঠিক তাহারই ভাবে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কোনোদিন মধুরতর কিম্বা নূতনতর করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করি নাই। যাহা একবার লিখিয়াছি, তাহা আর পরিবর্ত্তন করি নাই—বিশেষ কোনো মারাত্মক কারণ ছাড়া। তাই, বৈচিত্র্যান্বেষী এবং বিপরীত-রুচি-ভাবাপন্ন সমসাময়িক পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিব না বলিয়া দুঃখিতই রহিলাম।

"**প্রহেলী**" **এবং** "**দীপক**" দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তক। কিন্তু একসঙ্গে দুইটীকে একগ্রন্থেই প্রকাশিত করায় উহাদের নাম দিয়াছি "প্রহেলী ও দীপক"।

কাব্য-সমুদ্রের তীরে আমি শিশুর মতই সবেমাত্র উপলখণ্ড কুড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি; কাব্যের কল্লোলিত বিশাল অম্বুনিধি বহুদূরে থাকিয়াই তাহার ভৈরব জলোচ্ছ্বাসের শব্দ আমাকে শুনাইতেছে। সুতরাং, কাব্য-সাগরের অনেক কিছুই আমার কাছে আজও অজ্ঞাত। কেহ যদি উহার সমালোচনা করিতে বসিয়া উহার দোষের দিকটাই দেখাইয়া দেন, তাহা হইলেও আমি সুখী হইব।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় আমার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই। তিনি ভিন্ন যে সব আত্মীয় ও বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহ ও সাহস দিয়াছেন বা যাঁহাদের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাহায্য বা অনুপ্রেরণা পাইয়াছি, তাঁহাদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য পৃথক করিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখ এই স্থানেই করিলাম, ;—

আমার ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বর্ত্তমান বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ দেবচরিত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ, এম, এ। আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল (বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান এ্যাডিসনাল জজ) শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মজুমদার, এম্-এ, বি-এল্। ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ। মধ্যম মাতুল ও কবি শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মজুমদার বি-এ, বিদ্যারত্ন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)। প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর। পরোপকারী ও স্নেহপ্রবণ বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র। পরম সহায় ও বিদ্যোৎসাহী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগঙ্গেশপ্রসাদ বসু সর্ব্বাধিকারী, বি-এ। বন্ধুপ্রতিম বিদ্যোৎসাহী মাতুল শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার, এম্-এ, এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)। অগ্রজ প্রতিম তরুণ কবি শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। পিতৃবন্ধু স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার মিত্র। সহপাঠী শ্রীশ্যামাদাস নাগ ও

ধীরেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীবিমলকান্তি মজুমদার এম্-এ। অগ্রজ-তুল্য কাব্যপ্রাণ বন্ধু শ্রীরামচন্দ্র রায় চৌধুরী। শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত, বি-এস্‌সি। অজ্ঞাত কবি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, বি-এ। শ্রদ্ধাস্পদ কাব্যামোদী শ্রীযুক্ত তারাপদ চৌধুরী। অগ্রজ প্রতিম উপকারী বন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। সহৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীঅমলকান্তি মজুমদার, বি-এ। স্নেহ-প্রবণ সাহিত্যামোদী শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, বি-এস্ সি। সহৃদয় বন্ধু শ্রীব্রজভূষণ ঘোষ, শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে।

আমার উদ্দীপনাময়ী গর্ভধারিণী শ্রীযুক্তা সরলাবালা বসু সর্ব্বাধিকারী এবং ধর্ম্মপ্রাণা ও কাব্যপ্রাণা মধ্যমা ভগ্নি শ্রীমতী বীণাপাণী দাসী। জ্যেষ্ঠা মাতুলানী ও কবি শ্রীমতী চামেলীবালা মজুমদার। শ্রীমতী অমিয়বালা সরকার। শ্রীমতী রাধারাণী ঘোষ ও শ্রীমতী উমারাণী নাগ। শ্রীযুক্তা সরোজিনী বসু সর্ব্বাধিকারী। শ্রীমতী দেবরাণী মজুমদার ও ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী পুষ্পরেণু ঘোষ (গুপ্তকবি)।

ভুল-ভ্রান্তি

এই পুস্তকের নানাস্থানে ভুল. ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য পাঠক বর্গের চোখে পড়িবে। কতকগুলি কারণে এই সব দোষ ছাপার ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। আশা করি সেজন্য আমার সহৃদয় পাঠক বর্গ আমায় ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বিনীত—

শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে—

আসাম পথে—ভ্রমণ কাহিনীসম্বলিত সত্যঘটনামূলক উপন্যাস। গ্রন্থকারের স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষীভূত ক' একটী নারীর জীবন চরিত অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে বাল্য-বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার মীমাংসা, গ্রন্থস্থ নারীচরিত্রের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

পাপের শেষ—সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক, (মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ার্থে রক্ষিত।) গ্রন্থকার—হিন্দু-মুসলমানের একতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণাম, প্রকৃত পবিত্র প্রেমের জয় এবং পাপের পরাজয় ইহাতে দেখাইয়া, লোমহর্ষণ ট্র্যাজেডিতে ইহাকে শেষ করিয়াছেন।

মা ও ছেলে—জননী ও সন্তানের করুণ কাহিনী! সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ঘটনারাজির ভিতর দিয়া কেমন করিয়া জননী ও সন্তানের মনস্তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতে শুধু পুত্রের শৈশব ও কৈশোর জীবনের কথাই আছে।

সতিনের মেয়ে—আশৈশব মাতৃহীনা, বিমাতা-নির্য্যিতা, একান্ত অসহায় ও নিপীড়িতা পল্লীবালার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী! প্রপীড়িতা কুমারী কিশোরীর দুঃখ যন্ত্রণার অন্তরালে ব্যাকুলিত প্রেমের রুদ্ধ বাসনা। পরিশেষে প্রেমের নিদারুণ ব্যর্থতা!

মহা প্রস্থান—সত্য ঘটনাবলম্বনে মানব জীবনের গূঢ় প্রশ্নরাজি সম্বলিত বিষাদ কাব্য।

প্রহেলী ও দীপকের সূচীপত্র

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, সাহিত্যরসজ্ঞ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে

তাতঃ!

ব্যর্থতা-বেদনাক্ষুব্ধ জীবনের তরুণ বেলায়,
অতীতের শতচ্ছিন্ন নিপীড়িত ঘটনার মাঝে—
স্বজন-বান্ধব-হারা, গৃহহীন! স্তব্ধ নিরালায়
প্রবাসেতে দিন যাপা—স্মৃতি তার আজ প্রাণে বাজে!

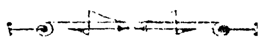
সেই কালে জননীর সাথে মোর, তব আলাপন;
কত চিন্তা কত ব্যথা ভাবি' নিত্য কী করি' যে আমি
সুদূর প্রবাস-পথে সঙ্গীহীন, উদ্‌ভ্রান্ত যেমন—
নীরবে যেপেছি কাল—দেবো তা'র পরিচয়খানি।—

নবীন বয়সে তাতঃ! ব্যর্থতারে সঙ্গে ল'য়ে সাথী,
অভিশপ্ত কর্ম্মভারে, অশ্রুধারে সিক্ত উপাধান
করিনি বৃথাই পিতঃ! অংশ তার নিজ হস্তে গাঁথি'
রচেছি যে-মাল্য-অর্ঘ্য, ও-পদে তা' করিলাম দান।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
বৈশাখ, ১৩৩৮।

ইতি
তোমার একগুঁয়ে কু-পুত্র।

প্রহেলী



প্রথম সর্গ



শিক্ষাভূমি

উৎসর্গ

স্মৃতি

অতীতের পরপারে কে তুমি গো কল্পনা-সুন্দরি !
উদিত মানসাকাশে বিস্মৃতির আঁধার পাশরি' ।
ভুলি নাই ভুলিব না তুমি মোর সাধনার রাণী'
তব বক্ষে আছে আঁকা জীবনের মধু স্মৃতি খানি ।
'চঞ্চল'-ঈশ্বরী তুমি, তবু তুমি নহ তো চঞ্চলা।
আজও আছে তব প্রতি এ দীনের শ্রদ্ধা যে অটলা !
ভুলি নাই ভুলি নাই স্নেহমাখা তব সে বদন ;
তোমার শ্যামল বক্ষঃ আজও হেরে অন্তর-নয়ন ।
জননীর স্নেহ-সুধা মন্দাকিনী-বারিধারা সম
ঢালিয়াছ মোর শিরে মনে পড়ে আজও মনোরম ।

তুমি তো দিয়েছ মাতঃ শৈশবের শেষ দ্বার খুলি' !
তাই ত কৈশোর আসি' মাতৃস্নেহে নিল মোরে তুলি'।
মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নি ছাড়ি' যবে দূর অচেনা প্রবাসে
শৈশবের শেষ বেলা লভিলাম তোমারই আবাসে,
তব ঐ স্নেহ অঙ্কে অতি যত্নে দিলে মোরে স্থান ;
সে যত্ন স্মরিলে আজও গুমরিয়া ওঠে হৃদি খান !
জানিনা মা ! কোন্ ঋণে বাঁধিয়াছ মোরে চিরতরে !
হ'ল না সে ঋণ শোধ ! ভাবি' তাই অশ্রু পড়ে ঝরে'।
নহ ভগ্নি, নহ ভ্রাতা, নহ তুমি প্রেয়সী সুন্দরী ;
তবু কেন তব বক্ষে যায় মোর স্মৃতি-মধুকরী ?
কি মোহিনী মায়া তব যাদুকরী কি সে তব বাণী !
শয়নে স্বপনে ভ্রমে ভেসে ওঠে তব মুখখানি।!
হরিয়াছ সেইদিন তব স্পর্শে আমার বেদনা ;
জাগায়ে দিয়েছ প্রাণে জীবনের মধুর চেতনা।
তাই মাগো ! আজ আমি জানিয়াছি চিনিয়াছি তোমা ;
তাই তব অঙ্গে অঙ্গে হেরি আজ ত্রিদিব-সুষমা।
অজ্ঞান-তমসা-রাশি করি' দূর তোমারই আলোকে
জ্বালিয়াছি জ্ঞান-দীপ ; ভাসি তাই নবীন পুলকে।
মনে পড়ে আজও, তব বুকভরা শ্যামলতা-মাঝে
খেলিয়াছি কত খেলা জীবনের কত মধু সাঁঝে !
তোমারই উদার বুকে ক্রীড়ারত আনন্দেতে মাতি'
দিয়াছি বেদনা কত পদাঘাতে মিলি' সব সাথী !

নির্দ্দয় সন্তান সেই স্মরি' আজ তব সে বেদনা
অশ্রুধারে চায় ক্ষমা তব কাছে, কর মা মার্জ্জনা!
মনে আজও হয় মোর,—তোমার ওই সরসীর বুকে
সাঁতার দিয়াছি কত, জলকেলি করিয়াছি সুখে!
নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম ক্ষেত্র'পরি নীলাম্বর তলে
কত গল্প রূপ কথা শুনিয়াছি কত কুতূহলে!
মাতৃদৃষ্টি-সুধা-হারা হ'য়ে যবে তব ছাত্রাবাসে
তপ্ত অশ্রু ফেলিতাম তার কোণে গভীর নিঃশ্বাসে
স্মরিয়া জননী-স্নেহ—সে যে কিবা অমিয় তটিনী!—
মর্ত্ত্যধামে ব'য়ে যায় স্বর্গ হ'তে স্নেহ-মন্দাকিনী!—
ভুলি নাই—যাহা ভোলা যায় না গো জীবনে মরণে—
হরে ক্ষুধা ঢালি' সুধা তাপ-দগ্ধ ব্যর্থ এ জীবনে;—
হেন কালে তুমি ওগো কীচকের "সাহানার" তানে
সান্ত্বনা দিয়েছ মোরে স্বর্গ-সুধা ঢালি' মোর কানে।
তুমি ত দিয়েছ খুলে অন্ধ চক্ষে জ্ঞানের নয়ন,
ফুটায়েছ হৃদি-জলে বিশ্ব-প্রেম—সরোজ মোহন।

———

কৈশোর-লীলা

হায় ! যে জননী বড় মধু ভূমি পালিল বক্ষে আনি,'—
ছিল কি কপালে শৈশবকালে—দুরন্ত বলিয়ে টানি',
ফেলিল আমারে অচেনা আগারে,—সে যে কি কঠিন প্রাণ !
যবে মনে হয়, সে যে কি সময় ! বিদরে যেন পাষাণ !
যবে তব কোলে লোকে সব বলে, "বড়ই দুষ্টু ছেলে !"
লাজ মান ভয়ে তুমি তো সদয়ে ! দাও নাই মোরে ঠেলে !
তাই তব কাছে জড়িত যে আছে, আমার ভক্তি-প্রীতি ;
জীবনে কখনো ভুলিব না জেনো, তোমার বিমল স্মৃতি।
বছরে বছরে দেছ থরে থরে কত না পুরস্কার !
আমার এই হাতে সদাই বাড়াতে অনুরাগ বিস্তার।
আজও হয় মনে, নিদাঘ তপনে পড়া জানিবার ছলে
চুপি চুপি উঠে দলে দলে ছুটে আম বাগানের তলে
গিয়া সবে মিলি' ভরি' অঞ্জলি তুলিয়াছি কত আম !
সে যে কি হরষ !—আম্র সরস ! নাই বুঝি তার দাম !
সেই পাঠশালে যাইবার কালে শাখা-ঘন তরুমূলে
বর্ষা-বাদলে গিয়া দলবলে দাঁড়ায়েছি ছাতা খুলে।
সেথায় দাঁড়ায়ে সকলে জড়ায়ে ধরিয়া সবার গলা,
কতই গোপনে সাথীদের সনে কত না কথাই বলা !
তোমার ঐ বুকে কতই না সুখে কটায়েছি কত কাল !
সেই মধু-স্মৃতি আজও নিতি-নিতি ছড়ায় মায়ারই জাল।

সেই মধু মাসে তব সে আবাসে গ্রীষ্ম ছুটির কাছে
শিক্ষক মিলি' অন্নের থালি গোনা "কত থালা আছে ?"
"খাইলে ক' থালি অন্ন রে কালি ! আসিবে ছুটির দিন ?"
বলিয়া প্রমোদে কত না আমোদে কাটানো সে-গতদিন !
আজি মনে হয় বড় মধুময় জীবনের সেই বেলা !
কে বলিবে হায় ! পাব কি কোথায় আর সেই হাসি-খেলা !
চঞ্চল রাণি ! তুমি কল্যাণী মোদের হিতের তরে
কত না অশেষ সহিয়াছ ক্লেশ, নাহি গোনা যায় করে।
হ'য়েছিনু যবে—কৈশোরে হ'বে—দুরন্ত বড়ই আমি,
গুরুর শাসনে মধুর বচনে ফিরাইলে মোরে, জানি।
সেই স্নেহময় কোমল-হৃদয় শিক্ষকগণ সবে !
সেইরূপ স্নেহ কোথা আর কেহ পাবেনা কুটিল ভবে।—
ভুলেছ কি তুমি ? ভুলি নাই আমি তোমারই স্নেহের দান,
যা দিয়ে ফেরালে তব পাঠশালে ছাড়িব ব'লে ও-স্থান।
কত যে গুপ্ত কত না লুপ্ত কথা আছে তব কাছে ;
উদিলে স্মরণে যাহা দেয় মনে যাতনা হর্ষ-পাছে !
মনে হয় আজ ফেলি সব কাজ ছুটে যাই তোর কোলে
বাণী-পূজাকালে সন্ধ্যা-সকালে সে-পদ পূজিব ব'লে।
গেছে সে সময় সেই সুখময় অর্ঘ্য চরণে ঢালা ;
হুড়া হুড়ি করি' কত উঠি' পড়ি' সহপাঠীদের মেলা !
আমি আজ হেথা, তারা নেই সেথা,-কে যে আছে কোথা আজ
তাহাদের স্মৃতি সুগভীর প্রীতি জাগায় প্রাণের মাঝ !

তাহাদের সাথে কতনা প্রভাতে বিপুল পুলকে মাতি'
কতই না খেলা কত কথা বলা ভূমিতে শয্যা পাতি' !
হায় ! ভাবি মনে. আর কি জীবনে তোমার স্নিগ্ধ কোলে
সহপাঠি-সনে মধুর মিলনে হাসিব নয়ন জলে !
ব্যথিত এ চিত বড়ই তৃষিত চায় গত মধুপান !
নাও কৃপা করে এ জীবন ফিরে এনে দাও সেই প্রাণ !
দিবিনা কি ফিরে ?–যাচি আঁখিনীরে,–তবুও নীরব তুমি !
এত যে পাষাণী তুই নাহি জানি !—হায় ! এ জগদ্ভূমি !
কতদিন ধরি' ঐ বুকে পড়ি' রাখিয়াছি তব মান ;
জননীর মত ভালবেসে এত এই কি তাহার দান !
বারেকের তরে ত্যজিলে কি তোরে নিবিনা আবার ফিরে ?
দিবি না কি আর স্নেহ-সুধা-ধার, মিটাবিনা আশা কিরে ?
যাহা তোর খুসী কর্ রাক্ষুসী,—বলিব না কিছু আর,
যতই ছিন্ন যতই ভিন্ন হ'ক্ এ বীণার তার ;
বাজুক সেখানে যতই সঘনে বেদনা-রাগিণী যত ;—
শিখিয়াছি যাহা লইয়া গো তাহা, দহিব সহিব শত !—
ক্ষমা কর্ মোরে ! বড় ব্যথা ভরে কু-কথা ব'লেছি তোরে !
শিক্ষা সকলি মিথ্যা না বলি তোরই যে দেওয়া ওরে !
ভুলি নাই আমি—যত অভিমানী হইনা তোমার কাছে ;
ভুলিনি সে কথা, মরমেতে গাঁথা যে সকল কথা আছে ।—
ক্ষুদ্র ধারণা, অসাধু কামনা—দূর করিয়াছ তুমি',
ভক্তি স্নেহের, পূত প্রেমের প্রবাহ ঢেলেছ তুমি ;

শিখায়েছ মোরে এই ভব ঘোরে সহিতে অনেক তাপ ;
জীবন-জোয়ারে বাঁধিয়াছ মোরে, শিখায়েছ কিবা পাপ।
তাইত মা তোরে এত দেশ ছেড়ে ভাল বাসিয়াছি আমি।
কিন্তু যে ব্যথা অন্তরে গাঁথা—জানে অন্তর্যামী !
তব স্নেহ-ক্রোড়ে যেই আশা ক'রে শিক্ষা লভিনু সুখে,
হায় ! সেই আশা গভীর হতাশা হ'য়ে আজও আছে বুকে !
হৃদয়-কাননে বড়ই গোপনে পুষেছিনু এই আশ,—
শিক্ষা ভবনে সারাটি জীবনে বাঁধিব কর্ম্ম-বাস।
গেল সেই আশা, যবে তব বাসা ছাড়িয়া এসেছি চ'লে ;
ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া এসেছি মরুর কোলে !
থাক্ সেই কথা, মরমের ব্যথা মরমে রাখিনু ঢাকি' ;
স্মরিলে তা' আজি এ জীবন-সাজি মনে হয় রূঢ় ফাঁকি !

প্রেত-রহস্য

পড়ে নাকি মনে তব অতীতের মসীময় কোলে
হিন্দু ছাত্রাবাসে সেই প্রেত-লীলা ঘনাইয়া তোলে·
কিবা ছাত্র কিবা গুরু—তাহাদের হৃদয়ে তরাস !
কাঁপিল কাহার মন কা'রও প্রাণ হইল হতাশ !
রজনীর অন্ধকারে ভগ্ন-উচ্চ-প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে
মৃত নর-পশু-অস্থি সপ্তদিন পড়িল সঘনে !

সিপাহী, রাজার চর অস্ত্র শস্ত্র লয়ে দলে দলে,
ঘেরিল সে-ছাত্রাবাস প্রেতকাণ্ড নিরোধিবে ব'লে।
কারও হস্তে মুক্ত অসি কা'রও হাতে শাণিত ছুরিকা ;
কেহ ধরি' দীর্ঘ যষ্টি অন্ধকারে যেন বিভীষিকা !
হিন্দুস্থানী ভুঁড়িসার জমাদার সিপাহীরা যত
নেপালী বন্দুক ধারী রাজবাড়ী হ'তে আসে তত !
কেহ বলে, "নহে ভূত, মানুষের কীর্ত্তি সব এত" ;
কেহ ভাবে, "বুঝি কেউ পিশাচ সাধনে কোথা রত !"—
দাবানল সম ভীতি ছড়াইল মনের মাঝারে ;
যাহাদের এই কীর্ত্তি, তা'রা রহি' হাসিত আঁধারে।
কে জানিত ছাত্রদের কীর্ত্তি হেন হইবে সম্ভব
সরল আনন্দ আশে !—কি বিচিত্র লাগে যেন সব !
কে জানিত ঘোর ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিধারা-অশনি-সম্পাতে
দীর্ণ করি' নিশি-বক্ষঃ নিদারুণ প্রকৃতি-সংঘাতে,
নির্জ্জন শ্মশান ভূমে প্রেত-ছায়া সম কারা ঘোরে ;
মৃত্যু-ভয়-শূন্য যেন শব-অস্থি ল'য়ে মৃত্যু-গোরে !
সান্দ্র অন্ধকার ভেদি' ফেরে পুনঃ আপন আবাসে !
যত্নে রাখে সে কঙ্কাল কার্য্যকালে ফেলিবার আশে।—
এখনও কি সেই কথা সত্য ব'লে হয় অনুমান ?—
সন্দেহ-দোলায় দোলে মন মোর,—আজও সন্দিহান !
নিশীথিনী আগমনে ছাত্রগণ জড়াজড়ি করি'
সেইকালে এক ঘরে প্রবেশিয়া করে হুড়াহুড়ি !

শিক্ষকতা ভুলি' গিয়া শিক্ষকেরা লুকাইত ঘরে ;
শাসন-দণ্ডের মুষ্টি শিথিল অবশ হ'য়ে পড়ে !
নিভৃতে একাকী সেই অন্তরালে দাঁড়ায়ে বাহিরে
শিক্ষকের ছাত্র-কার্য্য দেখা-শোনা থামিল অচিরে ।
সাধ্য কা'রও নাহি ছিল সঙ্গীহীন হ'য়ে কোথা যাওয়া ।
ছাত্র সম শিক্ষকেরা আরম্ভিল আধপেটা খাওয়া ।
মনে পড়ে, জীবনের কোনোদিন এ হেন তরাসে
আর কভু কাঁপে নাই হৃদি মোর দূর পরবাসে ।
শিহরে সকল দেহ, আজও তাহা হইলে স্মরণ
নিঝুম গভীর রাতে নিঃস্ব যবে ক্লান্ত-মৌন মন ।
কে ভুলিবে সেই কথা ? আঁকা তাহা নিভৃত দর্পণে ;
কত শ্বাস কত অশ্রু পড়িয়াছে ও-স্মৃতি তর্পণে !
তবু এই জীবনের দুঃখ-জ্বালা-মার্ত্তণ্ড-কিরণে—
অতীতেরে জড়াইলে শান্তি বুঝি পা'ব, ভাবি মনে !—
চঞ্চল নশ্বর এই ধরণীর হাসি অশ্রু খেলা !
চিরদিন নহে স্থির কিবা দিন কিবা রাত্রি বেলা ।
তাই হেরি, ধীরে ধীরে বর্ষ হ'তে বরষের পরে
জীবন-নাটক এই, দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে পড়ে ।
এ বিশ্বের নাট্যমঞ্চে এই ক্ষুদ্র জীবন-নাটিকা
জ্বালিয়াছে নানা দৃশ্যে শোক দুঃখ হতাশার শিখা !

রাজা শরচ্চন্দ্র

ভুলি নাই আজও তব দীন রাজা 'শরৎ' নন্দনে,
যাহার সদয় হৃদি দীন জনে বেঁধেছে বন্ধনে।
সুসন্তান তব সে মা! তাই তারই যত্নে গ'ড়ে তোলা
বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে বিদ্যাদান নাহি যায় ভোলা।
কু-চক্রী কুমন্ত্রী কত সাধিবারে অনিষ্ট সবার
ক'রেছিল কত চেষ্টা রোধিবারে বিদ্যাদান তা'র।
অটল অচল সে যে! পরহিতে মুক্ত ধন দান
জীবনের পণ যা'র— কুমন্ত্রণে দেয়নি সে কাণ।
নিঃস্ব পিতা, পুত্র কত "শরতের" করুণাধারায়
স্নান করি' পুণ্য হ'ল, জ্ঞানাঞ্জন মেলিল ধরায়!
কত দুস্থ পরিবার অন্নাভাবে হাহাকার করি'
লইলে শরণ তার, অভাব সে দিল দূর করি'।
কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অর্থাভাবে গভীর যাতনে
সাহায্য চাহিলে কভু ফিরে নাই হতাশ আননে।
তাই আজ জীবনের নিঝুম এ স্তব্ধ বেলায়
'শরচ্চন্দ্রের স্মৃতি' ভাসে হৃদে হেথা নিরালায়।
চাহিবার কিছু আশা যদিও না রাখি কারও কাছে
গুণের আদর তবু করি যদি, কিবা দোষ আছে?

দীন হীন হয়ে যদি ক্ষুদ্র কবি লুপ্ত হই আজ,
সেও ভাল ; কিন্তু তবু অর্থে হ'তে কবি লাগে লাজ !
অন্নচিন্তা-শোক তাপ দুর্ব্বিসহ মুর্ম্মুর দহনে
ধূলি-মুষ্টি' হয় যার, হায় ! সে কেমনে
নিশ্চিন্তে ঢালিয়া প্রাণ, কবিত্বের রাণীর চরণ
সেবিয়া লভিবে যশঃ, অমরতা—আকাঙ্ক্ষিত ধন !
লিখিলাম নিরালায় এ বয়সে পুস্তক ক'খান
নিদ্রাতন্দ্রা ভুলি গিয়া, ক'বরষ ত্যজিয়া বিশ্রাম।
হয় ত বা অর্থাভাবে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এ জীবনে
হ'বে না সে সব ভাবি' অশ্রু আসে নয়নের কোণে।
হয়ত বা এইভাবে জীবনের বাকী দিন গুলি
অজ্ঞাত করিয়া মোরে ল'য়ে যাবে মৃত্যু দ্বার খুলি
তবু ভীত হইব না, নিরাশায় ছাড়িব না পথ
যাহা মোরে দেখায়েছে কল্পনার স্বর্গ-হেম-রথ।
তবু কোনো দিন মাগো ! চাঁটুবাক্যে ধনীরে মজায়ে
চাহিব না কোনো দিন অর্থ কিছু কারও ধরি' পায়ে,
যাহা দিয়া প্রকাশিত ক্ষুদ্র মোর লেখা বই গুলি
করিব জগৎ মাঝে !—যায় যাক্ যদি যায় খুলি'
মরণের রুদ্ধ দ্বার ; তবু যদি মৃত্যু পারে থাকি,'
হেরি,—মোর ক্ষুদ্র লেখা আর হীন-স্মৃতি-যত্নে রাখি'
বক্ষে মোর দেশবাসী, লভিয়াছে মঙ্গল তা হ'তে ;—
বুঝিব তবেই ব্যর্থ এ জীবন নয় কোনোমতে।

জীবনের লক্ষ্য যাহা নিবিড় কল্পনায় তা ঘেরা
ছাড়িতে পারিব সব, পারিবনা এই মধু বেড়া
[ভবানীপুর]

গুরুবৃন্দ

আজও স্মৃতি যার ফিরে বিস্মৃতিরে ঠেলি'
অতীতের সান্দ্র-ছায়ে, পরিত্যক্ত কোলে ;
আজও মনে পড়ে সেই শিক্ষক সকলই,
যাঁহাদের শিক্ষা লভি' মানি গুরু বলে'।

'কামাখ্যাচরণ' আর 'সতীশ' রতনে
ভুলি নাই, আজও শ্রদ্ধা জাগে অনুক্ষণ ;
ভুলি নাই, ভুলি নাই ছাত্র প্রিয়জনে
কবি তব 'চণ্ডীদাসে' সদা ফুল্ল মন।

ভক্তি-শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদি মোর—
এখনও তাঁদের স্মরি' গুণ-মধুরিমা,
এখনও নিভৃতে 'খুলি' নয়নের দোর
ঝরায় আনন্দ-নীর মুছায় কালিমা।

হায় ভাগ্য! কভু আর এ ক্ষুদ্র জীবনে
হ'বে না হ'বে না মোর মধুর মিলন

সেই সেথা দলবদ্ধ সেই গুরু সনে !
জানিনা মধুর কত সে-স্নেহ বন্ধন !

সেই সে পণ্ডিত মোর 'শ্রীকৃষ্ণকেশব' ;
সেই 'ভুবনেশ্বর' 'শ্রীকান্তিভূষণ' ;
'শ্রীনগেন্দ্র,' 'সীতানাথ' 'গঙ্গারাম' সব
আর গুরু মোর যত—হ'তেছে স্মরণ ।—

অচঞ্চল নহে কিছু মেদিনীর কোলে ;—
যে সন্তানে স্নেহাঞ্চলে বক্ষে ধরে টানি'
জননী অপার সুখে ছাড়িবেনা ব'লে,—
কৃতান্ত নেযায় তা'রে মৃত্যু-বাণ হানি' !

তাই আজ স্মৃতিপারে ব্যাকুল হতাশ
হয়ে ফিরি নিঃস্ব এই ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র মনে ;
ভাবিয়া মা !—তব বক্ষে সে কি মর্ম্মশ্বাস !
ফেলিয়া বিদায় দিছি কত গুরুজনে !

সে-কী অবিরল ঝরে নেত্র হতে বারি !
সে-কী ছাত্রমাঝে ঘন মূঢ় ব্যথা হায় !
যবে মোরা একে একে আকাশ বিদারি',
হাহাকারে তাহাদের দিয়াছি বিদায় !

দিবসের আলো বিনা যথা নিশীথিনী
ভাসে না মানব চক্ষে আঁধার ভীষণ,

সুখের পরশ বিনা দুঃখের তটিনী
বহেনা মানব-বক্ষে তথা বিভীষণ ।

তাই সুখ—কল্লোলিত আনন্দের স্রোতে,
ভাসাইলে প্রাণতরী সে মধু বেলায়,—
প্রিয়বন্ধু-গুরুজন-অকাল-শোকেতে
ভাসাল নিদয় দুঃখ হৃদয়-ভেলায় !

শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সেই 'সতীশ মহান্'
শিষ্য-হিত-কামনায় শাসনের তরে,
ধরিত যে গুরুদণ্ড, কোথা সেই স্থান ?
যেথা গেছে এই দেব আজি চিরতরে !

চির ধীর, নম্র-শির স্নেহ-প্রস্রবণ—
কোথা সেই 'ভগবতী' ছাত্র প্রিয়গুরু !
যাঁহারে হেরিলে দূরে ভকতি-প্লাবন
বহিত শিষ্যের হৃদে কাঁপি' দুরু দুরু !

'ব্রজেন্দ্র' ! সরল অতি শিক্ষক সুজন,
স্মিত হাস্যে যার আস্য শোভিত সদাই,
নাই আজ, নাই নাই সে গুরু রতন !
দীর্ণ বক্ষে গর্জ্জে শোক অহর্নিশি তাই !

স্মরিলে সে-গুরুগণ-আনন প্রতিমা,
গত সেই সুখ-মধু ছাপিয়া স্বননে,

হানে হৃদে বজ্র-ব্যথা, শান্তি-মধুরিমা
লুপ্ত হ'য়ে যায় চির অশান্তি-দহনে !

হে অতীত !—স্বর্গবাসী মোর প্রিয়জন !
অনন্ত ঋণের গর্ভে ডুবায়েছ মোরে !
কেমনে সে ঋণ শোধ করিব এখন
ভাবি তাই ;—কি করিব ?—বলে দাও মোরে

উত্তাল-তরঙ্গাকুল সংসার-বারিধি !
তাই গুরো ! বহু আগে শিখায়েছ মোরে
কেমনে জীবন-তরী ল'য়ে অম্বুনিধি
হয়ে পার, উত্তরিব চিরশান্তি-দোরে ।

নিঃস্ব আমি হে দেবতা ! বড় দীন হীন !
নাহি কিছু, যাহা দিয়ে তোমাদের স্মৃতি
রক্ষিব অধম ভক্ত বিশ্বে চিরদিন ;—
গিয়াছে সে-সরলতা, ভক্তি-স্নেহ-প্রীতি !

ফেলিয়া এসেছি দূরে করি' মধুপান,
মধুময় জীবনের মধুর সকলি ;
আছে মাত্র অশ্রুপূর্ণ জীর্ণ এই প্রাণ !
তাই অশ্রুসিক্ত-ব্যথা নাও গো ! অঞ্জলি !



সহপাঠী

মানস সরসী-নীরে চিত্র মনোরম
কত শত উঠে ভাসি' অতীতের পারে।—
কত বন্ধু, সহপাঠী, ভ্রাতা সে নির্ম্মম !—
ফেলিয়া আমায় যারা গেছে পরপারে !

'শশাঙ্ক'—মধুর কণ্ঠ, সস্মিতবদনে ;
'নগেন্দ্র'—সে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি সম ;
'বিশ্বনাথ'—সহোদর—সে প্রিয় দর্শনে !
পাব না পাব না ফিরে এ জীবনে মম !

হে জননী ! নাহি জানি কোন্ কর্ম্মফলে
জীবনের শান্তিময় তরুণ বেলায়—
প্রিয় গুরু-ভ্রাতা-বন্ধু ছিনিয়া সবলে,
শমন ভীষণ বুক ভেঙ্গে দিয়ে যায় !

স্তব্ধ ধীর জীবনের বাকী যত বেলা
সংসার-প্রান্তরে যেন নিস্তব্ধ নিশীথে—
বহিয়া যেতেছে মৌন, শত অবহেলা
মানবের তুচ্ছ করি'—অজ্ঞাত নিভৃতে ॥

বিশ্বের প্রান্তরে হেথা কালানল মোরে
ঘন ঘন দগ্ধ করে জ্বলন্ত প্লাবনে !

কোথা গুরু ! কোথা বন্ধু ! কোথা ভাই ওরে
রক্ষা কর ! এস ফিরে ! মরিব দহনে ।

অসহায় পঙ্গু মত নিবিড় জ্বালায়
ভ্রমিতেছি ঘন ঘোর ভীষণ কাননে !
সহে না সহে না ব্যথা আর এ বেলায়
ভ্রাতৃহারা সবহারা হ'য়ে এ জীবনে !

স্মরি' প্রিয় ! তোমাদের মধুর মূরতি
হুঙ্কারে জাগিয়া উঠে অতীতের কথা !
তাই সখে ! পূর্ব্বস্নেহে তোমাদের স্মৃতি
রাখিলাম, অশ্রু-রক্তে লিখি' এ কবিতা ।

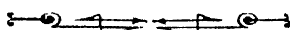
* * * * *

হে জননি ! শিক্ষাভূমি ! জন্মভূমি মোর !
হে মোর শিক্ষকগণ ! 'এ দীন সন্তান,
অসীম ও ঋণ-ভার সারা আয়ুভোর
শুধিতে নারিবে ; তাই, এই ক্ষুদ্র দান

ও-স্মৃতি উদ্দেশ্যে রাখি' ও-চরণ তলে,
জীবন-মরুর পথে হ'বে অগ্রসর
আজি হ'তে, ঐ অঙ্কে ত্যজি' স্মৃতি-জলে
'শৈল'-ছায়া ;—কায়াহীনে ভুলোনা আদর

———

দ্বিতীয় সর্গ



মরুপথে

টুটিল স্বপন হায়! সেই মধু স্মৃতির স্বপন!
কোথা গেল আশা আলো! যাহা লয়ে ছিনু এতক্ষণ!
ছিলাম কোথায় আমি? কোন্ দূর সুর-লোক-ধামে
অনন্ত শান্তির বুকে! বার বার চাই যার পানে!
নাই নাই! গেছে চলি'—মরীচিকা সে বড় ভীষণ!
তৃষিত এ ক্লান্ত পান্থে মায়াজালে করে আকর্ষণ!
নহে সেতো শান্তি-বারি—বেদনারই শুধু হলাহল;
ঘন ঘোর মরুবক্ষে পান্থে বৃথা ছুটায় কেবল!
আমি পান্থ জীবনের উগ্র-মরু-জ্বলন্ত-বালুতে
বড় ক্লান্ত ঘুরিতেছি পিপাসায় নীরস তালুতে।
পিপাসার শান্তি-বারি অন্ধ হ'য়ে খুঁজি দিশাহারা!
কাছে চাই, নাহি পাই,—দূরে হেরি ভীষণ সাহারা!
সহসা মানস-চক্ষে ভাসিলে গো সাধনার রাণি!
দেখায়ে ক্ষণিক তব সুখ-স্মৃতি-মরীচিকাখানি।
ছুটিনু উল্লাসে তাই, লক্ষ্য করি' মরীচিকা-বারি;
যত যাই, নাহি পাই, কাছে পেয়ে ছুঁতে নাহি পারি
আবার হতাশ হ'য়ে চলা পথে চাহিয়াই ফিরে
বুঝিলাম, পিছুদিকে যাত্রাপথে আসিয়াছি ফিরে।

জীবনের দীর্ঘপথে চলিয়াছি আমি একা একা ;—
কে পারে বলিতে কবে লক্ষ্য-গৃহ হবে মোর দেখা !
লক্ষ্য-পথে অগ্রসর না হইয়া আমি মুগ্ধ মন
ছুটেছিনু তব পানে ভুলি' মোর গন্তব্য ভবন।
তাই পুনঃ ভগ্ন মনে সেই দীর্ঘ ভ্রষ্ট লক্ষ্য-পথে
চলিয়াছি চলিতেছি ঠেলি' ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি-ইরম্মদে।
হে জননী ! করুণার বারি-বিন্দু কণামাত্র তুমি
যদি মোরে দাও তবে যাচি এই তব পদ চুমি'—
হুতাশা-কানন-মাঝে এই আশা কুসুমের কলি
ফুটাও ফুটাও ওগো !—জীবনের ভরসা সকলি—
যেন জন্মভূমি-বক্ষে ক্ষুদ্র এই সন্তানের স্মৃতি
ভাসি' আঁখিজলে, চির বেদনার জাগায় সঙ্গীতি।

* * * *

কোলাহল স্তব্ধ হ'ল অতর্কিত গভীর ব্যথায় !
কর্ম্মময় জীবন-তটিনী থামে বুঝি পথ-মাঝে হায় !
বহিয়া সুদূর পথ ধৌত করি' শ্যামলা ধরণী,
থামিল আধেক পথে ; হেরি' দূরে এই স্রোতস্বিনী-
অভ্র-চুম্বী হিমাচল-যৌবনের দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ;
এ নদী আঘাতে যাহা চিরদিন যেন ধীর স্থির।
তাই ভয় সদা হয়, বাধাপ্রাপ্ত নদী উচ্ছ্বসিত—
দুকূল ভাসায়ে ধরা কোন্‌ক্ষণে করিবে প্লাবিত !
রুদ্ধ বেগ পূর্ণ তার অভ্রলেহী বীচিবক্ষে করি',
কোন্ ভূমি ভাসাইবে, লক্ষ্য নিজ সাগরে না পড়ি' !

তৃতীয় সর্গ



রিপুরণে

জীবনের মহারণ !
লাগিয়াছে কত রিপু দল সনে ;
পরাজয় অগণন
হ'য়েছে হেথায় কতই না রণে .
যুঝিতে হইবে তবু প্রাণপণে,
যতদিন ধরা প্রলয়ের রণে
জ্বালিবে জ্বালাবে হুতাশন
যতদিন নর-পশু-পতঙ্গ
থাকিবে হেথায় অগণন !

শত্রু যায়না দেখা !
চোখের আড়ালে বিরাট অস্ত্র
হানে,—নাহি যায় লেখা !
তবু তো শত্রু নহেক বাহিরে ;
অতি কাছে কাছে নিভৃত প্রাচীরে ;
বেষ্টিত অতি গোপন শিবিরে —
মানবেরই তরে একা !

মানুষই অরিরে প্রশ্রয় দিয়ে
মরণেরে দেয় দেখা।

জীবন-সমর-ভূমে !—
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-রিপুদল
দাঁড়াইয়া ঘোর ধুমে,
বিবেকের সহ লাগায়েছে রণ ;—
যাহার সৈন্য-অনুচরগণ—
যত্ন-চেষ্টা-শক্তি-দমন—
এই আহবের ভূমে !
সহিয়া কতই ভীষণ যাতনা,
বিজেতার পদ চুমে !

কামের-বহ্নি বাণে—
নীলাচল সম অটল-চিত্ত—
সৈন্য বক্ষঃ হানে।
নাহি আর তার সে দেহ মোহন,
নাহি বল তার তেমতি ভীষণ,
নাহি তো সাধ্য সহিতে যাতন ;—
ভীষণ মর্ম্মবাণে,—
ভিন্ন হ'য়েছে হৃদয় তাহার,
মৃত্যু এনেছে প্রাণে !

কি বিশাল রণ-প্রাঙ্গন !
যে দিকে তাকাই কূল নাহি পাই,
সীমাহীন কা'র অঙ্গন !—
দামামা বাজিয়া উঠিল সঘনে ;—
শত্রু-হাস্য ছাইয়া গগনে,
বিজয়ের আশা হরিল কেমনে ?—
ক্ষমতার দৃঢ় বন্ধন,
ছিন্ন হইল চোখের নিমিষে,
ঘুচিল ললাট-চন্দন ?

কোন্ অতীতের পারে !
কোন্ জননীর আশীষের বল
পেয়েছি এ পারাবারে !
বার বার নত যতই হয়েছি
ভীষণ কষ্ট ততই স'য়েছি
তাই ফিরেবার সবল হয়েছি ;—
হারিয়া জিতেছি তা'রে।
জননি ! তোমার আশীষ-সিন্ধু
দাও মাথে শতধারে !

তবু সদা হয় ভয় !
দুর্দ্দম বল এমন ভীষণ
কেমনে করিব জয় !

এখনও যে অরি হয়নি বিনাশ !
জীবিত সবাই হেরি বারমাস ;
যতই বরষ যায়, তা'র হ্রাস
হয়না, হ'বেনা ক্ষয় ;
অসীম কালের জীবন-যুদ্ধ
কেমনে পাইবে লয় !

দুর্ব্বার অরি-"ক্রোধ" !
বিরাট জীবন-সমর-ক্ষেত্রে
হরে হিতাহিত-বোধ !
করে তা'র বাণে বিষে জর্জ্জর ;
সে বিষ কেবলই, যথা নির্ঝর,
ছড়ায় ভিতরে,—যাহে বর্ব্বর
মানবে করে সে-ক্রোধ !
বাড়ব-শিখায় পুড়িয়া পুড়িয়া
হয় আয়ুঃশ্বাস-রোধ !

"লোভের" মোহন শর,—
মুগ্ধ করিছে মানব-চিত্ত
অসারে নিরন্তর ।
পরের রত্ন অপরে লুটিছে,—
রাজা প্রজাদের পিছনে ছুটিছে

অর্থ আদায়ে,—যাহারা লুটিছে
রাজারই চরণ' পর,
পেটের জ্বালায় হাহাকার করি'
কাঁপায়ে দিগন্তর !

কি "মোহের" শর-জাল !
ধাঁধিয়া নয়ন সান্দ্র আঁধারে
যুঝে যেন মহাকাল !

গতি রোধ করে অগ্রগমনে
তাদের—যাহারা ছুটে ত্যজি' রণে ;
দৃঢ় শৃঙ্খল পরায়ে চরণে,
ফেলে অরি বাণ-জাল-
দীর্ণ বক্ষে তপ্ত রুধির
সহিয়াছে যারা এতকাল !

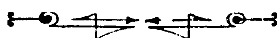
"সুখ-দুঃখের" আহবে—
যদিও প্রথম জিনিয়াছে সুখ,
চরমে বুঝি তা' না হ'বে !
দেখিয়াছি আজ বহুকাল ধরে'
দুখ পুনঃ পুনঃ জীবন-সমরে
সুখেরে জিনিয়া বার বার করে
উল্লাস ঘন আহবে ।

অতীতের কোলে সুখের যে জয়
তাহা বুঝি আর না হ'বে !

"আশা" কি ভয়ঙ্করী !
নিরাশা-হতাশে ঘেরিলেও তা'রে
(যেন) অমর শুভঙ্করী !
হতাশার সহ কতবার 'আশা'
পরাজয় মানি' ছাড়িয়াছে আশা ;
সন্ধি করিয়া লভিয়া নিরাশা,
পুনরায় রণ করি',
জিনিছে সমর, হয়েছে অমর,
ইষ্ট স্মরণ করি'।

নাহি হয় রণ-অবসান !
যুগ যুগ হ'তে চলিয়া আসিছে,
যুগান্তে না হ'বে অবসান !
ভীষণ সমর-বারিধির বুকে,—
কত যে সৈন্য নিদ্রিত সুখে,
কত মরিয়াছে কতই না দুখে !—
সমরের যেথা অভিযান
হইয়াছে সুরু—কেহবা সভয়ে
যায় সেথা পাছে বাঁচে প্রাণ !

চতুর্থ সর্গ



জীবন-রহস্য

বৈরাগ্য

শ্মশান! শ্মশান! হেরি, চারিদিকে কেবলই শ্মশান
পাপ-রক্ত-গলা মনোদেহে পাই যেন পুরীষ-আঘ্রাণ!
নরকের চির রুদ্ধ বিভীষণ দুর্গন্ধ বাতাস
মিশিয়া তাহার সাথে মানবের করে রুদ্ধ শ্বাস।
ঘুরিছে মস্তিষ্ক মোর, দেহ এবে বিদীর্ণ অবহ!
ভীষণ সংগ্রামে যুঝি' মৃত্যু আশে চাহি অহরহ।—
পালাই পালাই কোথা? কোন্ দূর নিষ্পাপ আলয়ে!
কোথা গেলে পরিত্রাণ বল্ বল্ বল্ মা সদয়ে!—
কি বলিলি?—শুনিয়াছি; যাই যাই—যাব সেথা ছুটে।
কিন্তু এ কি! কা'রা এরা পদতলে পড়িয়াছে লুটে!
নানা-মায়া! মরীচিকা!—আত্মীয়ের মিথ্যা প্রবঞ্চনা!
আমারে বাঁধিতে চায়!—ফিরিবনা;—বড়ই লাঞ্ছনা
পাইয়াছি ইহাদের অহর্নিশ কঠিন বন্ধনে;
আর নহে—কেবা আমি?—ভুলিবনা ও-মায়া-স্পন্দনে!

কেন আর রহি হেথা ?—সাধের সকলই যখন
হারাইয়া, মায়াজালে পাইয়াছি নিবিড় যাতন ।—
নিজ হস্তে গড়া মোর সুখের বাসর-গৃহ-তলে
শ্মশানের দৃশ্য শোভে, দীপাবলী আর নাহি জ্বলে !
যত্নে তোলা সদ্যোজাত বাসরের কুসুম-সুবাস
হরি' ফেলিয়াছে কেরে সুধামাঝে গরল নিঃশ্বাস !
শুকায়েছে পুষ্পরাজি, শুকায়েছে নবীন লতিকা ;
প্রেত অঙ্গে বনমালা স্পর্শ আগে—সাধের মালিকা !
বাসর-ভবনে করে প্রেতগণ নৃত্য ভয়ঙ্কর
রুদ্রমূর্ত্তি !—নাচে যথা প্রেতগণ ঘেরিয়া শঙ্কর !
হরিয়াছে সুখ-শান্তি, হরিয়াছে প্রাণের প্রতিমা ;
স্তব্ধ হাহাকার জাগে বেদনার কোথা নাই সীমা !
হরিয়াছে সেই দেবী—জীবনের নব আশা রাণী ;
কে করিল পঙ্গু তারে পক্ষাঘাতে মর্ম্ম ব্যথা হানি' !
সে আশা প্রতিমা কভু কলুষিত করিনি জীবনে ;—
হায় ! কোন্ শত্রু তারে হরি' তা'র পাপের ভবনে
রুদ্ধ করিয়াছে তারে কলুষিত করিবার আশে ?—
কে বুঝিবে তার ব্যথা, এখনও যে তারে ভালবাসে !
শান্তি-রাণী আশা যার জীবন-বারিধি-বীচি-বুকে
হরিলে সে শান্তি তার কি করি' সে বাঁচে হেথা সুখে !
সাধনার লীলাভূমি ! শিক্ষাদাত্রী জননী আমার !
থাকিতে ও স্নেহাশ্রয়ে বক্ষে তব সে শান্তি-বালার

নিষ্কলঙ্ক অকপট দৃষ্টি-সুধা হর্ষে করি' পান,
চিরতরে হারায়েছি !—যবে মোর শেষ অশ্রুদান
তব পদে ডালি দিয়া অর্ঘ্য ভরি', এ ঘোর সংসারে,
প্রবেশ ক'রেছি আমি—শ্মশানের বহ্নি-শিখা-পারে !
হয়ত বা নিজদোষে কিম্বা বুঝি কৃত কর্ম্মফলে
হারায়েছি কোন্ দূরে—স্মৃতি যার আজও ধীরে জ্বলে ।

শৈশব ও যৌবন

ফুল আজ ফোটেনাক, বিকাশেনা চাঁদিমায় হাসি ;
ব্রততীর শ্যামলতা নয়নে তো ওঠেনাক ভাসি' !
বাসন্তী-সুষমা আর বিরহীর জাগায় না প্রাণ,
থেমেছে মধুপ-গীতি-অলিকুল-সুখ-মধুপান !
বনানীর পরপারে ছায়া-ঘেরা মৌন নিরালায় !
প্রকৃতি বুঝিবা শোকে কাঁদে কা'র বেদনা জ্বালায় !
শৈশবের অকপট হাস্যভরা আস্য-পাত্র খান,
হারায়েছে সরলতা ! কুটিলতা পূর্ণ সেই স্থান !
গিয়াছে চলিয়া কবে গণ্ডে সেই লালিমার আভা
অস্পৃশ্য করিয়া তারে—যায় যথা কুসুমের শোভা !
ভ্রাতা-ভগ্নি-জননীর মধু-ঢালা সে-স্নেহ-চুম্বন
গণ্ডে আর পরশিয়া, ঢালেনাক সে-মধু-চন্দন ।
কুটিলতা-পাপ-তমঃ আবরিয়া কতদিন ধরি,'
ষ্টিহীন অন্ধ করি' পুণ্য দৃষ্টি লইয়াছে হরি' ;

তাই প্রতি পদক্ষেপে শঙ্কাকুল চিত্ত পাপে ভরা,
অমৃতে গরল ভাবি' দুঃখময় হেরে এই ধরা।—
যে-সরল ওষ্ঠ আগে সকলের ওষ্ঠাধর 'পরি
চুম্বন-লালিমা লেপি' দেছে কভু সঙ্কোচ না করি',—
আজি সেই ওষ্ঠ দুটি অকপটে নাহি পারে আর
সব ওষ্ঠ পরশিতে, ঢালি' দিতে পূত স্নেহ-ধার!
অপরাধ কার এতে? কেবা দায়ী এ প্রথাচরণে?
আদিকালে স্বত্ব যাহা, কেন তাহা আজ অকারণে
হারায় মানব জাতি কঠিন নিয়মে প্রকৃতির?
কি-শাসন তন্ত্র হেথা প্রজাবৃন্দ সনে ধরণীর
শত্রুতাচরণ করি' শাসিতেছে বিশ্ব-নরনারী?
শৈশবে যে তন্ত্র হেরি, আজ কেন দেখিবারে নারি!
আজ কেন নারী-সাথে নিভৃতে বসিয়া যেথা সেথা
পারিনাক সেইরূপ গূঢ় ব্যথা জানাইতে হেথা?
কেন আজ অকপটে কহিলেও অন্তরের কথা
'পাগল' বলিয়া লোকে দেয় হৃদে নিদারুণ ব্যথা?
অন্তরের মাঝে যারে ভগ্নি বলি' ভাবিয়াছি কভু,
উপকার করি' তা'র, লভি আজ অপবাদ তবু!
পাপের কালিমা যেথা পরশিতে নারে কোনোমতে
মানবের চোখে আজ পাপ সেথা!—যাই কোন্ পথে?
তাই হেথা শান্তি কোথা? চাহি' যার মুখপানে আগে
শান্তি ধরা দিয়েছিল, মুখ তার বিষ-সম লাগে!

নিষ্পাপ-নবীন-মধু জীবনের বেলায় যাদের
ভরসা করেছি কিছু আপনার ভাবিয়া, তা'দের
নাহি আজ সেই প্রীতি, সেই মন, সদয় হৃদয় !
স্বার্থান্ধ জগৎ শুধু তাহা খোঁজে, স্বার্থ যেথা রয় !
পরের গভীর দুঃখে বিগলিত কাহারও তো মন
হইতে দেখিনা হেথা ; হেরি শুধু স্বার্থঅন্বেষণ ।
যে দিকে তাকাই, হেরি,—ঘনীভূত পাপ-লিপ্ত ছায়া !
সেই ছায়া ঘেরিতেছে সবারেই,—কোথা দয়া মায়া !

জ্ঞানালোক

বিরাট সংসার মরু ! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শিরোপরি--
জ্বালাময় অগ্নিবৃষ্টি করে যেন নভঃ ভেদ করি ।'
ছিল আশা, এ মরুতে পিপাসার শান্তি-সুখ-বারি
মিলিবে বুঝিবা মোর, ছায়াতল কেহ দেবে ছাড়ি' ।—
অতীতের সেই আশা ধূলি সম গোধূলি বেলায়—
তপন কিরণ যথা—দিশাহারা শূন্যে মিলি' যায় ।
জগতের বুকে মম আপনার ব'লে কতজন
স্বার্থ-সিদ্ধি হেতু আগে কতবারই এসেছে এমন
সাদরে লইয়া যেতে আপনার গৃহ ছায়াতলে ;
কিন্তু আজ নিঃস্ব ভাবি' মোরে তারা কিছু নাহি বলে ।
ভয় করে যদি পাছে কিছু আমি মাগি কারও কাছে ;
তাই তারা দেখে আগে চাহিবার মোর কিছু আছে ?

ভাবি' মোরে প্রার্থী বুঝি, দেখিলেই ফিরায় আনন,
পেছুদিকে যায় ফিরে যেন ভুলে বৃথা আগমন।
শুষ্ক কণ্ঠ, শীর্ণ কায় ; তবু কেহ শুধায় না আজ,—
কেন তব হেন দশা ? কিসে পাও হেন দুখ-বাজ ?
ঘুরিলাম কত দেশ, কত স্থান !—স্মৃতি সে-ঠিকানা
রাখিতে পারে না আজ. তবু কিছু আছে আজও জানা।
ফিরিলাম কত দ্বারে মৃত্যু-ভয়ে. ক্ষুধার তাড়নে !
দিলনা দিলনা কেহ অন্ন-মুষ্টি, আশ্রয় সে সনে !
মুমূর্ষু হইয়া ফিরি' দ্বার হতে অন্য দ্বারে দ্বারে,
বুঝিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে ফিরি বৃথা বারে বারে !
হেন দ্বার নাই কোনো ? অতিথির গেলে যেথা কভু
ফিরিতে হয়না আর মায়া-শূন্য দ্বারে দ্বারে প্রভু ?
দেখাও মানস-নেত্রে ধরা-বক্ষে হেন মুক্ত দ্বার,
বিতরে যা অন্ন-মধু প্রাণ-হারা করে দুখভার ;
বরষে জীবন-ভূমে জাহ্নবীর সুধা-স্রোতস্বিনী,
কণ্ঠে আসি' তৃপ্ত করে দুগ্ধ-ক্ষীর-অশ্রান্তনবনী ;—
ক্ষুদ্র গৃহ-দ্বার হ'তে লক্ষগুণে বৃহত্তর যার
উদার উন্মুক্ত দ্বার—হেন স্থান কোথা আছে কার ?
ত্যজি' এই মৃত্যু-গৃহ প্রাণ-দেওয়া মৃত্যুহীন স্থানে,
ফুটাও নয়ন-মোর, অন্ধ করি' দৃষ্টি অন্য খানে !
দাও হেন চক্ষু আজ ! তুচ্ছ যাহা করি' ক্ষুদ্র দ্বার,
অসীম বিরাট সেই সিংহ দ্বার হেরে অনিবার !—

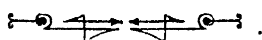
প্রিয়জন

শৈশবের প্রিয় সঙ্গী কৈশোরের বন্ধু সম যারা
ফিরিয়াছে বহু আগে ঢালি' হৃদে মোর সুধাধারা,—
যুগান্তর পরে আজ ব্যাকুলিত হৃদয়-ব্যথায়
হেরিলে তাদের যদি পূর্ব্বস্নেহে আকুল কথায়
আলিঙ্গন দিতে যাই, যুগান্তের পূতস্নেহ স্মরি'
হতাশ হইয়া ফিরি ;—হেরি যবে, আমায় পাশরি'
চলে যেতে চায় কেহ আপনার কার্য্যস্থলে কোথা ;—
চির মূর্ত্তিময় গত প্রাণ-দেওয়া স্নেহ মোর হোথা
যায় রোদনের সুরে, ভাবি' সখা মোরই তরে দূরে
আছে বসি' সাশ্রুনেত্রে ! তাই ভাবি, বুঝি সেই সুরে
আকৃষ্ট এ সখা মোর, ছুটি' যেতে চায় মোরে ফেলি ;'
ভাবি' মোরে আজ আমি নই আর সে-স্নেহ-পুতলি !
হয়ত বা এই হৃদি—শুষ্ক-দৃঢ়, আঁখি—দয়াহীন,
এই শিরা—স্নেহ-হারা ভাবি' মোর ; কিম্বা স্মৃতি দীন
বিস্মরি' আনন্দে মোর, আজ মোরে চিনিয়াও বুঝি
ভুলে যায় সেই গত মধুময় দিন ! যারে যুঝি'
আজ আমি চাই পেতে—ধরণীর ভীষণ সংগ্রামে—
স্নেহ-শ্রদ্ধা-দয়া-হারা—ব্যর্থ-আশা—শান্তিহীন প্রাণে !
কে বুঝিবে গূঢ় ব্যথা ! মর্ম্মে যাহা হানে তীব্র জ্বালা !
নাই নাই প্রতিদান ! হেথা বৃথা স্নেহ-বারি-ঢালা !

কেমনে ভুলেছে তা'রা—এক সঙ্গে কত হাসি গান!
এক সাথে কত কথা নিরালায়; কুসুম-বিতান
যেথা জাগায়েছে সেই প্রাণে প্রাণে পূত প্রেম-শিখা—
শৈশবের সরলতা, কৈশোরের মায়া-মালবিকা!
কেমনে তা' ভুলি আমি? সে যে গাঁথা শোণিতে শোণিতে!
সেই বোঝে, ব্যথা যার বাজে বুকে হতাশা-ধ্বনিতে!
অতীতের বন্ধু, সাথী, বিশ্বাসের দৃঢ় শক্তি যার
একে একে হয় ক্ষয়, এ জগতে কিবা থাকে তার?
স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা, ধরণীর মধুর যা কিছু
হারাইতে বসে যেই, সংসারে সে পাবে হেন কিছু?—
যার আশে বসি' এই তরঙ্গিত মহাসিন্ধু-পারে
নির্ণিমেষ আঁখি দুটি চেয়ে রবে ঘন অন্ধকারে?
নাই নাই হেথা কিছু! আছে তাহা ঐ পরপারে!
অস্পষ্ট আঁধারাবৃত মসীময় অসীমের ধারে।
তাই হেথা ক্ষুব্ধ আশা বৃথা শুধু খুঁজে হয় সারা
এমন অমর কিছু, মৃত্যু-পারে যাহা দিবে সাড়া।
তাই নাই শান্তি হেথা, নাই হেথা পিপাসার বারি!
জল! জল! কোথা জল! বলি' উচ্চে গগন বিদারি'
ইচ্ছা হয় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘোর রোলে করি' আলোড়িত—
ভাঙ্গিয়া পাষাণ ধরা ভোগবতী যেথা প্রবাহিত—
ছুটে যাই বজ্রবেগে, ত্যজি' এই রূঢ় ধরাতল;
পান করি' বারি-ধারা, স্নান করি' হই সুশীতল।

বহরমপুর]

পঞ্চম সর্গ



মৃত্যু-বিভীষিকা

শেষ! শেষ! সব শেষ! নাই কিছু বাকী এ জীবনে
দীপক—পঞ্চমরাগ জাগিয়াছে এ-হৃদি-কাননে ;
জ্বালিয়াছে কাল-বহ্নি—কি-দুঃসহ প্রচণ্ড ভীষণ!
মেঘ রাগ নাহি আর, মল্লারীর হয়েছে নিধন!
কে নিভাবে এই জ্বালা, কে করিবে বারি বরিষণ!
নাই নাই কেহ নাই!—দূরে মৃত্যু প্রকটদশন!
ঐ! ঐ! ডাকে মোরে! মায়ামুগ্ধ যন্ত্র এবে আমি।
চলিব ছুটিব সেথা মৃত্যু যেথা দেয় হাত ছানি।
সম্মুখে গর্জ্জিছে ওকি! অম্বুনিধি তরঙ্গ-সঙ্কুল!
মেঘচুম্বী বীচিমালা ভীমনাদে ভাসায়ে দুকূল,
আছাড়ি' পিছাড়ি' ক্রমে উগ্রতেজে আসে মোর পানে!
আসিছে করাল ছুটি'—রক্ষা নাই রক্ষা নাই প্রাণে!
দূরে ঐ পরপারে বিভীষিকা-মৃত্যু-দৈত্যরাজ—
প্রলয় বিষাণ ফুঁকি' ভৈরবের তান ধরে আজ
বিরাট সংহার-মূর্ত্তি ধরি' কাছে আসে যে এখন

লয়ে যেতে ঐ পারে—যেথা মোর গত প্রিয়জন।
ঐ তারা ঐ! ঐ! মৃত্যুপারে স্থাপিয়া চরণে
ডাকে মোরে যেতে সেথা স্থূল দেহে সস্মিত বদনে!—
যাদের হারায়ে আমি হাহাকার করিয়াছি শুধু;
চাহিয়াছি, পাই নাই, হেরিয়াছি শুধু মরু ধূ ধূ।

*　*　*　*　*

দাঁড়াও! দাঁড়াও হোথা! সারি দিয়া দাঁড়াও সবাই!
মিলিব যাইয়া আমি দাও মোরে লইতে বিদায়!
বহুদিন ধরাবক্ষে করিয়াছি নীরবে যাপন—
বেদনায় ক্ষুব্ধ হৃদি—অশ্রুধারা ঝরায় নয়ন!
কেমনে বিদায় নেব? বিদায় কি দেবে এ-সংসার?—
যার মাঝে করিয়াছি নিশিদিন কত অত্যাচার!
কত গান, কত নৃত্য, কত খেলা অতীত জীবনে!
দেবে কি বিদায় সে গো! বসুধা গো! বল্ বরাণনে!
তথাপি বিদায় নেব; নাহি যদি দেয় এই ধরা,
সকল বাঁধন টুটি' যাবো যেথা শান্তি মনোহরা।
হে ধরা! প্রণমি' তোমা ভগ্নমনে লইনু বিদায়,
ঠেলিয়া নিষেধ তব;—কর ক্ষমা নাইক উপায়!

হে জননি! জন্মভূমি! কত দূরে রহিয়াছ আজ!
এস কাছে, হের আসি' শেষ মম আজি সব কাজ।

বিদায়ের বাদ্য মোর শোন ঐ! দূরে বহু দূরে
বাজিছে মুরজ মন্দ্রে সিন্ধুপারে অভিনব সুরে।
মানিব না কোনো মানা, যাবো মাগো! ছাড়ি' সব চলি'।
বিরাট ব্যাকুল ব্যথা জাগে,—তবু যেতে হবে বলি।
সব কথা আছে গাঁথা অশ্রুধারা-বেদনার বুকে;
ভুলি নাই আজও কিছু; তাই ঘন দুর্ব্বিসহ দুখে
চলিয়াছি পরপারে; বেলা যায়,—দাও পদধূলি!
প্রণাম নাওগো দেবি! স্পর্শ শিরে আশীষ-অঙ্গুলি।
চলিনু রাখিয়া হেথা জীবনের না-পাওয়া রতন
মরণে লভিব বলি', রেখো তা'রে করিয়া যতন.
দিয়ে শান্তি তার বক্ষে। শেষ ভিক্ষা আজিকার দিনে,—
স্মরিও আমারে শুধু; লইনু বিদায় শুধি' ঋণে!

কেন তুমি শিক্ষাভূমি! অশ্রুধারে ভাসাও বদন?
স্নেহভরে বুঝি মা গো আসিয়াছ আশীষ-শ্রাবণ
বরষিতে শিরে মম?—হায় দেবি! বিদরে হৃদয়!
যাইতে তোমারে ত্যজি'—সাধনার সাধের নিলয়!
যাও মাতঃ! যাও ফিরে; পালি' মোর ক্ষুদ্র ভ্রাতৃগণ
শূন্য ক্রোড় পূর্ণ কর; পুনঃ দীপ্ত হ'বে ও-বদন।
শেষ হ'ল কর্ম্ম মোর, চলিয়াছি ধরা বক্ষঃ ছাড়ি'।
হে গুরো! হে বন্ধুগণ! শত্রু মোর! ক্ষমা-অধিকারি!

যে যেথায় আছ আজ ক্ষমা করি' মোর অপরাধ,
ঘুচাও প্রাণের জ্বালা, দূর কর ঘন অবসাদ !
চলিলাম ; ভিক্ষা এই, রেখো যেন ক্ষুদ্র এই স্মৃতি ;—
লহ বন্ধু আলিঙ্গন ! গুরুগণ ! চরণে প্রণতি ।

লালবাগ]

ষষ্ঠ সর্গ



বাণী

সত্য

মরণের তীরে আসি' কেন পড়ে চরণে শৃঙ্খল !
হস্ত-পদ শক্তিহীন , অঙ্গ সব শিথিল বিকল !
গভীর তরঙ্গাকুল মহাসিন্ধু-কল্লোল বিদারি'
কি মধুর সুর আসে স্তব্ধ রাতে যথা আশোয়ারী ।
কি মধু বরষে কাণে ! কি মায়ায় মুগ্ধ করে প্রাণ !
ভুলে যাই মৃত্যুকথা, যদিও বা সব অবসান !
সে-সুর অম্বর ব্যাপি' ধ্বনিত যে হ'ল চরাচরে—
সুর হ'তে বাণী ওঠে, স্পর্শ করে কঠিন অন্তরে !
অবশ শিথিল তনু শক্তিহীন মৃত্যু-সিন্ধু-তীরে
দাঁড়াইয়া রহিয়াছি ; সাধ্য নাই পারে যেতে ধীরে ।
শুনিনু বীণার ছন্দে মৃদুমন্দে আসে কার বাণী—
"যাহা তুমি চাও পেতে আছে তাহা হেথা অভিমানি !
অনিত্য যা চিরকাল বৃথা কেন ঘোরো তার পিছে ?
চির স্থির, চিরসত্যে ভুলি' গিয়া, কেন যাহা মিছে—

ছুটিছ তাহার পাছে ? দৃষ্টি কেন এত নিম্নগামী ?—
পর্ব্বত-শিখর ছাড়ি' কূপমধ্যে যায় কেন নামি' ?
কেন বৃথা হা-হুতাশে ব্যর্থ কর অমূল্য সময় ?
পারনা কি পরহিতে, সময়ের এতটুকু ব্যয়
করিতে প্রফুল্লচিত্তে ? পারনা কি স্মরি' গত কাল,
যাহারা চায়না তোমা, স্নেহপাশে তুমি চিরকাল,
তাহাদের সেই ভাবে বদ্ধ করি' অচ্ছেদ্য বন্ধনে—
ধরায় লভিতে শান্তি, পরহিতে বরিয়া মরণে ?
"সুজলা-সুফলা-শ্যামা" জন্মভূমি জননী তোমার,—
পাওনা হেরিতে তা'র কি বেদনায় বহে অশ্রুধার !
যুগল নয়ন বহি' অবিরত যমুনা-ধারায় ?
চাহ কি জানিতে কিছু—কেন চক্ষু সে প্রভা হারায় ?—
যেই প্রভা-দৃষ্টি-সুধা ধরণীর বক্ষঃ ভেদ করি' ;
স্নেহ-রসে সঞ্জীবিত করিয়াছে ধরা ; পূর্ণ করি'
অযাচিত ধন ধান্যে, সীমাহীন নীলাম্বর তলে ;
পুণ্যতোয়া-সুধাক্ষরা-পাপ-ধোয়া ভাগীরথী-জলে ?
দূর দূর বহুদূর, অতীতের পুণ্যচ্ছায়া-মাঝে,—
হোম-হোবি-মধু-গন্ধ লয়ে' সাথে যেথায় বিরাজে—
অমলা কমলাসীনা ; প্রিয়-শিষ্য-ব্রহ্মচারী-ঋষি-
পরিবৃতা ইষ্টদেবী, সাম-গানে যেথা অহর্নিশি
বন্দিতা প্রাণের ছন্দে, সঙ্গীতের সুর-লয় তানে ;—
সেথায় বারেক স্মৃতি ফেরেনা কি গত মধুপানে ?

স্মরি' সেই পুণ্য স্মৃতি, কলুষিত পাপের পরশে
জন্মভূমি জননীরে—পারনাকি মৃত্তিকা সরসে
হাস্যময়ী, পুণ্য-ভরা করিবারে, পাপ ধৌত করি' ?
ত্যজি' গর্ব্ব, বিলাসিতা, অনার্য্যের কার্য্য পরিহরি' ?
শত্রু কেহ নাই তব ; যা'রা আছে বন্ধু সব তা'রা।
ব্যবহারে মিত্র করি' শত্রু জনে দিলে প্রেমধারা
শত্রু আসি' বন্দীভাবে তব পদে সঁপিবে জীবন ;
অন্য ভাবে মদগর্ব্বে নাহি হয় এ-মিত্র-বন্ধন।
জগতের প্রতি লোক আপনারে বৈরী আপনার
কেবলই করিয়া তোলে, অন্যে শত্রু ভাবি' বার বার !
তোমারই দেহেতে আছে দাবাগ্নির ভীষণ অশনি ;
তব বক্ষে আছে দেখ, পুণ্যতরী উজ্জ্বল বরণী ;
তোমারই মনের মাঝে আছে হের পাপের নির্ঝর ;
পুণ্য-বারি-পূর্ণ করি' পার কর পূত, ঝর্ঝর।
উদার গভীর মন্দ্রে ঐ শোন ! তব ঐ প্রাণে
বাজিছে মুরলী-রবে মধু কত অভিনব তানে
অনন্ত স্রষ্টার গান অসীমেরে সীমাময় করি' !
বুঝিয়া না বোঝ যদি ; অমিয় সে গান পান করি'
ধন্য যদি নাহি হও ; হতভাগ্য জ্ঞানহীন তুমি !
কেমনে লভিবে সুখ ?—যাহা তোমা এই মর্ত্ত্যভূমি
কভু নাহি দিতে পারে ; অবহেলে সত্যেরে ছাড়ি'
যদি অসত্যের পানে ছুটি' বৃথা কর মারামারি।"

বিশ্ব-নাট্য-শালা

["রঙ্গমঞ্চ এই বিশ্ব, নরনারী—নট-নটী হেথা ;]
অন্তরালে শক্তিমান্ নাট্য-পরিচালনায় যেথা
অভিনয় মঞ্চোপরি' বিরাজিছে পুরুষ মহান্ ;
ইচ্ছাক্রমে হয় যাঁর নট-নটী-প্রবেশ-প্রয়াণ !
ঘূর্ণমান্ চক্ষু তাঁর, হস্তে শোভে গুরুদণ্ড—দুখ !—
যাহারা ভুলিয়া তাঁরে, অভিনয়ে পেতে বৃথা সুখ,
মঞ্চ ছাড়ি' দূর কোনো মায়া-তরু-মধু-আকর্ষণে
মন প্রাণ ঢালি' দেয়, অভিনয় কথা ভুলি' মনে—
দীর্ঘ দণ্ড পড়ে আসি' তাহাদের শিরে অকস্মাৎ !
আঘাত পাইয়া তবে ভাবে, বুঝি হ'ল বজ্রপাত !
কিন্তু, যেই নট-নটী স্মরি' সেই অদৃশ্য পুরুষে
তাঁহার আদেশ পালে, করি' কর্ম্ম আপন পৌরুষে,—
অভিনয়-শেষে তা'রা নাট্য-মঞ্চ বাহিরে দাঁড়ায়ে
লভে কত পুরস্কার—যাহা কভু যায় না হারায়ে—
অক্ষয়-অব্যয়-দীপ্ত স্বরগের দেব বাঞ্ছা ধন !—
অভিনয় অন্তে যাহা বিশ্বপ্রভু করে বিতরণ।
আসে যায় কত জন, কেবা ক'ার রাখে তা'র খোঁজ ?
[জন্মে যারা শ্রেষ্ঠ হ'য়ে, মরে তা'রা জীবন্তেও রোজ ।]*

---

* মহাকবি সেক্স্পীয়রের Cowards die many times before their death ইহার অর্থ লইয়া।

শ্রেষ্ঠ জন্ম লভি' হেথা, পশু সম করে দিনপাত,
শেষ মৃত্যু-দিনে তা'রা রেখে যায় মর্ম্ম অশ্রুপাত,
স্মরি' স্বীয় দুষ্কৃতির তীব্র ঘন গভীর বেদনা ;
হৃদয়ে নিভায়ে দেয় মৃত্যু আসি' মরম লাঞ্ছনা !
তাহারা ধরণীমাঝে আসি' ক'রে বৃথা কোলাহল ;
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব করে, লভিবারে স্বার্থই কেবল
নীচ হিংস্র পশু সম ; নিদ্রা-ভয়-উদর-পূরণ
করিবারে শুধু আসে ; মরণেরে করিলে বরণ
জগতের বাকী লোক, শান্ত হ'য়ে স্বস্তি-ঘন শ্বাস
ফেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুণ্য কাজে করে বসবাস
জীবনের বাকীদিন। যাহারা চলিয়া যায়
ঝরায়ে যাতনা-অশ্রু ধরিত্রীর বুকে দু' ধারায়,
স্বদেশ-বিদেশ-বাসী-নরনারী-আঁখি দুটী হ'তে ;
করিয়া ঘৃণিত কাজ, ব্যথা হানি' হৃদয় পরতে ;—
[তা'দের যা' কিছু পুণ্য হেথায় অর্জ্জিয়াছে তা'রা,
মৃত্যু সাথে চ'লে যায়। শুধু তাই রহে মৃত্যুহারা—
যাহা কিছু কদাচার, দুষ্কার্য্য বলিয়া, দেশ-মাঝে
রটিয়াছে তাহাদের, বিসর্জ্জিয়া যত সৎ কাজে] †
তাই শুধু জ্ঞানী যেই, করে সেই পুণ্য ত্যজি' পাপে ;
বারেকের পাপ জেনো কুলিশ-কঠোর-মর্ম্ম-তাপে

---

† মহাকবি সেক্সপীয়ারের—The evils that men do live after them etc.—ইহার অর্থ লইয়া।

একদিন দগ্ধীভূত করিবে ও কোমল হৃদয় ;
বুঝিতে হইবে শেষে, যাহা সাধু তাই হেথা সয় !"

"তবে কেন বৃথা বসি' স্বপ্নঘোরে কাটাও জীবন ?
মূর্খ তুমি ! জাগো, ওঠো, জ্ঞান-চক্ষু কর উন্মীলন !
দেখ চাহি'—মরু-বক্ষে নাহি আর তপ্ত বালুকণা ;
মৃত্তিকা সরস হের ; কুঞ্জবনে গুঞ্জরে কতনা
মধুকর-মধুকরী বিশ্ব-ধাতৃ-মহিমা-কীর্ত্তনে !—
যেথায় হতাশা লভি' ভগ্ন হৃদে হেথা ক্ষুব্ধ মনে,
ফিরেছিলে নিশিদিন, জীবনেরে ব্যর্থ ভাবি' আগে,—
দেখ চাহি'-আশা আলো সেথায় কেমন আজ জাগে !
যেই বৃক্ষে শুষ্ক-পত্র, শাখা ভগ্ন হেরেছিলে তুমি,
হের তাই নব পত্রে পল্লব-সম্ভারে চুমে ভূমি।
ঐ শোন ! আসে কার মধুময় করুণ আহ্বান !
ডাকিছে তোমারে দূরে করিবারে স্বদেশ-কল্যাণ !
ঐ দেখ, দূরে কারা ! শুধু তব সহায়তা-আশে
চেয়ে আছে মুখ,পানে—দীন-আর্ত্ত—মরণের শ্বাসে !
উহারাই ভাই-বোন্, অকালের সহায় তোমার,
ওরাই তোমার সখা, কর আগে ওদের তোমার ;
সতৃষ্ণ নয়নে, হের ! মলিন ধূসর চীর পরি'
হাহাকার করিতেছে, অন্নাভাবে যাইতেছে মরি' !

ওরা ত তোমারই মার শ্যামল-কোমল মধুবুকে
জন্মেছে তোমার আগে, কিম্বা পরে ; তবু কত দুখে
তাদের জীবন-ভার বহে আজও তোমারই অদূরে—
মোছ ঘর্ম্ম, খোল আঁখি, হতাশায় ঠেলি' বহুদূরে !
যাও, যাও, কর দূর, সাধ্যমত তাহাদের ক্লেশ ;
তাহ'লে দেখিবে কাল কোথা তব দুঃখেরই লেশ।
খুঁজিয়া পাবেনা হৃদে ; দীপ্ত হ'বে বদন হরষে ;
মর্ত্ত্যে যাহা পাও নাই, পাবে পাবে তাঁদের পরশে—
প্রবাহিনী-সুরধুনী-স্রোতস্বিনী-বিমল-ধারায়
হৃদয়ের শান্তি-সুধা,—চেয়েছিলে যাহা পুনরায়
জীবনের যুদ্ধ-ভূমে ; ভগ্ন যবে অস্ত্র তব রণে ;
দীন যবে প্রতি অঙ্গ, দেহভার অবহ যে-ক্ষণে।"

* * * *

"তবুও নীরব তুমি ? জাগেনাকি চেতনা তোমার ?
চলিয়াছ যেই ভাবে, তাহা নয়, নয় নয় আর
বাধা শূন্য ! মানুষের কর্ত্তব্য যা, মানুষ তা'যদি
নাহি করে বিশ্বভূমে, নরে তবে কেন নিরবধি
স্রষ্টার সৃজন-শ্রেষ্ঠ বলি' সবে করে অভিমান ?
মূর্খ যারা, নাহি জানে,—যেহেতু কর্ত্তব্য মহান্
পালন করিতে হ'বে মানবের শত সৃষ্টি-মাঝে,—
সেই হেতু শ্রেষ্ঠ নর ;—শ্রেষ্ঠ সেই, যেই শ্রেষ্ঠকাজে !

ভবানীপুর]

সপ্তম সর্গ



স্মৃতি ও ভ্রান্তি

শৈশব ও মাতৃস্নেহ

শুনি' সেই বাণী সুগভীর, মূঢ় মন
জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটে চলি' গেল সেথা—
স্বপন-কুহেলি-মালা যথা আঁখিমাঝে—
সেই মত অস্পষ্ট আঁধারাবৃত যেথা।

শৈশবের অর্দ্ধস্ফুট বাণী মোর মুখে
ফুটেছিল জীবনের যেই বেলা-ভূমে ;—
গেল স্মৃতি বিস্মৃতির-কুজ্ঝটিকা ঠেলি'
জীবনের ভুলি' দুখ-শোক-বহ্নি-ধূমে।

সেই হেরি,—জননীর অম্ভোজ-সদৃশ
কোমল মধুর ক্রোড়ে চিরশান্তিময়—
শায়িত কতই স্নেহে, চাহি তাঁর পানে ;—
পীযূষ-ক্ষরিত-স্তন্য মুখে মোর রয় ;

জননী অপার স্নেহে-হেরি' বার বার—
উল্লসিত আবেগের দিব্য বিভা ধরি'

বদনে তাঁহার, নেত্রে ল'য়ে হর্ষধারা,
চুম্বন-সোহাগ ঢালে মোর ওষ্ঠ'পরি !

হেরিছেন সাশ্রুনেত্রে ধরণী-দুর্লভ
কোমল শিশুর মুখে সে-কি মঞ্জুছবি !
শৈশবের মধুকালে আননে আমার—
জননীর কাছে যাহা দীপ্তিমান রবি !

হারাইয়া ফেলি আজ চাহিয়া চকিতে
কান্তিমান্ বদনের সাথে সেই মোর
সরল মধুর চির বাঞ্ছনীয় ভাষা—
মন্ত্র-মুগ্ধ যাহে মাতা সারা নিশিভোর,—

যবে মনে হয়—এই বদনের রূঢ়
দর্পণ-বিম্বিত প্রতিচ্ছবি এ-বেলায়,
অভিশপ্ত জীবনের পাপানল তেজে,
হারায়েছে কোমলতা, বুঝি দগ্ধপ্রায় !

কেবা সেই ব্যাধিগ্রস্থ, জীর্ণ-ক্ষীণ দেহে
বরিতে বসিয়া এই জীবনের পারে
চির-শান্তি মরণেরে, সহি' মর্ম্ম ক্লেশ—
মুছায় বদন মোর, ভাসে অশ্রুধারে ?

জননী, জননী সে যে আমার জননী !
স্বর্গ-সুখ বিসর্জ্জিয়া যেই বিশ্ব-বনে

হাস্য মুখে ধরাদিতে আসে নিত্য ছুটি'
তাপ-ক্লেশ-অরিমুখে আমার কারণে।

স্মরি' সেই মধুস্মৃতি, লক্ষ্য করি' বাণী,
উত্তর করিতে গেনু এই বলি' তারে—
"কি বলিছ ? যাহা আমি চাই হেথা আজ
আছে তাহা লুকাইয়া ভব-পারাবারে ?—

মিথ্যাকথা! আর আমি নহি মরুভূমে
কুরঙ্গ অজ্ঞান, যাহে মৃগতৃষ্ণিকার
মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আমি আজিও ছুটিব
তৃষাতুর দেহ ল'য়ে সেদিকে আবার।

আছে বল কোথা আর সেই শান্তি-সুখ ?
এই বিশ্বে মোরে যাহা প্রাণ-হীন চিতে
অমর পরাণ দানে সঞ্জীবিত করি'
বাঁচাইবে মৃত্যু-মাঝে জীবন-নিশীথে ?

ছিল সুখ-শান্তি-সুধা সেই একদিন,
জীবনের রক্ত-রাগ-দীপ্ত বেলা যবে—
নবারুণ-কর-স্নিগ্ধ-দিবা-ভাগ সম
উদ্ভাসিত হ'য়েছিল;—আর কি তা' হবে!

সেদিন, শিশুর মত—ঐ দেখি যেই
ক্রীড়ারত কভু. কিম্বা কভু হাস্যময়,

মধুর বদন যার হেরি' ঈর্ষ্যা জাগে,—
ওরই মত একদিন ছিনু মনে হয় !

ঐ যে হেরি, সে যথা খেলিতে খেলিতে
সহসা কি যেন দুঃখে কাঁদিয়া আকুল—
গভীর ব্যথার ভারে যথা যায় ছুটে
লক্ষ্যহারা তা'র পাশে,—যাহার ব্যাকুল

পরশ-সোহাগ-স্পর্শে জুড়াইবে জ্বালা,
ছড়াইবে শিশু-অঙ্গে স্নেহামৃত-ধারা ;—
ওরই মত জননীর স্নেহ-বাহু-পাশে
আমিও ছুটেছি আগে হেন দিশাহারা !

ওরই মত আধ-আধ মধুর ভাষায়
অব্যক্ত হৃদয়-ভাব কহিতে নারিয়া—
বলিয়াছি কত কিযে অর্থহীন কথা,
বুঝাইতে জননীরে হাসিয়া কাঁদিয়া !

ঐ যারা দূর গ্রামে তটিনী-পুলিনে
খেলিতেছে ধূলা-খেলা ভাই বোন্ মিলি' !
হাসিছে, কাঁদিছে, কিম্বা কলহ করিছে,
স্বকর্ম্মের ফলাফল-জ্ঞান গিয়া ভুলি' ;—

কোলাহল-মুখরিত শিশুদল-সাথে
ঐরূপ কাননের ঘন-তরু-ছায়ে,

প্রভাত-অরুণ-স্নাত তটিনীর ধারে
খেলিয়াছি সুখ খেলা কত মধু বায়ে!

চাহিয়াছি কতবার জননীর মুখে
হাসিয়াছি মুক্ত-প্রাণে সদা পাপ-হীন,
খেলিয়াছি স্নেহময়ী জননীর পাশে
শয়নে, স্বপনে, ভ্রমে কত নিশিদিন!

সারা বিশ্ব খুঁজিয়াছি, তবু নাহি পাই
মাতৃসম হেন জন, হেন স্নেহেশ্বরী;
এহেন নিঃস্বার্থ প্রেম—পুত্র হিতে রত!
হেন দ্রব্য দেখে নাই বুঝি স্বর্গপুরী!

মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ডের যত মধু নিয়ে,
সপ্তর্ষিমণ্ডল ব্যাপি' সপ্ত স্বর্গ বেড়ি';
দেবাসুর-আকাঙ্ক্ষিত অমিয়-সাগর
মথিয়া, জননী-স্নেহ হ'য়েছে বিশ্বেরই

সেইরূপ পাইব কি আজীবন ভরি'
জননীর স্নেহ-ক্ষীরে, অমিয় সে-ভাবে!
পা'ব কি করিতে পান অন্তিমে ধরায়
সঞ্জীবনী এই সুধা যাহা ক্ষুধা নাশে!

ভাগ্যবান্ সেই-পুত্র, যেই পুণ্যফলে
নশ্বর বসুধা-বুকে হাসিতে হাসিতে

মাতৃঅঙ্কে রাখি' শির, অন্তিম-শয়ন
পুণ্যময় করি' যায় মরণে শাসিতে।

হেন জন নাহি মরে ; অমরত্ব শুধু
লভিবারে ত্যজে ধরা, শিখাতে জগতে
পুণ্যকাজ স্বীয় কৃত ; যা'র মহাবলে
বীরপুত্র মৃত্যু-যুদ্ধে পূর্ণ মনোরথে.

করে যাত্রা বীর সাজে ; মাতার চরণে
প্রণমি' আনন্দভরে ; অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়া
বন্দিয়া যুগল পদ গর্ভধারিণীর,
স্নেহ-অশ্রু-আশীর্ব্বাদ জননীর নিয়া।

সাধ হয়, হেন মৃত্যু চির-জন্ম ধরি'
বরিয়া লইতে হেথা জন্মজন্মান্তরে !
তা হ'লে বুঝিবা বিশ্বে খুঁজিয়াছি যাহা,—
এহেন মরণ-সুখে পাব তা' অন্তরে !"—

ক্ষোভ

আবার আসিল বাণী,—"বৃথা কর ক্ষোভ !
চিরস্থির কবে নীর জীবনের নদে ?
জন্মিলে মরণ হ'বে প্রতি মানবের,
অমর নহে ত কেউ লভি' উচ্চ পদে।

অতীতের অন্ধকারে নিমজ্জিত যাহা—
তাহারে স্মৃতির পারে উত্তলিত করি'—
বৃথাই পাবক-মুখে ঢাল হবি-ধারা,
বাড়াইতে বহ্নি-শিখা সেই স্মৃতি ধরি'।”—

মর্ম্ম ভেদি' কণ্ঠ হ'তে আসিল উত্তর ;—
“কেবা তুমি ? বুঝিবে কি যাতনা আমার !
কি জানিবে এ জগতে কিবা মহা রীতি
চলিয়াছে চলিতেছে জগৎ পাতার !

হয়ত বা নাহি জান,—ভুঞ্জি' দুখে যেই
সুখের সলিলাসারে তৃপ্ত হয় পরে,
অতীত দুখের কথা ভুলে সেই যায় ;—
সুখের পরশে দুখ আসেনা অন্তরে।

কিন্তু, যেই, একদিন অরুণ-উদয়ে
ভুঞ্জিয়াছে শ্রেষ্ঠ সুখ এই মহীতলে,
দারুণ দৈবের বশে দুঃখে পড়ি' সেই
ভাসিলে পাগল পারা নয়নের জলে,—

যায়কি ভুলিয়া গত সুখাতীত দিন ?
যাহার মুহূর্ত্তমাঝে আছে আঁকা তা'র
জীবনের সুখ-খেলা, শান্তি-পূতজলে ?—
দুখ-মাঝে সুখ-স্মৃতি ভাসে বারবার !

তাই আজ দাবানল-শিখা দগ্ধ চিত
সিঞ্চিবারে কণামাত্র সুশীতল বারি,
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় ছুটে হেথা হোথা ;
যেথা আছে শান্তি-ধারা, সেথা দেয় পাড়ি ।"

'গম্ভীর নিনাদে যথা গর্জ্জে কাদম্বিনী,
আসিল কাহার বাণী শ্রবণ-বিবরে ;
কহিল যেন এ-কথা—"নহ একা তুমি
আবদ্ধ ধরণী-মাঝে যাতনা-নিগড়ে।

তোমার মতই আরও, হের, কাছে কাছে
নরনারী কত দুঃখে বহে বোঝা বুকে,—
কেহ বা রোগের ভারে, কেহ শোকানলে-
ক্ষীণতনু, মনস্তাপে,—চায় তবু সুখে।"—

রজনীর অন্ধকারে প্রান্তর-মাঝারে
পথহারা পান্থ যথা চমকিয়া ওঠে
বন-পথে, শুনি' দূরে সহসা শিবার
উচ্চ সকরুণ রব ; তেমতি নিকটে

শুনি' সেই অচেনার কর্ণভেদী বাণী,
চমকিল হৃদয় সহসা, পড়ি' হেথা
তমসা-জড়িত—আশা-আলো-শিখা-হীন—
জীবন-প্রান্তর-মাঝে, জাগাইয়া ব্যথা।

ফেলি' ঘন দীর্ঘশ্বাস কহিনু উত্তরে—
"কেবা নাহি জানে,—এই মেদিনীতে হায়!
দেহী মাত্র দুঃখ-তাপ-শোকের অধীন!
কিন্তু তবু দুখমাঝে সুখ কারা পায়?

কিম্বা আছে কোথা স্থির দেহীর ভিতর
হেন জন? যা'র দীর্ণ জীবন তরুণ
দীর্ণ হয় মুহুর্মুহু বজ্রাঘাতে যথা,
দুঃখ-শোক-মনস্তাপে এহেন করুণ?—

যবে দীপ্ত হাস্যময় রহিবে বদন;
বীর্য্যবান্ হ'বে দেহ নব নবোৎসাহে,
নবীন আশায়, নব শক্তি-সঞ্চারণে;
যাহা অনুদিন ধরে শৌর্য্য—পারে যাহে

হিমাদ্রি-পাষাণ ভাঙ্গি' উৎসও ছুটাতে;
সাগর হইতে মণি ডুবি' বুকে তা'র
আহরণ করিবারে; নিত্য নবোদ্যমে
ধরণীর মুক্তবুকে পারে রত্নভার—

বহিয়া যতনে কত, কত না হরষে—
স্বদেশের চির মুক্ত পরহিত তরে
রত্নের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবারে;—যাহা
আজ রিক্ত দানে, আর, শূন্য চৌর-করে!

আজ নব যৌবনের প্রিয় হর্ম্ম্যমালা—
নবীন আলোক-পুঞ্জে, নব-আশা-ফুলে
শোভেনা জীবন-রাজ্যে ; আজি গুঞ্জরণ
করেনা মধুপ আর উড়ি' তরুমূলে !

হাসেনা চাঁদিনীরাণী আর ; মৃগাঙ্কের
চির অযাচিত সুখ-মধু-মুখ আর
এ-জীবন-সৌধ'পরি বারেকের তরে—
ভাতে না, জুড়াতে কভু দুখ-জ্বালা-ভার !

যেথায় কতনা পাখী—হরষের দূত,
বেঁধেছিল সুখ-নীড় নব আশা ধরি'
মধুময় জীবন-উষায়,—তাহাদের
নাহি পাই খুঁজি ! তাই হতাশায় ভরি'

গিয়াছে এ ভগ্ন হৃদি, পাখী গেছে উড়ি'—
যেথায় পাইবে আশা, আনন্দ যেখানে !
তাই আজ, গতদিনে যথা, নাহি পাই
শুনিবারে সে-কাকলী বধির এ কানে !

ভাঙ্গিয়াছে সাধের এ সৌধ-শির হায় !
প্রাচীরে প্রাচীরে তা'র গভীর নিশীথে
বাস করে পেচক সকল নিশাচর ;
ডাকে ঘন অন্ধকারে কি যেন নিভৃতে ;

জাগাইতে অতর্কিত ভাবী অমঙ্গল
আরও বুঝি জীবনের !—শিহরে সভয়ে
পরাণ এ জীর্ণ মোর—সদা সশঙ্কিত !—
কোথা যাই ! কেহ নাই ! একা এ নিলয়ে !-

বসন্ত-অনিল যেথা ফুলগন্ধ বহি'
নিরালায় সৌধ-কক্ষে করিত যে-খেলা ;
সে-খেলা হ'য়েছে শেষ, ভগ্ন সেই ঘর ;
কাঁদিছে বাতাস ফিরি'—ভাঙ্গিয়াছে মেলা !

কে যেন মোহিনী মন্ত্রে, যাদুবিদ্যাবলে
হরিয়াছে সব শক্তি ; কিম্বা, বুঝি কেহ
নির্ম্মম মূশলাঘাতে সর্ব্ব দেহ মোর
ভাঙ্গিয়াছে—এজগতে নাহি যা'র স্নেহ !

বহুজন আছে দুঃখী হেথা ; যাহাদের
নিভৃত হৃদয়কোণে নাই লুক্কায়িত
শান্তির বিমল অম্বু, সুখ-স্রোতস্বিনী—
দেহ-মন প্লাবি' যাহা হয় প্রবাহিত !

তাহাদের, আছে বস্তু কোথা অগণন
শান্তি আশে জড়াইতে, নিভাইতে জ্বালা ?
নাই নাই প্রিয় দ্রব্য মধুর কিছুই,
পরাইতে গলে যত্নে আনন্দের মালা !

বাঁচিয়া রয়েছে যা'রা, সংসার সাগরে
না পেয়ে সম্বল কিছু—আশা-বৈতরণী ;
ভাসিছে সিন্ধুর জলে বীচি-বক্ষোপরি
মোরই মত হেথা হোথা তা'রাই এখনি !

কতজন নেশাঘোরে হ'য়ে আত্মহারা,
ভুলে যায় গত-কাল—চির সুখময় ;
কেহবা যতনে জোড়া লাগাইয়া হেথা
সুখ-বিন্দু-ছিন্ন-তালি দিয়া এ-হৃদয়—

দীর্ণ. ভগ্ন, শতচ্ছিন্ন বহু ঝঞ্ঝাঘাতে,—
আবার নূতন করি' সুখ-শান্তি-কামী—
গড়িয়া তুলিতে চায় নবীন জীবন ;
ফিরিবারে যথা চায় মৃত্যু-পথ-গামী !

কেহ কেহ—কেহ কেন ?,—অধিকাংশ লোকে,
আপাতো মধুর সুখে, পাপ লিপ্ত যাহে—
দৃষ্টিহীন অন্ধসম কিম্বা বহ্নিমুখে
পতঙ্গ-দলের মত, ছুটে চলে তাহে।

তাহাদের আছে সুখ-আনন্দ-অল্পায়ুঃ,
লইয়া তাহারা যায় বিবেকের বাণী,
ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় জ্ঞানীর আদেশ—
উড়াইয়া যায় ঘন যথা মত্ত বায়ু।"

চেতনা

সহসা পাইয়া বাধা বাণীর উত্তরে
বিস্মিত হইয়া শুনি, কহিছে আমায়,—
"শুন, যাহা মধুভাষে উপদেশ সম
কহিয়া এসেছি আমি নিভৃতে তোমায়।—

চেন নাই বুঝি মোরে, তাই অবহেলে
আমার আদেশ ঠেলি' ভ্রমিছ সংসার,
করিতেছ ইচ্ছা যাহা, কিন্তু যাহা আমি
মানবের হৃদে বসি' করি হে সংহার।

মানব-হৃদয়-মাঝে পঙ্কিল-বারিধি
যখনই জাগিয়া উঠে নানা উৎস-মুখে ;
পাপ-তাপ-দৈন্য-দুঃখ, আঁধার ভীষণ—
যখন হৃদয়-নভে ছাইয়া সে বুকে—
হানে ঘন ইরম্মদ অগ্নি-বাণ সম,—
প্রলয়-জলধি-জলে-স্থলে-শূন্যে যথা,
দিগম্বর-ভৈরবের প্রলয়-বিষাণ
বাজে বিশ্বে জানাইতে প্রলয়ের কথা ;—
শীতল-চন্দন-লিপ্ত কর দু'টী মোর
যতনে পরায় গলে মন্দার-মালিকা ;
মানবের তপ্ত হৃদি পরশিয়া স্নেহে,
করি আমি নির্ব্বাপিত অনলের শিখা।

ঢাকে তথা হৃদে যবে অজ্ঞানতারাশি,
আবরিয়া ফেলে যথা জলদ অম্বরে,—
জ্ঞান-প্রভাকর-প্রভা-হারা হ'য়ে নর,
আঁধারে ঘুরিয়া মরে ; তখন যে নাশি'

অজ্ঞান-তিমির-ছায়া, জ্ঞানের তপন-
রূপে উদি' হৃদয়েতে—অরুণ-আলোকে
উদ্ভাসিত করি' হৃদি পুণ্য-দীপ্তি দানে ;
মানবের জ্ঞানদ্বার খুলি তিনলোকে।

মানবের কণ্ঠে বসি' আমি চিরকাল
ভাষা-স্রোতস্বতীদানে বিদ্যা-দ্বার দিয়া,
লয়ে যাই মৃত্যুহারা স্মৃতি-রাজ্যে তা'রে
ক্ষয়হীন—যেথা তোমা যাইব লইয়া।

আমার অর্চ্চনা ঠেলি' কে কোথায় হেথা
অমর হইয়া আছে মরণের বুকে ?
মেল আঁখি, দেখ চাহি'—ঐ পুণ্যলোকে
রহিয়াছে চিরজীবী, চির শান্তি-সুখে

তা'রাই,—যাহারা পড়ি' নানা দৈন্যক্লেশে
সেবিয়াছে মোরে আগে ; যাহাদের লাগি'
তুমি নিজে পাইয়াছ গভীর যাতনা,
ভাসিয়াছ অশ্রু-নীরে, হ'য়ে দুখ-ভাগী ;

যাহাদের জীবনের রূঢ় বিঘ্ন-বাধা
শেল সম হানিয়াছে তোমার অন্তর,
যাহাদের সুখ-কথা ঢালিয়াছে প্রাণে
তোমার অমিয় ধারা। তা'দের প্রখর

জীবনের রণভূমে—কষ্ট সহিষ্ণুতা
লয়ে গেছে জয়মাল্য পরাইয়া গলে—
পারিজাত-কুসুম-শোভিত হের ওই!
তাহাদের যশোরাজ্যে,—যাহা চিরজ্বলে।

আজি মোর সেই অশ্রু শুকাইয়া গেছে,—
যে-অশ্রু-শ্রাবণ-ধারা তা'দের জীবনে
গণ্ডপ্লাবি' ব'য়েছিল মোর, হেরি' আগে
তাহাদের দুঃখ-দৈন্য। মোর সেবিগণে—

তাই আমি খুলি' মোর শ্রেষ্ঠ রত্ন-ডালা—
যতনে পরায়ে কত স্নেহ-মুক্তা-মালা
লইয়া গিয়াছি আমি তাহাদের দূরে
সকলের উচ্চরাজ্যে, সেথা নেই জ্বালা!

সদাই আমার পূজা ভক্তি ভরে যা'রা
করে এই বিশ্বমাঝে, সন্তান আমার,
তাহাদের স্বল্পদুখে কাঁদে মোর প্রাণ।
যতনে মুছায়ে তাই দুখ-অশ্রু-ধার,

তাহাদের মনোবনে জ্ঞান-রস মোর
সিঞ্চিয়া ; শান্তির পুষ্প, সন্তোষ-কুসুম
ফুটাই যতনে আমি ; সুরভি চন্দন
ঢালি' হৃদি কুঞ্জবনে !—সে দিব্য প্রসূন

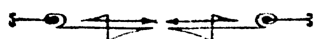
শুকায়না, ঝরেনাক জীবন-উদ্যানে
তাহাদের ; মিথ্যা মায়া-প্রবঞ্চনা যত—
বশীভূত নাহি করে ; অন্তরে তা'দের
বিমল-শান্তির স্রোত বহে যে শাশ্বত !

তাই আজ ল'য়ে যেতে সেই পুণ্যধামে
তোমায়—যেথায় তব অগ্রগামী সবে
গিয়াছে চলিয়া, যাহাদের পদ-রেখা
অনুসরি' চলিতেছ নিভৃতে এ ভবে,—

তোমার নিভৃত কোণে মধুর ঝঙ্কারে
কর্ণের কুহরে করি' সুধা-বাণী-ধারা ;
শুন আজ হে তাপিত সন্তান আমার !
ল'য়ে যা'ব হেন রাজ্যে, যাহা মৃত্যু-হারা

বজ্রাহত বিটপীর মত স্তব্ধ হ'য়ে
অচল হইয়া গেনু মন্ত্র মুগ্ধপ্রায় !
বচন সরে না, পড়ে চরণে শৃঙ্খল !
বহুপরে, সংজ্ঞা লভি' চিনিনু তাহায় ।

অষ্টম সর্গ



নবজীবন ও লক্ষ্যপথ

বন্দনা

অনন্ত নীলাম্বুধির জলরাশি-মাঝে—
চরাচর-ব্যোম-ক্ষিতি ব্যাপ্ত করি' ধীরে,
কে তুমি গো স্নেহময়ি ! সদয় হৃদয়ে !
উদিলে মানস-পথে ? মুখরিত করি'
ত্রিসংসার, ভৈরব-শ্রী-বসন্ত-পঞ্চম-
মেঘ-নটনারায়ণ—ছয়রাগ গাহি' ;
বিচিত্র বীণার ছন্দে সুর-লয়-তানে
বরিষ শ্রবণে সুধা ; ছত্রিশ রাগিনী
নিত্য নব সুরে গাহি' মন্ত্রমুগ্ধ করি' !
খুলি' দিলে জ্ঞানচক্ষু ওগো কৃপাময়ি !
আশীষ তোমার লভি' চিনিনু তোমায়।
নহ তুমি অপ্সরা মানবী ; মরীচিকা
মরুভূমে আর নহ তুমি। ব্রহ্মাণ্ডের
জ্ঞানভাণ্ড অন্তরে তোমার, বিতরিছ
করুণা বদনে। কণ্ঠে বিরাজিছে তব

অভিনব সুর-ব্রহ্ম ! ব্রহ্মলোক হ'তে
নিত্য নব আমন্ত্রণ মানস-রঞ্জনে ।
তুমি যার আছ, তার নাহি সাধ কিছু ।
তুমি বাণী, সরস্বতী, ভাষা প্রদায়িনী ;
দেবতা-গন্ধর্ব্ব তব কৃপা-কণা আশে,
করে নিত্য তোমার বন্দনা । প্রপীড়িত
অজ্ঞানতা তোমার পরশে । স্বর্গমর্ত্ত্য
সপ্তলোক আলোড়িত করি' কণ্ঠে তব,
শুনাইছ তুমি দেবী অনন্ত সঙ্গীত—
সুরব্রহ্মে তুষ্ট করি' জিনিতে ব্রহ্মারে ।
নারদের বীণাগানে সুরের লহরে
ছিল তব কোনোদিন যে-শক্তি নিহিত—
স্বর্গ-মর্ত্ত্য হত-মুগ্ধ, স্তম্ভিত তাহায় ।
ত্রিভুবন-বিরাজিত সূক্ষ্মকলা যত—
তোমারই মানস-বনে নিভৃত নিলয়ে
প্রস্ফুটিত প্রসূনের মত । নিশিদিন
তোমার ধেয়ানে বসি' কত যোগী-ঋষি
কত যুগ কাটায়েছ চিনিতে তোমায় ।
বাক্য-বেদে তুমি আদি, বেদান্তেও তুমি ;
শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, নিদ্রা-জাগরণে—
অলক্ষ্যে মানব-চিত্তে বুদ্ধি-জ্ঞান-রূপে
বিরাজিছ চিরন্তন-প্রহেলীর মত ।

বসি' চিত্তে তুমি সবাকার, নৃত্য-গীতে
জাগাইছ দ্যুনিবাসী ম্যানকা-রম্ভার
যোগী-ঋষি-যোগ-ভাঙ্গা-নূপুর-নিক্কণ,
নয়নের ফুলবাণ, সঙ্গীতের লীলা।
অন্ধধারে মজাইছ তোমরই সাধকে—
ধ্যানে রত যেই ঋষি তোমা জানিবারে—
তোমারই রচিত সূক্ষ্ম নানা কলাগুণে।
অচিন্ত্য বিরাট তব গূঢ় লীলা দেবি!
মহাজ্ঞানী মহেশ্বরে করে চিন্তারত।
তুমি মহেশের কর নিত্য বীণা-তানে
মানস-রঞ্জন—পিনাকীর প্রিয় তুমি
তোমার কৃপার বলে সুদূর অতীতে
সর্ববিঘ্নণ্য দীন-হীন, মূর্খ কালিদাস—
লভিল স্বর্গীয় আলো—টুটিল তিমির।
চির মূক কণ্ঠে বসি' জাগাইলে তা'র
ত্রিদিবের পুণ্যজ্ঞান, কাব্যের বারিধি;—
যে-কাব্যের অম্বু কম্বুনাদ এই কানে
বহুদূর পার হ'তে পশিছে আজিও
লক্ষকোটি উর্ম্মিমালাঘাতে, সৃজি' কত
নিত্যনব সুমধুর মোহন ঝঙ্কার;
বৃন্দাবনে বনে বনে কোন্ দূর পারে,
ব্রজের নয়ন-মণি-কালার বাঁশরী

যেমতি পশিত আসি' ব্রজবালা কানে
পাপে লিপ্ত চিরদিন নরহত্যাকারী.
সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে রত দস্যু বাল্মীকিরে—
তুমিই হৃদয়ে বসি' 'রাম-নাম' দিয়া—
সুকৌশলে বসাইলে যোগি-যোগাসনে।
সেই আদিসুতকণ্ঠে তুমি কৃপাময়ী
জাগাইলে একদিন তমসার তীরে—
হেরিতে তাহারে দেখি' নিষাদ-শরেতে
সুখরত একটিকে ক্রৌঞ্চ মিথুনের
বিদ্ধ নিপাতিত, আর বিরহ-যাতনা,—
তব সে অব্যর্থ বাণী অভিশাপরূপে।
বাল্মীকি-হোমার-সেক্ষপীর-বেদব্যাস
তোমারই চরণরেণু লভিয়া অমর।
ভারব ত-জয়দেব-মিল্টন,
মধু-হেম-রামদাস-প্রসাদ-নবীন-
কান্তকবি—সকলের হে আরাধ্য দেবি!
লহ দীন সন্তানের প্রণতি চরণে।

সান্ত্বনা

অধম সন্তান আমি, দুইটী নয়ন
অন্ধ হয়েছিলে দেবি! তাইতো তোমার

নবোদিত-তপন-কিরণ-হেম-আভা
ভাসে নাই নয়নে আমার ; কিম্বা মাতঃ !
দীন হীন এ মূর্খ সন্তান, অজ্ঞানতা--
আঁধারে ভীষণ, চিনিতে পারেনি তোমা
বহুদিন ধরি' ! তাই মাগো ! এতদিন,
মৃগতৃষ্ণিকার পাছে এই মরুভূমে,
ছুটিয়াছি অহর্নিশি শান্তি-বারি-আশে—
তৃষাতুর ! দিশাহারা ! সুখ-আশা-হীন !
মনে পড়ে, এক কালে যুগান্তর আগে—
হেরেছিনু দিব্য শোভা—কাঞ্চন-বরণ,
বহুদিন-বিস্মৃত ও-করুণা-বদনে ;
যবে তোমা আপনার করি'—রেখেছিনু
গত দূর শৈশব বেলায়, হৃদে মোর—
শতদল জিনি' তব চরণ-যুগল ;
যবে, মুক্ত ছিল এই হিয়া, স্বরগের
পাপহীন দেবাত্মজ-শিশু-হৃদিসম ;
তোমারই প্রতিমা, যবে, জান তুমি দেবি !
সযতনে গৃহকোণে রাখা সেই কালে
তব চিত্রপট হ'তে কল্পনা-কুশলে—
হৃদয়-মন্দিরে পাতি' পূজেছিনু তোমা ;
মম সাথী ভাই-ভগ্নি মিলি' । সেই কথা
আজও দেবী ! রয়েছে অঙ্কিত, হৃদয়ের

নিভৃত প্রদেশে.—যাহা আজি শুষ্কপ্রায় !
দাবানল-সংসার-দহনে, হইয়াছে
শুষ্ক সবই—হৃদয়ের যত সরলতা !
পুড়িয়া পুড়িয়া হায় ! হইয়াছে ছাই
জীবনের কত শত আশার প্রসূন,
সুখোদ্যানে কতই না কল্পনা-মঞ্জরী !

হায় ! মা ভারতি ! যে-আশা অন্তরে পুষি'
কৈশোর-জীবন-তরু ক'রেছি পালন,
স্মরি' নিত্য লক্ষ্য-পথে তোমার মন্দির ;
সুদূর অতীতে, দৈব-কুঠার-আঘাতে
নির্ম্মম-কঠোর—ছিন্ন জীবন-বিটপী
হইয়াছে মূলদেশে ! সে-আশা-কানন—
বাড়বানলের রূঢ় গভীর দহনে,—
বহুদিন দগ্ধীভূত ! তাই, আজ হায় !
হারাইয়া আশার কাননে মূর্ত্তিতব
কঠিন দহনে, বহুদিন ভুলি' গিয়া
ও-চারু আনন. চিনিবার নাহি ছিল
শক্তি চিতে ; কিম্বা, তোমা চিনিয়াও আমি
চিনিনি স্বেচ্ছায়, পাছে কষ্ট পাই মনে—
স্মরি' গত জীবনের হতাশার শ্বাস ।

ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে ! পুনরায়

দেখাইলে মোরে কৃপা করি', অজি সেই
কৈশোরের দেখা তব সে-দিব্য আনন ;
অঙ্গশোভা তব—নবারুণ-হেম-বর্ণ সম।
খুলিলে আজিকে দূর অস্পষ্ট ভবিষ্যে
চির-যশঃ-শান্তি-ধাম-তোরণ তোমার ;
এ দীন সন্তানে বুঝি তুমি দয়াময়ী
অনন্ত স্নেহের তব গোমুখী-ধারার
বিন্দুমাত্র কৃপা-কণা দানি' ? শুনাইলে
মৃত্যু-পথগামী এই ব্যথিত সন্তানে,
তাই বুঝি তব পুণ্যবাণী ; খুলি' দিলা
নব চক্ষু, জ্ঞানালোক দেখাইয়া তারে ;
সঞ্জীবিত করি' তা'রে নব প্রাণ দানে !
বুঝিলাম সত্য দেবী, অজ্ঞানতাবশে,
ঘুরিয়াছি এতদিন তোমা হারা হ'য়ে !
সত্য মাতঃ ! সত্যেরে ছাড়ি' এ-জগতে,
বৃথাই মিথ্যার পানে ছুটেছি কেবলই—
মূর্খ, অন্ধ, স্বার্থপর মানবের মত !
অসার, অনিত্য এই ধরণী-মরুতে
আছে সত্য হেন কিছু, যাহা মিথ্যা নয় ;
মৃত্যু-মাঝে আছে মাগো ! 'মৃত্যু-হীন প্রাণ'-
স্থূল দেহ ত্যজিলেও, যাহা রহি' যায়—
বসুন্ধরা-স্নেহ-অঙ্কে—অজর অমর।

মরীচিকা সত্যবটে যত মায়া-মোহ ;
জঘন্য অতীব শুধু স্বার্থ অন্বেষণ,
গিয়া ভুলি' পরার্থপরতা ; আপনার
যাহা কিছু ল'য়ে বাসনা-কামনা করা,
নীচ কর্ম্ম হেথা, হিংস্র পশুর মত।
জন্মি' শ্রেষ্ঠজীব হ'য়ে , স্বদেশ-পরের
না করা কল্যাণ কিছু, সত্য হেয় কাজ।
উদারতা-স্বার্থত্যাগ, জীবগণে দয়া ;
বিশ্বপ্রেম-ভক্তি-প্রীতি-ক্ষমা-সহিষ্ণুতা—
সত্যই করে মা দূর হৃদয়ের গ্লানি,
ভুলাইয়া রাখে বৃথা শোক—দুঃখ হ'তে ;
কি-সে হর্ষ বন্ধুভাবে দিতে আলিঙ্গন
শত্রুমিত্র সবারেই সরল হৃদয়ে ?
বুঝিয়াছি সত্য আজি, সে-কি পারাবার
প্রবাহিত হরষের, কি-সে দিব্য সুখ—
পর জনে ভাবিতে আপন, বিতরিতে
মুক্তপ্রেম—পবিত্র-মধুর !

ঘুচিয়াছে
ভ্রম মোর, দুঃখ-জ্বালা-হতাশার শ্বাস ;
পেয়েছি নবীন আলো—শুনেছি ও-বাণী !
অসীমেরে মনে হয় লভেছি গো যেন
জীর্ণ-শীর্ণ করতলে মোর। আপনার

বলি', সত্য নাহি দুঃখ কিছু। বুঝিয়াছি—
যাহা কিছু দুঃখ মোর—নাহি আজ তাহা ;
যেহেতু, বুঝেছি, প্রাণ নহে আপনা
তুমি মোরে দেখায়েছ যেই পথ হেথা,
সেপথে চলিতে, শোক-দুঃখ-যাতনারে,
তোমার আশীষ বলি,' বরিব মাথায়!

* * * * *

হে পাষাণী! কোন্ দূর কল্প-লোকে
মাতিয়া হরষে, দিব্য কি-সে সুরাপানে,
সপ্তসুরপূর্ণ তোর বীণাযন্ত্র ল'য়ে,—
সৃজিয়া মানস-সরে মোহিনী রাগিনী,
বিমোহিত করি' যত দেব-দেবীগণে,
সুরভি-কুসুম-ফোটা নন্দন-কাননে
ছিলি বসি' এতদিন, ভুলি' এ-অধমে?
কেন না জাগালি মোরে, শুনায়ে ও-বাণী—
কুটিলতা পরশিল যেইদিন হ'তে?
কেন বৃথা ঘুরাইলি এ-ঘোর বিপিনে—
লক্ষ্যহারা, জ্ঞানহারা পাতকীর মত!
কি-পাপে বিরূপ হ'লি বল বরাণনে!
কেন পুনঃ শুনাইলি তোর মহাবাণী
জীবনের মধ্যপথে—যবে নবীনতা

যত দেহের মনের—গিয়াছে চলিয়া!
দৃঢ়-শক্ত হইয়াছে প্রতি অঙ্গ মোর,
পাষাণ হ'য়েছে এই ভগ্ন-হৃদিখান !
পেয়ে তোর কৃপা, যে-জ্ঞান লভিনু মাগো।
স্মরাইয়া দেয় তাহা পুনঃ বাল্যকাল !
কিন্তু, যাহা হারায়েছি, না ফিরিবে আর !
বৃথা শুধু এ-হতাশা,—কিবা ফল তাহে ?
নাহি করি ক্ষোভ আর কিছুতে জননি !
যবে তোর কৃপাবলে লভেছি সান্ত্বনা।

প্রার্থনা

প্রণমি চরণাম্বুজে জ্ঞান প্রদায়িনি !
হংসারূঢ়া-বীণাপাণি ! কবি-চিত্ত-ভূষে !
হে মাতঃ ! শুনালে মোরে যেই-পুণ্যবাণী—
যেন গো জাগ্রত তাহা তাপিত এ-চিতে
রহে মা শাশ্বত, লক্ষ বেণু-বীণারবে ;
প্রক্ষালিত করি' যত কলুষ-তিমির—
প্রভাকর-দীপ্ত-প্রভাসম। জাগাইও
মধুবাণী— যবে পুনঃ সংসার-দহনে,

জর্জ্জরিত হবে তনু ; অনিবার্য্য বেগে
শতধা বিদীর্ণ পুনঃ যবে হবে হৃদি ;
অগণিত শোক-দুঃখ-উর্ম্মিমালাঘাতে
চঞ্চলিত হ'ব যবে—ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
আন্দোলিত বৃক্ষপত্র যথা। মুহুর্ম্মুহু
দুর্ণিবার বিভীষণ ইন্দ্রিয়তাড়ণে
বেপথু চলিতে যবে চা'বে এই মন ;
হে জননি! ঐ বাণী শুনাইও তবে
কর্ণে মোর ভৈরব হুঙ্কারে, প্রলয়ের
বিষাণ-গর্জ্জনে ; মহাকাল আনে যথা
বিভীষিকা বিশ্ববুকে প্রলয়-প্লাবনে।

* * *

যায় দিন পলে পলে, মৃত্যু আসে কাছে।
বুঝিনা জগতে মোর কেন আগমন!
শৈশব-কৈশোর কবে গিয়াছে চলিয়া ;
যৌবন যেতেছে চলি'—তেমনি নিষ্ফল!
কে বলিতে পারে কবে এমনি অজ্ঞাত
রহিয়া নিঝুম রাতে ছাড়ি' পরিজন,
নীরবে ব্যথিত চিতে করিব প্রয়াণ!
কেমনে বুঝিব মাগো! তোমার সেবায়
সুদীর্ঘ জীবন মোর করিব অতীত!

কতদিন গেছে চলি' করি' ধূলা-খেলা!
কতদিন শোকে-দুঃখে ক'রেছি অতীত
না জানি অতীতে কত দিবস রজনী
হাহাকারে হতাশায় ক'রেছি যাপন!
করিয়াছি বৃথা সবই, না ক'রেছি কিছু
বৃথা যাহা নহে হেথা—চির দীপ্যমান।

হে জননি! এজীবনে কোনদিন যদি
তোমার পূজার লাগি', অসহ যাতনা
সহিয়া, বিবশ ক্ষীণ হয় এই দেহ,
নাহি রহে শক্তি কিছু; শিথিল-বিকল
হয় প্রতি অঙ্গ মোর; দারিদ্র্য-পীড়নে,
প্রপীড়িত শীর্ণ হয় দেহ যষ্টি এই;
পরের কৃপার আশে জীবনের পথে
ফিরিবারে হয় যদি মোরে দ্বারে দ্বারে;—
কিম্বা, হ'য়ে জরাগ্রস্থ না আসিতে দিন.
পঙ্গুসম যষ্টি'পরি সেই দেহভার
হয় রাখিবারে—লোলচর্ম্ম-দৃষ্টিহীন,
দেহ অবনত হেরি', চোখের সম্মুখে
বালক-যুবকদল যবে মা! হাসিবে
করিয়া বিদ্রূপ; থাকিবে না পরিজন,
না রহিবে ভার্য্যাপুত্র বলিবার কেহ;—
নিরাশ্রয়, গৃহহীন, প্রবাসের বুকে,

মৃত্যুরে ডাকি গো যদি ব্যাকুল-ব্যথায়,—
হে জননি ! যেন মোরে, সে ঘোর দুর্দ্দিনে
তোমার চরণামৃতে করোনা বঞ্চনা !

সদা ভয় হয় মাতঃ ! তোমারেই মোর
ধ্রুবতারা করি' চলি' সারা আয়ু ভূমে,—
অনাহারে অনিদ্রায় শত বাধা ঠেলি',
জীর্ণ ভিন্ন দেহ লয়ে—বুঝি কোনদিন,
হ'য়ে উদাসীন মোর আহার বিশ্রামে,
কিম্বা, অর্থাভাবে হ'য়ে সুখাদ্যে বঞ্চিত ;
যক্ষ্মারোগে হইব আক্রান্ত। জীবনের
যত কোলাহল, ধীরে ধীরে অবসান
হইতে থাকিবে, মর্ম্মভেদী যাতনায়
বিচূর্ণিত হ'বে এই দেহ ; বক্ষঃস্থলে
রুধির-লোলুপ তীব্র-কীটরূপী ব্যাধি
করিয়া প্রবেশ, উদ্গারিবে হলাহল ;
সে-বিষে বিষাক্ত এই বক্ষঃস্থলে মোর
মাংস-মেদ হবে বিগলিত ; পূতিগন্ধ
শোণিতের ধারা, হইবে বমন মুহুর্ম্মুহু ।
সেই কালে, হয়ত বা মাতৃহারা হ'য়ে,
শ্রেষ্ঠ সেবা-যত্নহারা হ'বে এই দীন ।
হয়ত বা দুর্ভাগ্য বশতঃ, যদি কেহ

অপরের সুতা হীনচেতা, ভার্য্যা মোর
রহে সেইকালে—শিক্ষাহীন মায়াশূন্য,—
ঘৃণায় বিকৃত মুখ ফিরাবে তখন ;
অথবা, অঞ্চলে ঢাকি' নাসিকা তাহার—
হেরি' পূতিগন্ধময় রুধির বমন—
চ'লে যাবে ; অসহায় করিয়া আমায়
কৃতান্তের কবলে ফেলিয়া ! হাহাকারে
মৃত্যু তবে আসিবে ঘনায়ে—পরিজন
অবহেলা-শেল লয়ে হৃদে ! সে-সময়ে
মৃত্যুগামী সন্তান-শিয়রে, দাঁড়াইয়া
লয়ে তব পুণ্যবীণাখানি, বরষিও
গীতি-সুধা, ব্যোম-ভেদী বীণার ঝঙ্কারে,
তৃপ্ত করি' এ-দীনের শ্রবণ-হৃদয় ;
তোমার অক্ষয়-কৃপা-বারি-বিন্দু-দানে,
করিও অমর মোরে স্বদেশের বুকে ;—
প্রণমি' চলিনু পথে করি' এ-প্রার্থনা !

ইতি 'প্রহেলী' নামক কাব্য সমাপ্ত।




দীপক

উৎসর্গ

পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্
বিশ্বনাথ বসু সর্ব্বাধিকারীর
পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে।

"A rose's brief bright life of joy—
Such unto him was given.
Go, thou must play alone my boy;
Thy brother is in heaven."—

শাপ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু! ব্রহ্মলোক হ'তে
জন্মেছিলি মাতৃগর্ভে অনুজ আমার!
রচেছিলি খেলাঘর স্নেহ-মায়া-জালে,
বেঁধেছিলি মিষ্টভাষে এ-বিশ্ব-সংসার।

একবৃন্তে পুষ্প দু'টি—যমজের মত
ফুটেছিনু মোরা দু'টি জননীর কোলে;
খেলেছি, ছুটেছি কত! করি' মারামারি;
কেঁদেছি, হেসেছি কভু হরষের রোলে।

বিংশতি বরষ পরে প্রবাসী যখন,
উচ্চ আশা নিয়ে গেলি কোলাহল মাঝে !
উৎসব-দিবসে ছাড়ি' মাতা-প্রিয়জন—
নিরাশ্রয় !—খেলাঘর ভাঙ্গি' কোন্ সাঁঝে ।

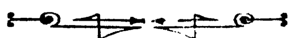
সে-ঘর ভেঙ্গেছে ওরে ! প'ড়ে আছে শুধু
জীর্ণ তোর বস্ত্র-বই, ছিন্ন স্মৃতিখানি ;
নিরাশ্রয় মোর নেত্রে ভাসে মরু ধূ—ধূ !
পড়ে' আছি ভ্রাতৃহারা—ভগ্ন বীণাখানি !

মনে পড়ে ওরে আজ অতীতের কথা—
বেদনা, যাতনা কত দিয়াছি যে তোরে !
আজ এই মুখ চাহি' ভুলি' সেই সব
নিবি কি এ-ক্ষুদ্র দান বুকে তুলে ধরে' ?

মাণিকতলা ১৩৩৭ } তোর চির নির্দ্দয়—মেজদা ।

দীপক

নব বর্ষের গান *



জলধির পারে চক্রবালের দীপ্ত আনন খানি—
নব আনন্দে নব জাগরণে কণক্ ঘোম্‌টা টানি',
জাগিয়াছে আজ অসীমের বুকে নব রাজটীকা পরি',
নব বরষের অরুণচ্ছটায় পুরাতন পরিহরি'।
চারিদিকে হেরি একি কলরব! একি আয়োজন শত!
জীর্ণ বসন কে হরিল আজি? দীর্ণ বাসনা যত?
চিরদুখিনীর আজি আঁখিনীর নবীন আশার আশে,
বুঝি মুছিয়াছে হেরিবে বলিয়া নয়নের মণি পাশে।
সারা বরষের পুরাতন দুখ্ লভিয়াছে অবসান;
দূর পরবাসী বিরহীর প্রাণে জাগে মিলনের গান।
পীড়িত দুঃস্থ, অনাথা, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর কত—
জন্মভূমি-জননীর বুকে দুঃখ-যাতনাহত—
সারাটি বরষ ব্যাকুলিত আশে নব বরষের পানে—
চেয়েছিল যারা, গেছে দুখ সেই পুরাতন অবসানে।

---

* "বাঙলা" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত।

ভক্ত সেবক নবীন বাসনা দীর্ণ বক্ষোমাঝে
যতনে ধরিয়া, দেবতার দ্বারে ফেলিয়া শতেক কাজে,
ব্যথিত কণ্ঠে আকুল হৃদয়ে পুত্র কন্যা তরে
অর্ঘ্য দিতেছে নতশিরে আজ কত-না ভক্তিভরে।
তরুণী জননী আজি এ বঙ্গে পুত্র কামনা করি'—
নবীন আশায় নব বরষের উষাকালে স্নান করি',
সন্তান-মুখ-চন্দ্র না হেরি' আকুল বেদনা নিয়ে—
দেউল-দুয়ারে খুঁড়িতেছে মাথা অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়ে।
সারা বরষের দীনতা-হীনতা নবীন ছন্দ-গানে
কোথা মিশে যায় দূর নীলিমায়, জাগে আশা নব প্রাণে
নবীন প্রভাতে নবীন হরষে বিহগ গাহিছে গান ;
দূরে দূরে কোথা ভৈরবী সুরে গায়ক ধরিছে তান।

ক্ষুদ্র গৃহের কক্ষের বুকে বসি' আজ ভাবি মনে,—
বিশাল জগতে নব বরষের এহেন শুভক্ষণে—
দেশে দেশে কত নরনারী-প্রাণে উঠে যে-হর্ষ-গান,
নাহি জাগে আজ আমার স্বদেশে,—যেন সবে হীনপ্রাণ ;
স্বাধীন যাহারা, তাহাদের দেশে আপন ইচ্ছামত—
দেশবাসী যারা—নব আয়োজন উৎসব করে কত !
মোদের কিন্তু চরণে হস্তে শৃঙ্খল ঝঞ্চন
করিছে নিত্য, আজিকে মোদের চারিদিকে বন্ধন !
উঠিবার আজ গিয়াছে শকতি, বলিবার গেছে ভাষা,
দলিত-মথিত-পীড়িত মোদের নিভিয়াছে সব আশা !

প্রাণের আবেগ হৃদয়-গুহায় হাহাকার ক'রে মরে ?
কাহারে বলিব হৃদয়ের কথা ? বচন নাহি ত সরে !
কে হরিল আজ ভাষার ক্ষমতা অ-মূক এ-মুখ হ'তে ?
ব্যথিত-পীড়িত যদিও আমরা মূক নহি কোনো মতে।
নহে ত মোদের আজিকার দিন উল্লাস করিবার ;
নাহি সাজে তাহা পরাধীন দেশে সহি' ক্লেশ অনিবার।
জাগেনা রে আজ আমার হৃদয়ে হরষের হিল্লোল,
শুনি' দেশে মোর চারিদিকে ঘোর হাহাকার কল্লোল !

মনে পড়ে আজ যুগান্তব্যাপী মুক্তির মহারণে,—
হৃদয়-শোণিত ঢালিয়া, যাহারা স্বাধীনতা-অর্জ্জনে—
মৃত্যুর মহাদংষ্ট্রা-কবলে অতীতের মসী-কোলে,
স্বেচ্ছায় বলি দিয়েছে নিজেরে—তাহারা ঘনায়ে তোলে—
আজিকার এই নবীন বরষে কত না চিত্ত ভরি,'
নূতন করিয়া ঘন ব্যথাভার হৃদয় বিদ্ধ করি' !
ছিলনা রে তারা মোদের মতন এহেন কর্ম্মহীন ;
বসিয়া থাকেনি তাহারা হেরিয়া জননীরে দীন-হীন।
ওরে দেশবাসি ! তা'রা কেঁদেছিল জননীর আঁখিধারে !
তাই তারা আজ শিখায় মন্ত্র থাকি' দূর পরপারে।

শোন শোন্ ঐ ! দেশে দেশে কত সহস্র কণ্ঠধ্বনি
স্বাধীনতা-রণে জয়লাভ করি' সভ্য নিজেরে গণি',

জাগায় সুপ্ত নরনারী-প্রাণে স্বাধীনতা-রণ-সাধ !
জাগ্‌রে ভারত ! জাগ্‌ জাগ্‌ জাগ্‌ আজি তাহাদের সাথ।
ভুলিস্‌নে ওরে ! ভুলিস্‌নে তোরা তোদের ভা'য়ের কথা,
গভীর নিশায় যাহা আমাদের হৃদয়ে জাগায় ব্যথা।
আর কিছু কাজে বৃথা কালব্যয় কর্‌বি কেন রে বল্‌ ?
যে-পথে গিয়েছে তোদের ভ্রাতারা, সেই পথে ছুটে চল্‌ ;—
সেই পথে যেতে পাথেয় লইয়া আজি এই শুভদিনে—
নব জাগরণে নব উদ্যমে নিজের পথটি চিনে—
নবীন বরষে নূতন হরষে দৈন্য ঘুচাতে মা'র
ভাই ভাই বলি', করি' গলাগলি চল্‌ সেই পরপার।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৭
কলিকাতা।

অর্ক-স্তুতি *

[গান ; সুর—ললিত।]

বন্দি সবিতা! চারু-দিব্য-বিভাধর!
হেম-কান্তি-শোভা দিনমণি ভাস্কর!
কু—কু, কু—কু
বিজড়িত কণ্ঠে
কোকিল ডাকিল ঐ!
ঘুম ভাঙা কণ্ঠে!—
জাগ্রত পিককুল;—
কোথা ডাকে বুল্‌বুল্‌—
চন্দনা-অলিকুল
কাক-নীলকণ্ঠে;
ভাগীরথী-ধারে
তমসার পারে—
তব আলো জ্ঞান সম
ঢালো চিত্তাধারে!
দাও আলো, নাও কালো
এই হৃদ্দি-পাপ-জালও
নমি দেব ভাস্বর!

* স্বরচিত 'মীরা' নামক নাটকের পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

আগমনী ❀

(১)

(আজি)　শরতের নীল মুক্ত গগন
কি বারতা দেয় আনি' ?
শ্রাবণের নীল অম্বর ঘন
কাহার পরশে মসী আবরণ—
বর্ষারাণীরে দূরে পরিহরি',
ফেলিয়া দিয়াছে টানি' ?
(আজি)　বিরহ মলিন তাহার আস্যে
হাস্য কে দিল আনি' ?

(২)

(আজি)　দূরে দূরে ঐ ধরণীর বুকে
শস্যক্ষেত্র 'পরি—
কাহার নবীন পীত অঞ্চল
স্নেহভরে আজ উড়ে চঞ্চল ?
হৃদয়ে হর্ষ-কুসুম ফুটায়ে
মলিন বদন 'পরি—
হাস্য ছুটায় তাপিত চিত্ত
অমিয় সেচন করি' ?

❀ "চাঁচল" স্কুলের "অঞ্জলি" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত।

(৩)

(আজি) গিয়াছে মিশিয়া দূর নীলিমায়
প্রাবৃট্-জলদ-মন্দ্র ;
ফোটে আজ নব কুসুম-কলিকা,
গাঁথে বালিকারা নবীন মালিকা,
ছুটিছে পবনে, বনে উপবনে
সুরভি কুসুম-গন্ধ :
জাগিছে পরাণে আজিকে সঘনে
নবীন গানের ছন্দ ।

(৪)

ওরে ! কোথা তোরা ? ছুটে আয় ত্বরা
জননী এসেছে দ্বারে
খোল্ খোল্ তোরা কুটীর-দুয়ার,
ভক্তি-অশ্রু আন্ ভারে ভার,
চন্দন আর কুসুমের হার
ঢেলে দে চরণাধারে ;
ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্ হৃদি-রুদ্ধ-দুয়ার—
মা আজ এসেছে দ্বারে !

(৫)

নবীন ছন্দে পরমানন্দে
জননীর জয়গান—
আয় সবে মিলি' মুক্ত হৃদয়ে

গাই আজ মোরা সুপ্ত নিলয়ে
জাগাইতে গৃহে লুপ্ত গরিমা
প্রতি বরষের গান।
জাগুক্ জননি! সুপ্তা ধরণী
বাজুক মোদের প্রাণ।

(৬)

বল মা কেমনে এই দুর্দ্দিনে
জননি বিশ্বরাণি!
সন্তান ছাড়ি' বরষে বরষে,
যাও চলি' কোথা কিসের হরষে?
ত্যজি' মা তোমার এই সংসার,—
চরণ-তরণীখানি
ল'য়ে যাও তুমি বুকে বারবার
অসহ অশনি হানি'!

(৭)

বারেক করুণা-নয়নে জননি!
হের দীন সন্তানে।
দূর কর যত তমসার জালে,
মহান্ আশীষ দাও এই ভালে;
নবীন বরষে তোমার পরশে
নবীন শকতি-দানে—
দীক্ষিত কর নবীন মন্ত্রে
নবীন করিয়া প্রাণে

(৮)

বাজারে ! বাজারে ! দ্বারে দ্বারে দ্বারে
জয়ের দামামা আজ ;
আয় ! ছুটে আয় ! জননীর পাশে
যে যেথা আছিস্ দূর পরবাসে !
আয় সবে মিলি' ভাই ভাই বলি'
ভুলিয়া বিভেদ-লাজ,
পূজি ও-চরণ, করি এ-জীবন
সফল পূর্ণ আজ !

(৯)

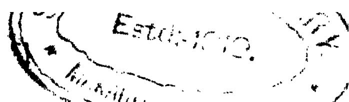
জননি ! তোমায় যেতে নাহি দিব ;
এ-হৃদি-কারায় আনি',—
রুদ্ধ করিব ও-রাঙ্গা-চরণ,
শীতল করিব অসহ মরণ—
এ-হৃদি শূন্য করিয়া পূর্ণ
আমার বক্ষে টানি,'
অধম-পরম দীনের শরণ
যুগল-চরণ খানি ।

ভিখারীর মা

"দুপুর বেলায় করুণ সুরে
কে ডাকে রে! কে ডাকে!
মাথার ওপর আগুন-রবি,
তার নীচে কে দাঁড়িয়ে থাকে?
আয় মা রাণী! ছাখ্না চেয়ে
দাঁড়িয়ে হোথায় কা'দের মেয়ে!
এমন রোদে কি কর্তে
এম্নি ক'রে কা'কে ডাকে"?—

রাণী দেখে এসে বলে,—
"মধু-হাড়ির ওযে মেয়ে!
ওপর থেকে কি দেখ্বি?
নীচে এসে দেখ্না চেয়ে!"—
মা নেমে যান নীচের তথায়
প্রশ্ন করেন, আর্দ্র গলায়—
"কি হ'য়েছে বল্না রে তোর?
এ-বেশ কেন, কি দুখ্ পেয়ে?"-

মধু-হাড়ির মেয়ে সে যে—
জীর্ণ তাহার বস্ত্রখানি .-



ভিক্ষাআশে ঘুরে ঘুরে
শুকিয়ে গেছে বদনখানি !
ক'মাস 'মধু' রোগে ভুগে—
সয়ে' রোগের জ্বালা ও দুখে,
মরেছে কাল রাত্রিকালে—
রেখে তাহার মেয়ে—"পানি।'

বলে 'পানি'—"বাবা আমার
এম্‌নি আমায় একা ফেলে
কাল রাতে যে একা একাই
ঘুমিয়ে গেল কোথায় চ'লে !
কোথায় যাবো কেউ ত নেই !
কে খাওয়াবে,—ভাবছি সেই।—
মা গ্যাছে, তা'র পিছু গেল
দাদা—মায়ের বড় ছেলে" !—

বল্‌তে বল্‌তে পানির গলায়
বাধ্‌লো আরও কতই কথা !
চোখ দিয়ে তা'র জল গড়াল,—
গভীর সে কি নীরব ব্যথা !
বলতে গিয়ে মুখ ফোটেনা,
না ব'ল্লেও ভিখ্‌ জোটেনা !—

তাই বলে সে কেঁদে কেঁদে—
"ভিখ্ আন্‌লে আমার কোথা ?"-

রাণীর মায়ের বুক ভেসে যায়
কেবল দুটো চোখের জলে।
ভাবেন,—"প্রভু ! এ-দুখীরে
কাঁদাও এমন কিসের ফলে !"—
শেষে বলেন—"আয় রে পানি !
রাণীর মত তোরেও জানি ;
হ'য়ে মেয়ের মা, তোরে আজ
ফেরাই ওরে কিসের ছলে ?"

চোয়া—১৩৩৫ ।

—·——

আমার বাঙলাদেশ *

(১)

বিশ্বের ধন নিঃস্ব হ'য়েছে চরণপদ্মে যাঁর,
তুষার-শুভ্র-রজত-কিরীট মাথার ভূষণ আর ;
চরণেতে যাঁর জয়গান রচে বিরাট অম্বুরাশি—
কল-কল্লোলে বীচি-হিল্লোলে ধ্বনিয়া বিরাট বাঁশি ;
বক্ষেতে যাঁর বহে অনিবার কলুষ ধৌত করি'
কুলু কুলু নাদে হরি' অবসাদে গঙ্গা শুভঙ্করী ;
শীর্ষে যাঁহার নীল অম্বর, কোটিতারা-সমাবেশ ;—
সেই ত মর্ত্ত্যে চির আদরের আমার বাঙলাদেশ !

(২)

সেই ত বাঙলা দেশ রে ! আমার সেই ত জন্মভূমি !
প্রবাসে আবাসে বাতাসের শ্বাসে যাঁর আহ্বান শুনি !
পশ্চিম কোণে যে-দেশ-গগনে রক্তরাগের আলো—
দূরপরবাসি-হৃদয় হইতে মোছে হতাশার কালো ;—
প্রভাত-বরণে তরুণ তপনে অর্ঘ্য ভরিয়া যত
ভক্ত-সাধক অঞ্জলি ভরি' যেথায় সাধনা রত ;—
সেথায় যেন রে পরম শান্তি ! নাহি অভাবের লেশ !
চির সাধনার, চির কামনার আমার বাঙলাদেশ !

* "বৈদ্যশক্তি" মাসিকে প্রকাশিত।

(৩)

প্রভাত হইলে যেথা দলে দলে পুণ্য স্নানের লাগি'
জাহ্নবী-কূলে ছায়া-তরু-মূলে নরনারী অনুরাগী—
ভীড় করে আসি', কেহ পাশাপাশি বন্দনা করে তাঁর—
যেই সুরধুনী ধীর প্রবাহিনী হরে সেথা পাপ ভার ;—
আমার সে-দেশ-মাধবীকুঞ্জে গুঞ্জরে মন-অলি,
তারই ফুলে ফুলে আপনারে ভুলে আপনি পড়ে রে ঢলি' !
স্মরি' অনিবার ঝরে আঁখিধার সে-দেশের কোনো ক্লেশ—
যে দেশ আমার জন্মভূমি গো, আমার বাঙলাদেশ !

(৪)

যবে দেখি সাঝে—ফেলি' সব কাজে আমারই দেশের বালা,
তুলসীতলায় নিঝুম বেলায় করেছে দীপটী জ্বালা—
দাঁড়ায় আসিয়া, আঁচল টানিয়া করে শির অবনত,—
সে যে অবলার মোর বাঙলার দেবতা-ভক্তি কত !
ওরাই ত সেই আদিকাল হ'তে সতীত্বের পূত শিখা
জ্বালিয়া রেখেছে আমার দেশেতে—পুণ্যের মালবিকা !
সতী-সাবিত্রী-বেহুলা-চিন্তা-স্মৃতি পূজে যেই দেশ,
জগতের মাঝে উজ্জ্বল রাজে সে মোর বাঙলাদেশ !

(৫)

এই দেশেতেই অতীতের কোলে অবতার গৌরাঙ্গ
জন্ম লভিয়া, হরিগুণগানে করিল জীবন-সাঙ্গ

তাঁহারই ত সেই দীপ্ত প্রেমের অবিরাম 'হিন্দোল'
বাজিছে হৃদয়ে, জাগাইয়া প্রেম-ভক্তির হিল্লোল।
ভক্ত কবি-সে জয়দেব প্রভু—বাঙলার কবি মণি,
মুকুন্দ-মধু-শ্রী"কান্ত"-নবীন,—যাঁহাদের মোরা নমি,—
তাঁদের ছন্দে পরমানন্দে বন্দিত যেই দেশ,
সেই দেশই মোর বঙ্গজননী, আমার বাঙলাদেশ!

(৬)

হেথা কোনো দিন বেজেছিল বীণা যে-রাগ-রাগিণী-সুরে,
যে-গানে উজান বহিত গঙ্গা বাঙলার বুক জুড়ে;
যেখানেতে আগে শস্যশ্যামল বিরাট জন্মভূমি
ত্রিদিবের শোভা এনেছে বঙ্গে বাঙলারই পদ চুমি';
যেথায় স্বয়ং অন্নপূর্ণা অন্নের থালি ভরি',
দেশে দেশে কত দেছেন অন্ন ক্ষুধার যাতনা হরি';—
সেথা সেই গান আজি অবসান! অন্ন-সে নিঃশেষ!
বিশ্বের তরে নিঃশ্বেসে ওরে! বাঙলার সব শেষ!

(৭)

নাহি আর সেই চাঁদিমার হাসি, নাই দেশভরা ধেনু!
রাখাল বালক দলে দলে মাঠে বাজায় না সেই বেণু!
নাহি সেই দধি-দুগ্ধ-নবনী সবল করিতে দেহ,
যাহা চুরি করি' যশোদা-দুলাল পুণ্য করিত গেহ!
গিয়াছে সে-হাসি, সেই-তেজ-রাশি, সেই আরাধনা-জ্ঞান,
বঙ্গ জুড়িয়া, পুড়িয়া পুড়িয়া, সবে আজ ক্ষীণপ্রাণ!

বাঙলার বুক দীর্ণ ভিন্ন, নাহি অভাবের শেষ !
বৃথাই জন্ম মোদের ঐ বুকে আমার বাঙলাদেশ !

(৮)

চাইনা রে আজ মার দুঃখ স্মরি', নিজের সুখের লাগি'—
যাইতে কোথাও সোনার রাজ্যে—র'ব হেথা ভিখ্ মাগি'।
যায় যা'রা যাক্ দূর নদীপারে, যশের মুকুট-আশে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া বাঁচিয়া মরিয়া রহিব জননী-পাশে।
মূর্খ তাহারা—শত্রু, যাহারা দেশের দ্রব্য ফেলে
বিদেশী দ্রব্য বুকে তুলে ধরে, জননীরে অবহেলে !
চাহিনা আমার সে ভ্রাতা বন্ধু, চাহিনা ত সেই দেশ !—
যে-দেশে জন্ম ঠেলিবনা তা'রে—আমার বাঙলাদেশ !

(৯)

আজ হেরি' দূরে আঁখি দু'টি পূরে জননী বঙ্গভূমি
নির্জ্জন সাঁঝে প্রান্তর মাঝে এলোকেশী, তাঁরে নমি !
হেরিতেছি তাঁরে অবিরল ধারে ফেলিতে অশ্রু কত ;
ছিন্নবসন, মুদিতনয়ন, দারুণ-যাতনাহত !
হেরি' তাঁর মুখ বিদরিল বুক, খুলিল অন্ধ আঁখি ;—
কহি,—"এলোকেশি ! ত্যজিয়া বিদেশী,
যত দিন বেঁচে থাকি,
তোমারই স্নেহের দেওয়া যাহা কিছু
নেব তুলে, বাঁধো কেশ !
জননি ! পালিনি ! ওগো দুঃখিনি ! আমার বাঙলাদেশ !"

কলিকাতা—১৩৩৭

ভাইফোঁটা *

পোহাল রজনী ধীরে, জাগিল প্রভাত
তরুণ অরুণ দূরে নীলিমার কোলে—
কাঞ্চন-কিরণধারা ঢালি' ধরা-শিরে—
হাসিল মধুর হাস্যে। পাখী যত গাহি'
হরষে প্রভাত গীতি,—আপনার মনে,
দূর কোন্ অজ্ঞাত আবাসে গেল চলি'
আপনার উদরের সংস্থান হেতু।
জাগিল সুষুপ্তিমৌন যত বিশ্ববাসী
শুনিয়া পাখীর গান। মোর প্রবাসের
গৃহ দ্বার খুলি,' দাঁড়াইয়াছিনু আমি—
নির্নিমেষআঁখি—গৃহ নিম্নে নগরীর
মুক্ত পথ পানে!

অদূরে চাহিতে এক
গৃহমাঝে সম্মুখে আমার, হেরিলাম—
অব্যক্ত আনন্দস্রোত-মধু-শিহরণ!
সুপ্তোত্থিত উদাস এ-চিত্তমাঝে তায়
জাগিল জানিনা কিবা মধুর বেদনা!
হয় ত বা গত নিশা-স্বপ্ন-দৃষ্ট কোনো

---

* "ভাইফোঁটা" দিবসে কোনো গৃহে ভাইফোঁটা দেখিয়া লিখিত

করুণ ঘটনা-দৃশ্যে ব্যথিত এ-মন—
তখন ও দহিতেছিল গভীর ব্যথায়।
কিম্বা, মনে হয় তা'ও,—হয় ত বা কাল
রজনীতে লিখি' সেই কবিতা করুণ,
ভুলিতে পারিনি এবে তা'র সে উচ্ছ্বাস।
তাই বুঝি ক্ষুব্ধ এই মন!

হেরিলাম
সেই গৃহ বুকে,—বালক বালিকা যত
নববস্ত্রপরিহিত, প্রাতঃস্নান করি,'
শোভিতেছে যেন চক্ষে পুণ্যদীপ্তিময়
স্বরগের দেব-শিশুসম। পুনঃ হেরি,—
সদ্যঃস্নাতা, নবীনবসনা, মূর্ত্তিময়ী
তরুণী জননী—করি' জাহ্নবীর জলে
পুণ্য স্নান—যেন হ'তে প্রভাতা রজনী;
করি' দূর যেন তা'র সকল কালিমা,
কলুষনাশিনী-সর্ব্ববিষাদহারিণী
ভাগীরথী-পূত-বারিধারে, পরি' ভালে
রক্তরাগ সিঁদুরের ফোঁটা, ক্রোড়ে ল'য়ে
শিশু এক সদ্যোজাত যেন;—শোভিতেছে
সতীত্বোজ্জ্বল-রাগ-রঞ্জিত বদনা—
স্বপ্নে দেখা বুঝি কোন দেববালা সম।
শঙ্খনাদ তখনো ধ্বনিত গৃহ-কোণে।

ভাবিলাম,—বুঝি এ-তরুণী, দেববরে
শিশু-পুত্র লভি', ষষ্ঠীপূজা করি' শেষ,
স্নেহময়ী দাঁড়াইল সম্মুখে আমার।

নিম্নে পথ-বক্ষোপরি চাহিয়া দেখিনু,—
তরুণ-যুবক-প্রৌঢ়-বালকের দল,
অভিনব বেশভূষা পরি' ফুল্লচিতে
চলিয়াছে পথ বাহি' কিসের উদ্দেশে।
নারিনু বুঝিতে, কিবা রহস্য আজিকে
এ-ধরণী-মুক্ত-বুকে আছে লুকাইয়া?
কিসের উৎসব লাগি' জাগিয়াছে আজ
এ হেন নবীন সাড়া নর-নারী-প্রাণে?
বড় ক্ষুব্ধ মন! চাহি' উদাস নয়নে,
ভাবিনু যে কত কথা বলিতে পারিনা!
সহসা হেরিনু সেই গৃহমাঝে, এক
বর্ষীয়সী নারী, তার গৃহকক্ষে বসি,'
ঊর্দ্ধে তুলি' বাম কর, প্রৌঢ়ের নিকটে
কি জানি কি করিতেছে। দৃষ্টিপথে মোর
পড়িলনা পূর্ণভাবে অঙ্গ উভয়ের।
তখনো ধ্বনিতেছিল কম্বু ঘন ঘন,
পশিল শ্রবণে তাহা বর্ষি' সুধা যেন।
সন্দেহ হইল মনে—কি-উৎসব আজ?

শুধাইনু ক্ষুব্ধচিতে ব্যাকুল আগ্রহে
পরিচিত বৃদ্ধে এক ;—কহিলেন তিনি—
"কোথা ষষ্ঠী পূজা ? তুমি জাননা কি হেতু
আজ শুভ ভাইফোঁটা ?"
শুনি' সেই কথা,
উদ্বেলিত হ'ল মোর, লুপ্ত বেদনার
মর্ম্মাহত অতীতের পারে,—শৈশবের
জীর্ণ-ত্যক্ত সুখ-স্মৃতি যত। অসহায়,
গৃহহীন,—পরবাসে দাঁড়ায়ে একাকা—
ভাবিলাম,—নহি আমি সহোদরা হীন !
নাই সবে তারা আজ, য'ারা একদিন
একে একে অঙ্গুলি-পরশে, চন্দনেতে
এ-ললাট ফেলিত আবরি'। তবু আছে
এই পৃথিবীর দূর চারি কোণে আজও—
নিভৃত-প্রকৃতি-স্নেহ-ক্রীড়া-ভূমিমাঝে—
চারি মোর সহোদরা ;—জ্যেষ্ঠা কেহ কেহ,
কনিষ্ঠাও দুটা। তাই এই ভাইফোঁটা—
দূর এই প্রবাসের নিভৃত আলয়ে—
বলে আজ যেন শূন্য প্রাণে, চুপে চুপে—
"ওরে তোর কেহ নাই ! নাই !"
দীর্ণ বুকে,
কিসের গভীর জ্বালা, সহসা যেন রে

জাগিয়া উঠিল ধীরে বাড়ব অনলে।
সহসা পড়িল মনে,—নানাখাদ্যে ভরি'
মনোরম-থালি ল'য়ে করে এক কালে—
সুরভি-চন্দন-চুয়া, ধান্য-দূর্ব্বা আর,
পাত্র ভরি' আনিয়া সম্মুখে,—অতীতের
সুখ-দিবা-নবীন-বেলায় ভগ্নিগণ—
দিয়াছে আমার ভালে কত না হরষে—
চন্দন-চুয়ার ফোঁটা ; উচ্চারিয়া মৃদু
কতই না শুভাশীষ-মধুর-বচন !
জ্যেষ্ঠা যারা,—মোর শিরে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া—
স্মিতহাস্যে করিত না কত আশীর্ব্বাদ।
ভক্তিভরে করিতাম অবনত শির
তাদের চরণে আমি। কনিষ্ঠারা মোর—
দিয়া ভালে ভাইফোঁটা—নোয়াইত মাথা
চরণে আমার কত ভক্তি-সহ, লভি'
মোর আশীর্ব্বাদ তা'রা প্রতিদানে তা'র।
অদূরে কক্ষের মাঝে পূর্ণ করি' গেহ,
স্নেহের উদ্দাম-উৎস-বিগলিত চিতে—
দাঁড়াইয়া থাকিত তখন—স্নেহময়ী
জননী মোদের—মৃদু হাস্যে ফুল্লমন ;—

হেরি' সেই বর্ষীয়সী নারীরে সম্মুখে
সহসা প্রফুল্ল চিত্তে দাঁড়ায়ে থাকিতে

ভাই-কোঁটা দিয়া, কহিলাম হতাশ্বাসে—
"হে জননি ! মাতৃ-স্নেহ-পূর্ণ-হৃদি নারি !
থাকে যদি তব দেহে অংশ কিঞ্চিদপি
বিশ্বধাত্রী জননীর ; রহে যদি হৃদে—
সন্তানের তরে তব স্নেহ-সম্ভাবনা ;
পরিত্যক্ত তবে সেই বিশ্বজননীর
দীন হীন পরবাসী, কোঁটা-অভিলাসী
এ-সন্তানে—দ্বারদেশে দাঁড়াইতে হেরি',
শুধু সেই আকাঙ্ক্ষিত ভাইকোঁটা আশে,—
জননীর স্নেহ-তরঙ্গিনী, উচ্ছ্বসিত
হয়না কি হৃদয়ে তোমার ? নির্ব্বাপিত
করিবারে ব্যাকুলতা-দাবানল তার ?
পারনা কি ডাকি' তব দুহিতারে, এই
ব্যথিত-সন্তান-ভালে কোঁটা দেওয়াইতে ?
না পার তা' যদি, তবে বুঝিব গো নারী !
নাহি স্নেহ জননীর তব ও-হৃদয়ে ;
ধরিয়া ধরায় মাতৃ-মূর্ত্তি—চর্ম্মসার,
কলঙ্কিত করিতে এসেছ, জগতের
অতি প্রিয়, চির পূত জননীর স্নেহ !
বিশ্বের সন্তানে যদি পুত্র জ্ঞানে কভু
নাহি পার বরষিতে মাতৃ-স্নেহ-ধারা,
তা হ'লে কেমনে নারি ! মাতৃ-শ্রদ্ধা লভি'—

জগতের সন্তান হইতে—তৃপ্তি-সুখ
অনুভব করিবে গো নিজে? যদি মোরে
অবহেলা কর তুমি আজ, তবে এই
দ্বার দেশে দাঁড়ায়ে হতাশে, মনে মনে
ভাবিব,—"বৃথাই নারী-জনম তোমার!"—

বাজিয়া উঠিল দূরে সহসা কোথায়
বাঁশী-মুখ-নিঃসৃত কি সুমধুর তান!
মনেরে পাগল করি' লয়ে গেল কোথা—
উন্মুক্ত উদার দূর সীমা-হারা কোন্
শূন্য-স্বপ্ন-লোকে। ধীরে উদিল ভাস্কর
উচ্চ হ'তে উচ্চতর নীলিমার পথে,
ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মোর আশা-কুঞ্জালয়।
সম্মুখে পথের ধারে উঠিল জাগিয়া
অভাগিনী ভিখারিণী নারী একজন।
হয় ত বা ভাগ্যদোষে দীন হীন হেন—
পথে ঘাটে ঘুরে মরে, শোয় যেথা সেথা
মনে হ'ল, বুঝি কোন্ অতীতের কোলে
ছিল তা'র বুক ভরা সন্তানে হাসি;
কিম্বা, তার এককালে ছিল মনে হয়—
স্নেহময় সহোদর কোনো; যারে আগে,
ভগিনীর স্নেহাঙ্গুলে দিয়া ভাই কোঁটা,

কত তৃপ্তি, হর্ষ কত লভেছে কখনো।
কিন্তু আজ, বিধাতার নির্ম্মম বিধানে—
সন্তান-ভ্রাতারে বুঝি চিরদিন তরে
হারাইয়া, ফিরিতেছে সংসার-মরুতে,—
বৃথা শুধু স্নেহ-বারি আশে ! কিন্তু ওই !
শুনি' ঘন শঙ্খনাদ, বুঝি চলি' যায়—
জগতের কোলাহল-লোকালয় ছাড়ি'—
কোন্ দূর নিভৃত আলয়ে !—যেথা কভু
জাগেনাক সন্তানের স্মৃতি ; কিম্বা যেথা—
এই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসব—জাগায়না
ভিখারিণী-হৃদে—ভুলে-যাওয়া আপনার
সহোদর-স্মৃতি !···দেখিতে দেখিতে, মোর
দৃষ্টিপথ হ'তে, অন্তর্হিত হ'ল সেই
ভিখারিণী নারী।

"তবে চকিতে এ-মন—
বিরাট অসীম এই ধরণীর বুকে—
অচেনা কতই ঘন বন-বীথি দিয়া ;
নদীতীর-শস্যক্ষেত্র-কুসুম-উদ্যান,
নিরালায় কত, স্থান অগম্য ভীষণ,
কতই না বনপথ বাহিয়া একাকী ;—
মার্ত্তণ্ড-কিরণ-ধারা সহি' শিরোপরে,
গো-যানের ঘর্ঘরিত চক্রোৎক্ষিপ্ত কত

ঘন ধূলারাশি ল'য়ে বহু প্রীতি ভরে—
সেথা গিয়া রহিল দাঁড়ায়ে ; যেথা দূরে—
চারি সহোদরা মোর, চারি গৃহ কোণে,
কতই না হিতকামী—দেওয়ালের গায়—
আমারে স্মরিয়া, স্নেহে উদ্দেশে আমার
চর্চ্চিত চন্দন-চুয়া ধান-দূর্ব্বা ল'য়ে,
আমায় দিতেছে সবে আজি "ভাইফোঁটা"

মাণিকতলা ১৩৩৬।

ভিক্টোরিয়া।

(১)

অম্বুধির পরপারে সীমান্তের ব্যোম-পারাবারে—
বিজয় বৈজয়ন্ত ধামে কোন্ দূর জ্যোতির্ম্ময়াগারে
ব'সে আছ তুমি ভিক্টোরিয়া!
উল্লাসে ও-চরণ ধরিয়া,—
নূপুর-নিক্কণে শত রাগিনীর অভিনব তানে—
বন্দিছে অপ্সরা নিত্য ; ধরে ফুল-ধনু সেইস্থানে
অনঙ্গ কুসুমে শোভিত ;
বঙ্কিম বসন্ত মোহিত—

ক্লান্ত পারিজাতবনে: আপনার প্রিয়া মালবীর
রাগিনী-সুরায়-রহে বসি', শুধু কুসুমবীথির
বক্ষঃ ভেদি' ঝরায়ে সুবাস,
'বসন্ত'-কৃতান্ত-রাগে ত্রাস
জাগাইয়া বিরহিনী-প্রাণে !—তব চরণ চুমিয়া
প্রধাবিত মন্দাকিনী বক্ষে তব স্মৃতিটি ধরিয়া !
দেবতা-কিন্নর তব পাশে,
দাঁড়াইয়া বুঝি স্মিত হাসে—
তোমার গুণের গীতি গাহিতেছে অসীমের পারে !
দিব্য-লোকে সামগানে বিধ্বনিত ব্যোম সে-ঝঙ্কারে
নিত্য নব মন্দার মালিকা
দেয় গলে দেবতা-বালিকা।

(২)

দুঃখ-ক্লেশ-কল্লোলিত এ মর্ত্তোর মহাসিন্ধু-তীরে
ব'সে আছি মর্ত্ত্যবাসী হে অতীত! মোরা স্মৃতি ঘিরে
জাগে আজ নিতি নিতি হেথা,
মোদের হিতের লাগি' ব্যথা
সহেছিলে তুমি যা গো এই মর-জগতের মাঝে—
নহে সে ত ক্ষণিকের ;—যুগ হ'তে যুগান্তে বিরাজে
তোমার মহিমা কোটি মুখে।
তাই আজ কোথা বসি' সুখে

ভারতের চিরপ্রিয়া, পুণ্যশ্লোকা হে বৃদ্ধা জননি !
যাপিছ দিবস-নিশা ?—কিন্তু আজও শুনি—প্রতিধ্বনি
সন্তানের বুক ভেদি' তব
জেগে উঠে নিত্য নামে নব।
বসি' কোন্ দূর রাজ্যে, জননি গো ! করুণারূপিনি !
করিছ কি লক্ষ্য আজ, কি-যাতনা-ভীষণ-অশনি
সন্তানেরা সহিতেছে মরি' ?—
বিগলিত অশ্রু তব গড়ি'
পড়েনা কি বক্ষে তব, হেরি' নিত্য সন্তানের ক্লেশ ?
ভুলেছ কি মাতৃ-স্নেহ, পুণ্য যাতে এই ক্ষুদ্র দেশ ?—
চৌষট্টি বরষ যাহা দানে
সঞ্জীবিলে ভারতের প্রাণে ?

(৩)

হেরি' বহু সন্তানের দুর্বিসহ দুঃখকষ্ট আজ,
এ দীন পুত্রের তব ওই স্মৃতি জাগে হৃদি-মাঝ।
তাই, ভাবি অশ্রুধারে ওগো !
এতই নিঠুর তুমি কিগো
কভু হ'তে পেরেছিলে, দীর্ঘ তব জননী-জীবনে ?
তবু কেন আছ স্থির—হেরি' আঁখি গলিত বিজনে ?

মোর তুমি নহ নহ কেহ
মোরে কভু করিলে না স্নেহ !

বিশ্ববাসী হ'ল যবে তোমাহারা কোন্ সে-অতীতে ;
কাঁদিল ভারত যবে মাতৃহীন কালের গতিতে ;
তা'র কত পরে আমি হেথা
আসিনু সে দেশ হ'তে—যেথা
থাকে নর মৃত্যু-পারে। পাই নাই তোমারে হেরিয়া
মিটাইতে ব্যাকুলিত চিত্ত মোর—গেলে পাশরিয়া !
ছিলে তুমি কোন্ সিন্ধু-তীরে
সহস্র যোজন দূরে ? ঘিরে
কোথা তব সিংহাসন, কোটি কোটি প্রবালে ভূষিত,
করিয়াছে তব স্তুতি কারা, করি' গেহ বিভূষিত ?
জ্যোতির্ম্ময়ী-তরুণী-মূর্দ্ধায়
সাজাল কে কিরীট ভূষায় ?—

(৪)

নিভৃতে আজও তাই জাগাইয়া অতীতের স্মৃতি.
কি হেতু ভাবিগো তবে, যেন তব পাইয়াছি প্রীতি ?
জানি ওগো ! জানি স্নেহময়ী !
প্রজার মঙ্গল রহি' রহি'
মাতৃ-স্নেহে করিয়াছে পুণ্যস্মৃতি ওই গো অমর ;
জগতের ইতিহাসে রাখিবে যা নাম-মধুকর।
বল বল বল তুমি আজ,
ভারতের যে রাজাধিরাজ—

নহে সেকি চিরপূজ্য, শ্রদ্ধাপাত্র জনকের মত ?
নহে কি সন্তান তা'র ক্ষমাপাত্র ?—দাও অভিমত !
কভু যদি ভুলে কোনো দোষ
করে তারা, সদাই কি রোষ
উচিত পিতার ? যদি অধিকার বুঝিয়া নিজের
চায় কিছু, অপরাধ কিবা তাতে ?—জানিনা কিসের !—
অপরাধ ধর যদি তুমি,
তবে কেন তুমি নিজে শুনি—
লক্ষ লক্ষ দোষী পুত্রে করেছিলে এক কালে ক্ষমা—
প্রজ্বালিত ক'রেছিল যারা, রাজ্যে তোমারই ত মা !
বিদ্রোহের কাল-বহ্নি হেথা।—
ক্ষমা করি' পেয়েছ কি-ব্যথা ?

(৫)

তাদের করুক রুদ্ধ সত্য যারা ক'রেছে বিদ্রোহ।—
স্বর্গবাসী দৃষ্টিময়ি ! শূন্য হ'তে সাক্ষী তুমি রহ—
তব সন্তানের অভিযান
হিংসা-দ্বেষ-শূন্য। অভিমান
এই তাহাদের দেবি,—বিশ্ববাসি-চির-অধিকার
পায়না যে তা'রা !—তুমি যে-ঘোষণা করি', প্রতিকার
ক'রেছিলে এ অভিমানের,—
তাহা কেন এ-অভিযানের

আশা পূর্ণ নাহি করে ?—এ-অতিংস মৃত্যু-যন্ত্রণায়—
নিপীড়িত কোটি কোটি সন্তানের পানে করুণায়
চাহ প্রিয় সন্তান-জননি !
ধর পুনঃ রাজদণ্ড ! ধ্বনি
উঠুক গর্জ্জিয়া সপ্ত অম্বুনিধি উদ্বেলিত করি'
ব্যোমভেদী জয়গানে ; সঞ্জীবিত হোক্ দেশ ভরি'
লক্ষ কোটি মূর্চ্ছিত সন্তান ;
মাতৃহারা পুনঃ তব গান
সমস্বরে গাহি' গাহি' উচ্চরোলে পর্ব্বতে-বিপিনে—
মহানন্দে তালে তালে করুক নর্ত্তন তোমা চিনে।
হে সম্রাজ্ঞী ! নূতন করিয়া
এ-ভারতে এস ভিক্টোরিয়া !

বহরমপুর ।—১৩৩৭

বিশ্বকবি।

ওপার হ'তে আস্‌ছি শিশু জীবন-জলে একলা ভেসে !
আসতে চোখে হঠাৎ তোমার দীপ্তিটুকু লাগ্‌লো এসে।
এমন সাহস নাই কিছু গো ! কাব্য-কলির বৃদ্ধব্যাস !
সঞ্জীবনী কাব্য-সুধা তোমার কাছে করবো আশ !

ক্ষুদ্র শিশু !—কাব্য—সে-যে অগাধ অসীম পারাবার !
তুমি যদি মোর না হ'বে, যাই কি ক'রে তাহার ধার ?
সূর্য্য তুমি, চন্দ্র তুমি, তুমিই গ্রহ-উপগ্রহ ;
বিরাট বিশাল বপু তোমার, নামটিতে যে কি-মোহ !
বিশ্বজয়ের বিজয়-নিশান, বিষাণমুখে তুমিই যে
সুপ্তদেশের বক্ষে ওড়াও বজ্‌রবে দেখ্‌ছি সে।
দিগ্‌বিদিকে অশ্ব জয়ের ছোটালে হে বিশ্বময় !
বীর্য্য তোমার, সৌর্য্য তোমার, প্রতিভা ত বিফল নয় !
ভাঙলে তুমি বঙ্গ ভাষার তীব্র-নিগড়-ঝন্‌ঝন্‌-ই,
পরিয়ে দিলে তার হাতে যে কুসুম-কোমল কঙ্কন-ই !
বঙ্গভাষা-মাতার পায়ে নবীন ছন্দ-বন্ধনে,
বন্দিয়া যে গো ! নন্দিলে তাঁরে, মাখিয়ে মধুর চন্দনে।
তুমিই শিশু, তরুণ-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা মোদের গো !
কন্যা তুমি, শিক্ষয়িত্রী, ভগ্নি-ভ্রাতা যাদের গো !
ফুট্‌লো তোমার তরুণ মুখে শিশু ভোলানাথের জ্যোতিঃ
জুট্‌লো তোমার ওষ্ঠাধরে শিশুর কথা শিশুর প্রীতি।
যৌবনেরই কঠোর শীলায় সরলতার মধুর তাপে
শিশুর মতই হাসলে তুমি, কাঁদালে যে বৃদ্ধ বাপে।
বিশ্ববাসীর অন্ধচোখে নিমেষ মাঝে তুমিই গো !
খুল্লে দেশের যশের দুয়ার কাব্যলোকের মুনি গো !
গীতাঞ্জলির স্বর্গ-সুধা পান করালে জগৎময় ;
জগৎজুড়ে যশোগাথা, তোমার কাব্য জ্যোতির্ম্ময় !

পদানত ভারত-ভূমির আর্য্যগাথা, বীর্য্য আর
তোমার কথাও কাহিনীতে বিশ্বে আজও হয় প্রচার।
ক'টা কাব্য-সাগর তোমার মথন করি' অমর-প্রায়
চয়ণিকা-কাব্য-সুধা পান করালে বিশ্বভায়।
তোমার চির সাম্য-গানের আহ্বানেরই সিন্ধুতান
নিশীথ-ধ্যানে ক্ষুব্ধপ্রাণে জাগায় সে কি সুরের বান!
সপ্তকোটি কণ্ঠ নিনাদ শুনলে সে কোন্ অতীত্ কালে
বন্দিলে মার চরণ-কমল, জাতীয় গীতের কুন্দমালে।
কাব্য মহা রামায়ণের স্বচ্ছশীতল প্রবাহিনী
কাব্য-ধারা পান ক'রে গো! আন্‌লে তুলে' প্রবাল-মণি!—
আদি কবির নির্দ্দয়তা, পতিপ্রাণা উর্ম্মিলারে
কাব্যে উপেক্ষিতা করি'—ধরিয়ে দিলে তুমিই তা'রে।
কত বরষ যুগ যে কত কাব্য-নাটক-সাহিত্যে
বঙ্গবাণীর কর্‌লে পূজা, শ্রেষ্ঠ কলায় ও চিত্রে।
মৈনাকেরই মতই উঁচু হৃদয় তোমার ঠাকুর হে!
জালিয়ানালাবাগের কাণ্ডে প্রতিবাদে তাহার যে
গৌরবের হেম-কিরীট তুমি ঘৃণা ভরেই ফেল্লে গো!
খর্ব্ব হ'ল গর্ব্ব তা'দের, তোমার গর্ব্ব বাড়িয়ে গো!
ইন্দ্রপুরীর রত্ন সম দীপ্ত তোমায় কর্‌ছে যা
তোমার বিশ্বভারতী গো!—বিশ্বভাষা গড়্‌ছে তা।
ধনঞ্জয়ের মতই বুঝি মায়ের ব্যথা-অভাব আর—
বিশ্বরত্ন জয় করি'—দূর কর্‌লে গো! সুপুত্র তা'র।

*　　　*　　　*　　　*

আজকে ভাবি হে কবিবর ! ক্ষুদ্রগৃহের কোণে ব'সে—
উচ্ছ্বসিত কাব্য-সাগর তুমিই যে গো ! তীব্র রোষে,
খেল্‌ছ খেলা বিশ্ববুকে, শুনছি আমি সাগর-গান ;
দুঃখ-জ্বালা-জর্জ্জরিত প্রাণে জাগে নূতন প্রাণ !
সাধ হ'চ্ছে কাব্য-নিধি ! হে বিশ্বের বিশ্বকবি !
তোমার অযুত ঊর্ম্মিমালায় স্নান ক'রে হই আমিও কবি
গর্জ্জে' ওঠে সাগর তোমার দূর হইতে ঐ দূরান্তে ;
জন্ম লভি' ক্ষুদ্র শিশু আমিও তোমার সীমান্তে
চাইগো যেতে। কিন্তু আমার উপলখণ্ড কুড়ানো
এই তো সবে আরম্ভিল ; বহুদূরেই ছড়ানো
রয় যে তোমার অম্বুনিধি—তীরে যেতে অনেক দিন !
জন্ম ক'টা যেতে যেতে কাট্‌বে আমার—সে-জ্ঞানহীন !

দাঁড়িয়ে আছ তুমি যেন মোদের কাব্য-প্রাচীন বট !
পক্ক শ্মশ্রু লম্বিত কেশ লুটায় ভূমে পাকিয়ে জট !
আমরা সবে নবীন তৃণ জন্ম লভি', তোমাব ছায়—
তোমার কৃপা-সিন্ধু পিয়ে পারি যেন ডাহিন বাঁয়
তোমার আশীষ-স্নেহ-রসে মোদের ক্ষুদ্র যশোদেহ
বিস্তারিতে কবিপুঙ্গব ! পুণ্য করি' দেশের গেহ !

হায় অদৃষ্ট ! বিশ্বকবি ! বৃথাই মোদের তোমার মায়া !
সারা আয়ু দেখতে পাবো আমি কি ও-পুণ্যকায়া ?

আছে কি সে ভাগ্য আমার বন্দি' তোমার, যুগল পায়
তোমার স্নেহ-অশ্রুবারি অশীষ সম আমার গায়—
জীবন-মরণ-চরম-দিনে লয়ে' হ'ব সিদ্ধকাম ;
ঘরের শিশু ফিরবো ঘরে ! সঙ্গে নিয়ে তোমার নাম ?
তা' যদি না হয় গো, তুমি আগেই যদি যাও হে চলে,
আজ হ'তে শত বর্ষ পরে শুনবে তুমি কৌতূহলে—
তোমার দেশের সন্ততিরা প'ড়ে তোমার কাব্য-গীতা,
হৃদয়মাঝে গোপন সাঁঝে জ্বালবে তোমার স্মৃতির চিতা !
হে আরাধ্য ! কল্পলোকের চিরস্মরণীয় কবি !
আশীষদানে মরণ-বানে অমর প্রাণে দাও গো রবি !

৩৯, মাণিকতলা।—১৩৩৭



গান। [সুর—ভৈরবী]

(তুমি) ছন্দহারা জীবন-গানে
দিলে তোমার সুর।
তাই আজি গো তোমার তানে
হৃদি ভরপুর।
জাগাও সুরে পরের বেদন,
ভায়ের সাথে ভায়ের মিলন,
দেশের কাজে শেখাও জীবন
ভাঙ্গিয়া করিতে চুর।
ধনে আমার নাইক কাজ,
শেখাও তোমার সেবার কাজ,—
পড়ুক তাহার মাথায় বাজ
(যার) নাইক প্রাণে সুর।
মুক্ত কর হৃদয়-দুয়ার
দানের কাজে আজ গো আমার,
নাও গো কেড়ে গর্ব্ব অসার ;—
(আজ) জাগ্‌ছে হৃদয়-পুর।

ঢাকা।—১৩৩৪

———

[কোথায় আজি সে ?

কোথায় আজি সে !

পল্লী পথে দুপুর বেলায়
বছর শেষে পাড়ার মেলায়
সন্ধ্যারতির আঁধার বেলায়
আস্‌ত ঘরে যে—
যাত্রা গানে মধুর তানে
আমার দুয়ারে।

আছে কোথায় সে !

মুখে যাহার নাইক বাণী
রক্ত-রাগের আঁচল খানি
বদনে তা'র ঈষৎ টানি'
নত আঁখি যে—
পথের মাঝে সকাল সাঁঝে
আমায় হেরে রে !

সে আজ কোথা রে !

জোৎস্না রাতে শিউলি-তলায়
আঁধার রাতে প্রদীপ-আলায়
আঙ্গিনাতে নিঝুম বেলায়,
বিজন আবাসে—

দরশনে যাহার মনে
হরষণ রে !

আজ যে কোথা কে !
বহুদিনের রুদ্ধ ব্যথা
আবেগ-ভরা নীরব কথা
গুপ্তপ্রাণের ব্যাকুলতা
গুম্‌রে ম'ল যে !
ব্যক্ত কভু হয়নি ঝিন্থু,
এম্‌নি হৃদয় এ ।

এম্‌নি ধারাই রে !
বলতে গিয়ে কতই রাতে
কতই নিঝুম দুপুর-প্রাতে
কতই কথা তাহার সাথে
বল্‌তে পারিনে—
বদনে মোর ফুট্‌লো নাক
এম্‌নি বদন রে !

কেমন ক'রে রে !
ভাঙ্গলো আমার সুখের স্বপন ;
ডুব্‌লো আঁধার ক'রে তপন ;
কাড়লো কে রে আমার রতন ;
নিঃস্ব ক'রে সে !

বিশ্বে কি আজ এম্‌নি রীতি !
এম্‌নি নিদয় এ !

কতই বরষ যে—
গোপন ব্যথা সকল কাজে
গুম্‌রে ওঠে বুকের মাঝে
প্রলয়-বিষাণ সদাই বাজে
প্রাণের মাঝে রে
মনের মাঝে বিজ্‌লী হেনে
কোথায় গেল সে !

* * * * *

দয়াল প্রভু হে !
কোন্‌ দোষেতে তাহার 'পরে
হান্‌লে কুলিশ কঠোর করে !—
ফুল্ল কুসুম পড়্‌লো ঝরে'
অকাল নিদাঘে !
কোন্‌ পাপেতে খর্ব্ব করে
গর্ব্ব মধুর এ !

অশ্রু-বাদলে—
হচ্ছে মনে সুদূর ঘরে
বিজন পুরে কিসের তরে

নিবিড় ঘন বিষাদ ভরে
নয়ন-বারি রে !
শ্রাবন–ঘন-বাদল সম
ঝরায় তাহার কে !

আবার কেন যে !
সুপ্ত স্মৃতি লুপ্ত কথা
গুপ্ত প্রাণের দারুণ ব্যথা
শিউলিতলার নীরবতা
জাগিয়ে তোলে সে !
লক্ষ গুণে বাজ্‌ছে ব্যথা
ভাঙ্গছে হৃদয় এ।

বৃথাই কাঁদা রে !
আর কি কভু, ফিরবে সে রে
দু-কূল প্লাবি' গেছে যেরে !
সোনার আপন ভূমি ছেড়ে'
কোথায় জানে কে !
সান্ত্বনারই দুইটা কথা
শুধুই আছে রে !

আজ ও বাতাস যে !
শূন্য তাহার গৃহের দ্বারে
মৌন ব্যথায় বারে বারে

ঘুরে ঘুরে অন্ধকারে
ফেরে হতাশে—
লক্ষ্মী ছাড়া— শশ্মান পারা !—
লক্ষ্মী কোথায় সে !

('ওরে) বিশ্বে কোথায় সে !
জোৎস্না আজও গভীর রাতে,
শিউলি আজও নিথর প্রাতে,
শ্রাবণ-ধারা প্লাবন-সাথে—
অশ্রু বরষে !
পুণ্য প্রেমের ভগ্ন বীণা
নির্দয় পরশে !]*

৩৯।২ পদ্মপুকুর ; ১৩৩২



* এই কবিতাটি এই জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। ইহা কোনো প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে জনৈক বন্ধুর পক্ষ হইতে লিখিত হইয়াছিল

ব্যথার দান

ফাগুন মাসের পাগল হাওয়া
বইছে ধীরে নিশার বুকে,
উদাস ব্যাকুল করছে হৃদি
ক্ষুদ্র কবির জাগিয়ে দুখে।
স্তব্ধ রাতি! গৃহের বাতি
নিভলো কখন অনেক আগে;
সুপ্ত সবাই ধরার বুকে
কবিই শুধু একলা জাগে।
জানলা দিয়ে থেকে থেকে
আসছে বাতাস ঘরের মাঝে;
নিদ্রাবিহীন চোখ দু'টি তা'র
ব্যস্ত থাকে নীরব কাজে।
ভাবছে কবি ঘরের কোণে
তা'র জীবনের কতই কথা
অতীত কালের—জড়িয়ে যারে
আজও আছে স্মৃতির লতা।

চন্দ্র তখন শূন্য কোলে
রক্ত-রাঙা মুখটি নিয়ে

উঠছিল কোন্ পার হ'তে সে
নিঃস্ব করিব অধর পিয়ে।
ভাবলে কবি দাঁড়িয়ে ছাদে—
এম্‌নি রাতে বছর আগে
পথের মাঝে বারাঙ্গনার
একটা স্মৃতি আজও জাগে ;—
নগর পথে নিশীথ রাতে
ফাগুন মাসে কার্য্য থেকে
আসতে, কোথায় তাহারে কে
হঠাৎ যেন উঠ্‌লো ডেকে।
চাইতে পাছে দেখলে কাছে
তীব্র হাসির আবেগ ভরে
ষোড়শী এক বারবনিতা
ডাকছে তা'রে দুয়ার ধ'রে।
গণ্ডে সে তা'র নিজের হাতে
রক্ত-রাগের রং মেখেছে,
অবারিত চুম্বনেরই
আশায় ওষ্ঠ লাল ক'রেছে।
দুলিয়ে গলায় সোনার হার
গোলাপ-গন্ধরাজের মালা,
পাপ-মোহিনীর মূর্ত্তি ধরে'
পাপের দুয়ার করছে আলা!

অপ্সরীরই মতই বুঝি
ছিল তাহার অঙ্গ-শোভা ;
মুক্তবেণীর কাজল-চিকুর
আরও কতই মনোলোভা !
কম্প্রমান সে-ওষ্ঠ দু'টি
চোখের কোণে বিজ্‌লী খেলে,
নয়ন-বাণে বুক বিঁধিয়ে
ফেলে যেন চরণতলে !
স্ফীত তা'রই বক্ষোপরে
জীবন-জোয়ার উথ্‌লে ওঠে,
ভাসিয়ে দিতে কোন্ নায়ে সে
ধ্বংস-সাগর মুখেই ছোটে !
ভাব্‌লে কবি দাঁড়িয়ে পথে—
"তোমরা হেথা কিসের তরে
'মন্'-মোহিনী মূর্ত্তি ধরে'
দাঁড়িয়ে থাকো গর্ব্ব ভরে ?
সকল-জেতা শক্তি আছে
পাপকে সবার সাক্ষী করে,
হাজার হাজার ভোম্‌রা জোটে
রূপ-মধুর ও-পাপের গোরে।
ঐ-মধু-পান করতে এসে
তীব্র গরল-পানের বিষে

জর্জ্জরিত হয় যে তারা
হারায় পরিত্রাণের দিশে !
কতই নাগর আসছে তোমার
রূপ-পাবকের শিখার পানে !
পুড়ছে বাড়ব অনল-শিখায়,—
সে কি জ্বালা, তা'রাই জানে !
নিত্য নবীন সাধ তোমাদের
অফুরন্ত ভালবাসা ;—
লক্ষ নাগর-হৃদে ঢালি'
মেটে নাক কিছুই আশা।
বিশ্ব প্রেমের ভানটি করে'
প্রেম সবারে দিচ্ছ ঢেলে,
অন্ধ যুবক কতই দেশের
ডুবছে গরল প্রেমের জলে !"

আত্মভোলা চিন্তারত
বারাঙ্গনার জীবন স্মরি'—
হঠাৎ চেয়ে দেখলে কবি—
হাতটি তা'রই ধরলে নারী।
শিউরে ওঠে তখন কবি
কুসুম-কোমল স্পর্শে যেন ;
উগ্রতেজে উত্তরিল,
হেরি' নারীর হাস্য হেন,—

বক্র যাহা, নাইক যাতে
প্রাণ-গলানো মধুর কিছু :
যে-হাসিরই নীরব ভাষা
কবির কাছে বড়ই নীচু।
ঘৃণাভরা তীব্ররোষে
বল্‌লে কবি রুক্ষ স্বরে—
"কোন্ সাহসে নির্দ্দোষেদের
স্পর্শ কর এমনি ক'রে ?
এমন আচার কে শেখালে
নীচের মত এম্‌নি ধারা ?
নইত আমি তোমার নাগর
ওরূপে নই আত্মহারা।"
—ঘৃণা ভরে হাত ছিনিয়ে
তীব্র স্বরে আবার বলে;—
"এম্‌নি ক'রে নিষ্পাপেদের
ডুবাও বুঝি পাপের জলে ?—
রূপের নেশা থাকেও যদি
নেই ত ও-রূপ ভোগের নেশা ;
কলঙ্কিত রূপকে আমার
নিষ্কলঙ্কই করতে আসা।
চাইনা আমি ভোগ-লালসা,
দূর থেকে রূপ করছি পান—

যে-রূপেতে শীতল করে
বৃহৎ করে ক্ষুদ্র প্রাণ।
ও-রূপ তোমার স্বরূপ নহে ;
স্বরূপ যদি কিছু থাকে,
দেখবো আগে তাই নীরবে,
হৃদয়ে মোর পূজবো তাকে।
নরক-দুয়ার আলো ক'রে
দাঁড়ায় যারা অন্ধকারে,
তাঁদের তরে ক্ষুদ্র কবি
অশ্রু ধারাই রাখতে পারে।"—
ক্রূর হাসিতে দীপ্ত বদন
বারাঙ্গনার নিমেষ পরে
সাঝের কালো আলোর মত
ম্লান হ'য়ে যায় লজ্জাভরে।
ব'লে ওঠে তখন নারী,—
"মোদের যদি সবাই ঘৃণা
করতো এমন, তা হ'লে কি
চলতো এ-সব বেচা-কিনা ?
পুরুষ যদি মোদের দ্বারে
আসতোনাক অবহেলে,
তা হ'লে কি এ-রূপ ধরি
বৃথাই মোরা স্বরূপ ফেলে ?

"স্বরূপ তা'রা চায়না ব'লেই
এম্‌নি রূপের মূর্ত্তি ধ'রে
দাঁড়িয়ে থাকি গভীর রাতে
মন মজাতে এম্‌নি ক'রে।"

উদাস কবি ক্ষুব্ধ চিতে
ফেরে আপন আবাস পানে ;—
বারাঙ্গনার কয়টি কথা
যেতে যেতে ঢুকলো কানে,—
"জানতে যদি কিসের তরে
করছি হেন পাপের কাজ,
তা হ'লে ত মোর এ-দশা
চিন্তা ক'রে পেতেই লাজ।
বুঝতে যদি মোদের মাঝে
পেটের দায়ে কতই জন,
প্রাণের দায়ে করছে এ-কাজ—
গল্‌তো তোমার কঠিন মন!"—
কানেই শুধু ঢুকলো কথা
কবির হৃদয় গল্‌লো না,—
চলে গেল, কিন্তু নারীর
ব্যথার শ্বাস সে শুন্‌লো না।

* * * *

আজকে হঠাৎ গৃহের নীচে
অদূরে এক ভ্রষ্টা দেখে,
ভাবলে কবি বছর আগের
সে-সব কথা একে একে।
ভাবে শেষে,—মোদের দেশে
খাওয়া পরার অভাব আগে
ছিলনাক কোনো দিনই
আজকে সে-সব অভাব জাগে
বঙ্গমায়ের শ্যামল বুকে
ফল্‌তো কতই শস্যরাশি
উজল করি', দেশবাসীদের
পেটের জ্বালা সবার নাশি'।
ছিলনাক অভাব কিছুই
তাই ত সবাই মায়ের বুকে,—
ধর্ম্ম চর্চ্চা করতো কেবল,
থাকতো মিলে শান্তি-সুখে।
আজকে দেখি,—বৈদেশিকের
কারাগারে বন্দী মায়ের
মুক্ত-শ্যামল-কোল থেকে যে
উঠ্‌ছে রোদন ভগ্নি-ভায়ের!
দু'বেলা আজ উদর পূরে
খাবার মোদের খাদ্য নাই,

পেটের জ্বালায় মারামারি
বৈরাচরণ ভায়ে ভাই !
ওই যে ! যারা নিশীথ রাতে
নগর-পথে গৃহের দ্বারে
দীপটী জ্বেলে কিসের আশায়
ব'সে থাকে একটা ধারে,—
ভ্রষ্টানারী, বারবনিতা,
সমাজ-চ্যুতা যদিও ওরা,
ইন্দ্রসেবার লাগিই শুধু
নয়ত সবার এ-কাজ করা !
সীতা-সতী-দময়ন্তী-
সাবিত্রীরই দেশের কোলে
জন্মেছে যে ওরাই হেথা—
সে-কথা কি এম্‌নি ভোলে ?—
ক্ষুধার ভীষণ দাবানলে
উদর-কানন যখন পোড়ে
মৃত্যু যখন সাম্‌নে এসে
দাঁড়ায় দারুণ মূর্ত্তি ধ'রে,
লজ্জা-সরম ধর্ম্মাধরম
হ'য়ে সবার বিভীষিকা
শীতল কি গো করতে পারে
উদর-অনল-প্রবল-শিখা ?

নগর পথে একটু আগে
দেখলে কবি—সারি সারি
অদূরে এক বস্তি মাঝে
দ্বারে দ্বারে ভ্রষ্টানারী ;
তাঁদের মাঝে বেশ-ভূষাতে
রূপটি যাদের বাইরে থেকে,
রূপকামীদের ভুলায় নয়ন—
তা'রা সবাই একে একে—
গৃহের মাঝে ঢুকলো গিয়ে
নাগর প্রেমিক সঙ্গে ক'রে ;
রূপহীনা এক নবীন নারী
একাই শুধু রইল প'ড়ে !
সামান্য তা'র বসন-ভূষণ
রংটা তাহার কাজল-কালো,
কালোপেড়ে কাপড় প'রে
কবির চোখেই লাগলো ভালো ।
কিন্তু কেউই ভাল বেসে
শ্রীহীন-রূপের সারটি নিয়ে
ঢুকলোনাক তাহার ঘরে ;
চ'লে গেল সাম্‌নে দিয়ে !
দেখলে কবি, সেই নবীনা
হতাশ ভাবে ব্যাকুল হ'য়ে

দাঁড়িয়ে আছে দুয়ার ধরে'
ব্যর্থ নিশার ব্যথা স'য়ে।
তা'রেই দেখে ক্ষুদ্র কবির
চোখে এল নয়ন-জল,
যা'রে দেখে মুখ ফিরিয়ে
গেল কতই নাগর দল।
ভেবে কবি কতই কথা
ব্যথা-ভরা হৃদয় নিয়ে
রোমালেতে কয়টা টাকা,
আর একটু কাগজ দিয়ে,
ফেলে দিলে নারীর কাছে ;
তা'রই পরে নিমেষ মাঝে
মিশিয়ে গেল অন্ধকারে
কক্ষে নিজের আপন কাজে।
চম্‌কে উঠি' রুমাল দেখি'
সেই সে নারী দেখলে পাছে—
তাহার মধ্যে কয়টি টাকা,
কাগজে আর লেখা আছে,—
"সবার কাছে শ্রীহীন তুমি,
আমার কাছে নও ত তাহা,
দেখেছি আজ পাপের বুকে
গুণটি তোমার আছে যাহা।

গুণের রূপে মুগ্ধ কবি
অভাব দেখে সদয় প্রাণ—
দিচ্ছে তোমায় দুঃখিনি ! এই
নাও গো ভায়ের ব্যথার দান।”

চারি দিকে অবাক হ'য়ে
চেয়ে তখন দেখলে নারী।
না পেয়ে সে দেখতে কা'রেও
ভাবলে,—তা'রই দুঃখহারী
তা'র দুখেতে কাতর হ'য়ে
অদৃশ্য কোন্ দ্যুলোক থেকে
দিলেন বুঝি আজকে এ-দান
তা'র অপরাধ ক্ষমায় ঢেকে !
ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজেই সারা
কোথায় সে তা'র দয়াল হরি !
ঢুকলো গিয়ে গৃহের মাঝে
সেই দেবতায় স্মরণ করি'।
প্রবেশ ক'রে আপন ঘরে
নয়নজলে ভাসিয়ে বুক,
ভাবলে—হরির অংশ নিয়ে
কে ঘুচালে তাহার দুখ্ !
সারা রাত সে সেই ভাবেতে
ভাবলে ব'সে কতই কথা !

শেষ কালেতে পাপের জীবন
স্মরি' নিজের জাগলো ব্যথা।
পণ করি' সে ছাড়তে এ-পথ
ভিক্ষা ক'রেও রাখতে প্রাণ,
অজানা সে ভ্রাতায় নমি'
মাথায় নিল 'ব্যথার দান'।

মাণিকতলা।—১৩৩৬



ওগো আমার সাথী!

ওগো! আমার সাথী!
এ দূর পথে নিশীথ রাতে
চলেছি যে চৈতী বাতে
আঁধারে চোখ অন্ধ হ'ল
নিভ্‌লো তোমার বাতি।
ওগো! দূরের সাথী!

২

কোথায় আমার সাথী!
ছিলে যে মোর নয়ন-পথে;
কোথায় গেলে সে কোন্ রথে।

কোথাও তোমায় দেখ্‌তে না পাই
খুঁজেও পাতি পাতি !
কোথায় সে মোর সাথী !

৩

সে-কোন্ দিনের কথা !—
যাত্রা সুরু হ'ল যখন
এই পথে গো ! তোমার ভবন
প্রাণের মাঝে জানিয়ে দিল
তোমার গূঢ় কথা—
রুধিয়া কলুষতা !

৪

সে কি মনে হবে ?
ঝিল্লিরবে বর্ষারাতে,
কূজনমুখর তরুণ প্রাতে,
হাসি-কান্নায় তোমার সাথে
ছিলাম আমি যবে ?
আর কি মনে হবে ?

৫

সেদিন আমার প্রাণ—
মুক্ত, সরল !—তোমার পাশে
চিন্তা বিহীন !—হতাশ্বাসে,

দুঃখ-শোকে, বিয়োগ ব্যথায়
দেয়নি কভু স্থান !
শূন্য অভিমান !

৬

তখন নয়ন-পাতে—
মুঞ্জরিত তোমার বনে
গুঞ্জরিত মধুপ সনে
শারিকা-শুক নিভৃতে মুখ
লুকিয়ে দিবারাতে
কানন-আঙিনাতে ।

৭

এম্‌নি ক'রে দিন
কাট্‌লো যে মোর সেই অতীতে
তোমার পরশ-সোনার ভিতে—
হঠাৎ কবে নীরব রবে
দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ—
তোমার আলোহীন !

৮

পরেই পথের মাঝে—
দৃষ্টিবিহীন অন্ধ আঁখি !
চারিদিকেই থাকি' থাকি'

কাজল-কালো-আঁধার বুকে
বাদল এল সাঁঝে,—
জীবন-পথের মাঝে।

৯

কলুষ-কালো-মেঘে—
অকলঙ্ক দীপ্ত নভে
আবরিয়া, হান্‌লে তবে
বজ্র কঠোর ;—দুঃখ-জ্বালা
রইল শুধুই জেগে—
কাজল-বাদল মেঘে।

১০

যতই যাই গো চ'লে,—
আর্ত্তনাদে হতাশ্বাসে
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে
হৃদয় যে মোর হ'ল অধীর
তীব্র কি অনলে !—
চিত্ত-চিতা জ্বলে !

১১

বিস্মরণের পারে—
ফেলিয়া সে তব স্মৃতি,
হারাইনু তব প্রীতি

অন্ধকারে খুঁজে ফিরি
পথটী কোন্ ধারে—
বনের পারাবারে।

১২

হয়না তবু মনে—
কবে তুমি ছিলে সাথী
এ-জীবনে দিবারাতি ;
তোমা ভুলে এনু বলে'
পথহারা বনে !
—ফিরি কেমনে !

১৩

পথেই দেখি হায় !
প্রমোদ-কুঞ্জে গুঞ্জরে অলি,
রমণী কামের পায়ে দেয় বলি
আত্ম সর্ব্ব,—পথিকেরে টানি'
ডুবায় ভোগের লালসায় !
মিটাতে বিলাস-পিপাসায়।

১৪

আরও হেরি কাছে দূরে—
মায়াপুরী রচি' বসিয়াছে কারা,
নরনারী,—মোরে হেরিয়া যাহারা

আপনার বলি' নিয়ে যায় কোথা
তাহাদের মায়া-পুরে!
পুনঃ মরি ঘুরে ঘুরে।

১৫

এইভাবে যেতে যেতে
সহসা সেদিন মায়াপুরে আমি
চেতনা পাইয়া কাঁদি—'কোথা স্বামি!
কেন হেথা এসে কারে ভালবেসে
ভুলিনু তোমারে পেতে!—
তব পাশে হবে যেতে!'

১৬

তাই আজ সব ছাড়ি'—
হে! শিশুকালের পুরাতন সাথী!
হে! মোর তৃষিত জীবনের বাতি!
আধারের মাঝে তব আলো শুধু
খুঁজে ফিরি বারেবারই
আলো দাও আলোকারী!

১৭

ওগো! কোথা মোর সাথী!
অনাদি কালের তুমি সাথী মোর;
অসীমকালেও তোমাতেই মোর

হ'য়ে যাবে লীন জীবনই এ-ঘোর ;—
কাটাও তামসী রাতি !
ওগো ! মোর চির সাথী !

মাণিকতলা।—১৩৩৬

কেন বলি নাই কথা

(১)

কতনা বরষ গেছে চলি', আর তারই মাঝে কত দিন !—
আজি ভাবি তাই নিবিড় নিশীথে বসি' ঘরে বাতিহীন।
আকাশ ছেয়েছে শূন্যে শূন্যে ঘন ঘন মেঘ-জালে,
বিজলী-ঝলকে ধাঁধিছে নয়ন, একা আছি নিশাকালে।
গরজে গরজে মৃদুল মন্দ্রে গুরু গুরু করি' দূরে
বারিদ নিশায় ঘন তমসায় জাগায়ে করুণ সুরে।
কি-ব্যথা জাগায় বুঝিনাক কিছু, শুধু সুদূরের কথা
মোর প্রাণে আজ উঠিছে জাগিয়া হানিয়া গভীর

(২)

সপ্ত বরষ পিছাইয়া যাই, খুঁজি খুঁজি করি কি-যে ;
আপনার মাঝে খুঁজে পাই যাহা, হারাই আপনি নিজে।
মনে পড়ে' যায়, কতনা দিবস কামিনী গাছের তলে
আনাগোনা পথে হ'ত দেখা যবে হাসি ও নয়ন-জলে ;—

চাহি' তোমা পানে বারেক দাঁড়ায়ে যেতাম চলিয়া আমি,
চাহিতে তুমিও বাঁকা-বাঁকা চোখে কণ্ঠে নীরব বাণী।
হয়ত এমন কতবার মোরে দেখিয়া তোমার ব্যথা
জেগেছে, ভাবিয়া তোমাসনে আমি কেন বলি নাই কথা!

(৩)

ফল ভারে নত ব্রততীর মত নত হ'য়ে যবে তুমি
আসিতে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আচল-বসন চুমি',—
ক্ষুধাতুর হ'য়ে আসি' ঘরে আমি শুনি' তব আগমন,
'ক্ষুধা নাই' বলি' জননীরে, হ'য়ে যেন কত আনমন—
আমার খাবার হইতে তোমায় খাইতে দিয়াছি কত,
জানিয়াছ যাহা সন্ধান করি' ভাবিয়াছ অবিরত,—
ভালবাসিয়াছি তোমা যদি আমি, তবে কেন হেন প্রথা—
আড়ালে তোমার করি লো! যতন, সুমুখে কহিনা কথা?

(৪)

আঙিনায় মোর আসিতে গো যবে জননীর হাত ধরি'
হরিগুণ-গান কার্ত্তনাদি শুনিতে পরাণ ভরি';
হেরিয়া হয়ত সযতনে পাতা আসন তোমার তরে
ভাবিতে, পেতেছি আমিই বুঝিবা লুকায়ে আমার করে।
আড়ালে তোমার কহিতাম কথা তোমার জননী সনে,
হেরিলে তোমায় শেষ হ'ত কথা; নীরবতা সেই ক্ষণে
আসি' এ-বদন করিত মলিন হানি' যবে ঘন ব্যথা,—
প্রশ্ন করিতে—সুমুখে তোমার কেন বা কহিনা কথা?

(৫)

দীর্ঘ দিবস রাত্রে তুপুরে বসিয়া থেকেছি একা ;
তোমার নিভৃত কুঞ্জের মাঝে পেয়েছি তোমার দেখা।
বুঝিতে কি, মোর বলি-বলি করি' কথা হইতনা বলা ?
কিম্বা হয়ত গভীর আবেগে ধরিয়া যাইত গলা ?
হয়ত বা যবে মোর আঁখিতারা তব আঁখিতারা মাঝে
মিলিয়া যাইত, আখি দু'টি মোর করিতাম নীচু লাজে ;—
ভাবিয়া বা তুমি—আমি বাঁকাশ্যাম, তুমি রাই—প্রেম-লতা.
বুঝিতে কি তব লাজ-ভয়ে মোর সরে নাই মুখে কথা !

(৬)

আছে কিনা মনে বলিতে পারিনে—খেতে ভালবাসো শুনি'
গ্রীষ্মের দিনে পাকা লিচু, আর কলমের আম তুমি ;
ভাগের বাগান হইতে যতনে চুরি করি' লিচু আম,
পাঠায়ে দিয়াছি ভৃত্যের হাতে—আজ তা'র কিবা দাম !
জানিলে জননী সে-কথা, তাঁহারে মিথ্যা কথার জালে
ভুলায়েছি তাঁর সুকোমল মন,—কি-পাপ ছিল এ-ভালে !
লোকের নিন্দা শুনিয়াছি কানে, নিয়াছি পাতিয়া মাথা,
ভেবেছ তখন, তবু কেন আমি বলিনি তোমা সে কথা !

(৭)

দুইটি বরষ হয়ত কেটেছে এই ভাবে কোন দূরে,
কেটেছে ক্ষুদ্র এ-জীবন-বেলা আশা-'অশোয়ারী'-সুরে ;

কখনো ফুল্ল হ'য়েছে হৃদয়, কখনো বা আঁখি হ'তে
ঝরেছে তপ্ত নীরব অশ্রু সহিয়া হতাশা-ক্ষতে !
হাসিয়াছি মুখে সবার সুমুখে, আড়ালে মুছেছি বারি ;
নীরবেই মোর সে-বেলা কেটেছে, নীরবেই দুখহারী
তারপর সেই ! হেরি' তোমা দু'টি-যুগলমূর্ত্তি যথা,
তবুও কেন যে বলিনিক কথা, বলিব আজ সে-কথা !—

(৮)

যবে আজ সব হ'য়ে গেছে শেষ, ভাঙ্গিয়াছে সব মেলা ;
যখন নিভৃত আধার কুঞ্জে পেচক করিছে খেলা ;
ব্যথায় ছেয়েছে আশার আকাশ, হতাশা কাঁদিছে ফিরি' ;
উজ্জ্বল দু'টি নয়ন-তারকা নিস্প্রভ ; হৃদি চিরি'
গিয়াছে যখন, কোটরের মাঝে প্রবেশ করেছে আঁখি ;
গণ্ড-লালিমা গেছে চলি' যবে, নাহি আর কিছু বাকী ;—
বসি' দূর পারে, বলি আজ—সখি ! পাছে তুমি পাও ব্যথা
আমার কঠোর বাক্য-পরশে, তাই বলি নাই কথা !

ভবানীপুর।—১৩৩৬

গান—[সুর—আশোয়ারী]*

"কবে, তোমার মহিমা-মধুর-মূর্চ্ছনা
মূরছি' উঠিবে হৃদয়-বীণা-তারে !
কবে, জীবন সাঝে আঁধার মাঝে
ভাতিবে তব আলো নাশিয়া আঁধারে
কবে, আমারই বীণা-তার তোমারে দূরে
চরণ-ও ঘেরিয়া বাঁধিবে সুরে ;
কবে, গানের শেষ লয় তোমাতে হ'বে লয়
তোমারই মধুময় স্বরগ-পুরে ।"

শেষ-সাধ

ধনীরা যেথা ঘুমায়ে আছে
মালতী বনে মাটির তলে—
নাইক সাধ মরিতে ওগো !
রহিতে সেথা আঁখির জলে ।
নিবিড় ঘন তমাল বনে
বিরহী প্রিয়া তৃষিত মনে

* স্বরচিত 'শান্তি' নামক নাটকের পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত

চাহিয়া যেথা আমার পানে
কাটায় দিবা আশার ছলে ;
নাহি গো সাধ থাকিতে সেথা—
মিলন-মালা পরিতে গলে।

নাহিক যেথা কলহ-প্রিয়
মানবগণের কাকলি-খেলা,
আছে গো যেথা দিবস শেষে
ফিরিয়া যাওয়া পাখীর মেলা ;
পূরবী গেয়ে তরণী বেয়ে
যে কূলে মাঝি যায় গো ধেয়ে—
সুপ্ত কবি বেদনা-জলে
রচে গো যেথা গীতিকা-ভেলা
মিনতি—'মোরে তাহারই গোরে
রাখিও শেষে পড়িলে বেলা !'

———

১৩৩৭।

শিশু

কুটিল-কলুষ-ভরা স্বার্থপর জগতের বুকে
কে রে ! তুই অকপট নিষ্কলঙ্ক দীপ্তিমান্ মুখে,—
বিষাদের অন্ধকার বিদূরিয়া হাসির প্রভায়,
তপন-কিরণ সম করি' দূর নৈশ তমসায় ;

এলি এই মর্ত্ত্যে হেথা কি-সে ছল ছলিতে গোপনে ?
কাহার হারাণো মণি ! ওরে শিশু বল্ কোন্ জনে
ভুলাতে এলি রে তোর মমতার হলাহল দিয়ে ?
অনঙ্গ-কুসুমঃবাণে প্রাণে প্রাণে আপনা ভুলিয়ে,
জাগাতে এলি কি-ব্যথা মানবের ?—কেন কোন্ আশে ?
আছে কোথা শত্রু তোর, যে না কভু তোরে ভালবাসে ?
আমি ত বাসিনি ভালো কা'রেও রে—বুঝি মনে হয় ;
তাই হতাশ্বাসে বুঝি ঘুরে ফিরি চিত্তে ক্ষোভময় !
তাই ফিরে ফিরে ফিরে মণিহারা ভুজঙ্গের মত
খুঁজে মরি ভালবাসা প্রাণ হ'তে লক্ষ শত শত ?
কিন্তু ওরে স্নেহধার ! বল্ স্নেহ কার কাছে পাই,
সত্যই যদি রে আমি কাহারেও ভালবাসি নাই !
বল্ তুই বল্ বল্ এ জগতে বৃথা কিনা আশা
ভালবাসা ? নিজে যদি দিতে নারি আগে ভালবাসা ?
তাই ভাবি,—কেউ ওরে ! ভাল মোরে বাসে না জগতে
কিন্তু ওরে ! স্নেহডোরে তুই মোরে বাঁধিলি মরতে।
তোর হাসি ও কণ্ঠ-বাঁশী, স্নেহরাশি-ও অজর অমর
কোন্ সরিতের পদ্ম-আঁখি, মৃগাঙ্কের মত ও-অধর ;
দুর্ল্লভ তোর সরল মনের কণ্ঠ হ'তে তোর যে-মধুবাণী
ভুলায় ওরে ! সব ব্যথা-ভার, ভগ্ন হৃদে শান্তি-পীযূষ দানি'
সবারেই আজ ফেল্‌ছি দূরে আপনার নাই বল্‌তে কেহ !
যা'র কোলেতে বুকটা রেখে তোরই মত ঢালবো স্নেহ।

এ হৃদয়ে নাইত স্নেহ, নাইত মায়া, করুণা বিশেষ ;
শুষ্ক হ'য়ে গেছে রে তাহা, হয়ত পেয়ে নাজানি কি ক্লেশ।
এ-আঁখিতে নাই রে আজ তোরই দু'টি আঁখির স্নেহরাশি !
হেন প্রাণ নেই বুঝি আজ যা' দিয়ে রে কারেও ভালবাসি

তাই আজ জগতের মায়াহীন সীমাহারা বুকে
কারেও ত পাই না ওরে তুই ছাড়া দিতে সুখ দুখে।
আছে যারা কেহ তা'রা বোঝে না ত তোর সরলতা,
তা'রা তোরে চায় নারে ! চায় বুঝি শুধু কপটতা !
ভাবে তারা, অজ্ঞানতা-তিমিরের মাঝে তোর বাস,
হ'য়ে ক্ষুদ্র শিশু তুই যোগ্য নয় তোর এ-আবাস।
আমি কিন্তু ভালবাসি তোর ওই সহজ স্বভাব ;—
নিভৃতে শিখিতে গিয়ে দেখি কত রয়েছে অভাব ;—
দেখি, মোর তোর হাসি,, তোর মত প্রফুল্ল আনন
কিছু আজ নাই মোর ; কপটতা-কলুষ-প্লাবন
ভাসায়ে নিয়েরে গেছে পাপ-ভরা সংসার-সাগরে !
হয়ত ডুবিয়া যাবো পরিত্রাণ কভু না পাবো রে !
তোর তা'তে নাহি ভয়, পাপ তোরে ছুঁতে নাহি পায়,
সংসারের কুটিলতা তোরই মাঝে আপনা হারায় !
তোর দু'টী গণ্ডে লিপ্ত কুসুমের নিন্দিত লালিমা ;
চুম্বনে বারেক যার দূরে যায় বিষাদ-কালিমা !

* * *

আজ আমি ওরে শিশু ! প'ড়েছি যে-নিবিড় আঁধারে
সেথায় আশার আলো নিভে গেছে কোন্ দূর পারে !
হেথা রে জাগেনা হাসি, ওঠেনাক তোর কলগান ;
কুহরেনা পিককণ্ঠ, তোর কণ্ঠসম মধুতান ;
তোর মত সব ভোলা সব খোলা নাইত আমার
ক্ষুদ্র বক্ষোমাঝে দিব্য উদারতা—কিছু নেই আর !
হেথা শুধু অজ্ঞানতা-তিমিরের কোলে কাঁদি' ফুলে,
প'ড়ে আছি তোরই মত শিশু হ'য়ে জ্ঞান-বোধি-মূলে ;
কিন্তু নাহি তোর মত ভুলে যাওয়া যাতনা-ক্রন্দন
লভিয়া জননী-অঙ্ক, কিম্বা লভি' নিদ্রায় শয়ন
তুই কি বুঝিবি শিশু ! যে-সমরে প'ড়েছি আজি রে !
ভাগ্যবান্, সিদ্ধকাম হ'বো, যদি জিনি' তা' বাঁচি রে !
তোর রাজ্যে নাহি গর্জ্জে রিপুদের যৌবন-মত্ততা,
অন্ন-চিন্তা-দুঃখ-জ্বালা, আশৈশব আশার ব্যর্থতা ;
দুঃখ-দৈন্য-শোক-তাপ, বিরহের তুষানল তোর
সদানন্দ চিত্ত ছুঁয়ে মহানন্দে হয় যে বিভোর !

* * * *

মনে হয়—তুই কোন্ স্বরগের পারিজাত ফুল —
নন্দন কানন হ'তে এ-মরুতে করি' বুঝি ভুল,
বিধাতা নির্ম্মম করে বৃন্ত হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়া,
তপ্ত-মরু-বালুমাঝে তোরে বুঝি ফেলেছে ছুড়িয়া।

মনে হয়—তুই বুঝি সুদূরের মন্দাকিনী তীরে,—
সুরলোকে পুণ্যস্নানে দেববালা যেথা ঘুরে ফিরে,—
সেথা তুই মাতৃসনে এসেছিলি অতীতের কোলে,
স্বরগের শিশু মিলি' আত্মভোলা হরষের রোলে।
তারপর, কলগানে সুরবালা-নূপুর-নিক্বণে,
আত্মহারা মাতা তোর মত্ত হ'য়ে তাহাদের সনে,
বুঝি সেথা তোরে ভুলি' স্রোতস্বতী-জলে করে স্নান—
যবে তুই 'মা! মা!' বলি' বাহু মেলি' করিস আহ্বান।
ভাবি তাই—মাতৃ-অঙ্ক-অভিলাষী ব্যাকুলিত তোর
কুসুম-কোমল প্রাণে,—নাহি পেয়ে জননীর ক্রোড়,
সেইকালে,—নির্ম্মমতা-'পঞ্চ-বাণ' পশে; জননীর
অবহেলা অনাদরে আঁখি হ'তে সে কী দুখ-নীর
পড়েছিল তোর দু'টি রক্ত লাল গণ্ড বহি' সেথা!
তাই বুঝি ল'য়ে বুকে হেন মাতৃ-অবহেলা-ব্যথা,
ছুটেছিলি একদিন মন্দাকিনী-স্রোতস্বিনী-তীরে;
স্খলিত চরণ হ'য়ে ডুবেছিলি, তোর জননীরে
ভাসায়ে অধীর শোকে!—নদীজলে স্রোতে স্রোতে চলি'
স্বর্গ হ'তে ব্যথা পেয়ে মর্ত্ত্যে তুই তাই বুঝি এলি?

তাই আজ জীবনের কল্লোলিত সিন্ধুপারে বসি',
শুনি যেন কোথা হ'তে বামাকণ্ঠ কর্ণে মোর পশি'

জাগায় রে মোর মাঝে পুত্রহারা জননীর ব্যথা—
যাহারে দ্যুলোকে ত্যজি' অভিমানে চ'লে এলি হেথা !
কিন্তু ওরে ! কোন্ দূরে বিরহিনী দুখিনী জননী
হারায়ে যে মরুমাঝে তোরে, কাঁদে দিবস-রজনী !
তাই বুঝি, দিবানিশি শিশুপুত্র-বিরহ-অনলে
জ্বলে কা'র চিত্ত-চিতা, কাঁপে শূন্য কা'র কান্নারোলে !
ওরে শিশু ! পড়ে মনে,—কোন্ দূর জীবন-বেলায়
তোরই মত একদিন শান্তি-ধামে মাতারে হেলায়
ত্যজিয়া, আমিও বুঝি কোন্ শান্তি-সুধা-নদীপারে,—
আসি' এই বন-মাঝে, ডুবে গেছি ঘন অন্ধকারে !
কিন্তু শুনি' সেই কণ্ঠ, জেগে ওঠে জননীর শোক ;
তাই পুনঃ চেয়ে আছি মাতৃহীন হ'য়ে রে বালক,
অন্ধকার ভবিষ্যের অজানা কোন পুণ্যকাল পানে !—
ফিরে যা'রে ওরে শিশু স্নেহ বক্ষে ছিলি রে যেখানে !
ভুলে তুই যেথা এলি সে তো নয় তোর যোগ্য স্থান ;
নলিনী-নয়নে ওরে ! ধরা তোর হানিবে যে বাণ !
হেথা শুধু আছে ঘোর নির্দ্দয়তা-নির্ম্মমতা-রণ,—
যুদ্ধ করি' তা'র সাথে পারিবি কি জিনিতে মরণ ?
এ তো নয় তোর স্থান, তোর শয্যা কুসুম শয়নে ;
হেথা শিলা-শয্যা যে রে অশ্রুধারা ঝরাবে নয়নে !
কাল সবে এলি হেথা, জান্‌বি কী তুই রে সংসার ?
বৃথা কেন এলি ত্যজি' অভিমানে মাতৃ-স্নেহ-ধার ?

*　　*　　*　　*

না না—কোথা যাবি তুই ! যেতে নাহি দিব তোরে আ'
রাখিব এ বাহুপাশে জুড়াইতে হৃদয়ের গ্লানি !
কে আছে রে তোর মত কোথা এত নিষ্পাপ-মধুর
যার স্পর্শে দুঃখ জ্বালা নিমিষেতে হ'য়ে যায় দূর ?
না দিব যাইতে তোরে ! হয় সাধ তোর যত কিছু
সবলে ছিনিয়া, বড় হই নিজে তোরে ক'রে নীচু।
কিম্বা, দিয়ে মোর পাপ-কুটিলতা-হতাশার শ্বাস,
বিনিময় করি তোর নিষ্পাপতা-সরল-বিশ্বাস।
যাবি কোথা ?—শিশু তুই, বহু কাজ আছে তোর প'রে
ভাঙ্গিয়া গড়িবি দেশ, আন্‌বি যে রে শান্তি জয় ক'রে।

শোন্ ঐ ! চারিদিকে হাহাকার করে জন্মভূমি !
শিক্ষা মোর নাই হেন, ঘুচাবো তা' নিজ কানে শুনি'।
বিদীর্ণ জননী-বক্ষঃ, ছুটিয়াছে রুধিরের ধারা !
নাই হেন শক্তি মোর দীর্ণ করি' বিরাট এ-কারা—
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা-উন্মাদনা নিয়ে,
বিপদ্ দলিত করি' সিদ্ধি-কূলে দাঁড়াইব গিয়ে !
নাই সেই শক্তি আজ, নাই মোর সে-তপস্যাবল !
মিষ্টভাষে তুষ্ট করি' বিশ্বপ্রেমে যত শত্রুদল,
স্থাপিব জননী-রাজ্য, ঘুচাইব স্বদেশের ক্লেশ !
ধিক্ ধিক্ এ-জীবনে ! নিমিষে এ হয় হোক্ শেষ !

কিন্তু আজ তোরে আমি যা শেখাবো গোপনে গোপনে,
মথিত পীড়িত হ'য়ে শিখেছি তা' এ-হীন জীবনে।

হয়ত এসেছি আমি জীবনের মধ্যপথ ছাড়ি',
বুঝি দূরে, নদীতীরে মোর তরে মাঝি দেয় পাড়ি ;
অপরাহ্ণ আসে বুঝি, নামে রবি দিক্ চক্রবালে ;—
এ-যাত্রায় নারি আর ফিরে যেতে তোর ছায়াড়ালে !
তাই আজ শৃঙ্খলিত নিপীড়িত এই বাহুযুগে
নাই কোনো শক্তি ওরে ! দুঃখ-জ্বালা-নিরাশায় ভুগে !
তাই ওরে ক্ষুদ্র শিশু ! জীবনের রণ-ভূমি-মাঝে
প্রবেশের আগে তোর, শিখাইব তোরে,—বীরসাজে
কি ক'রে এ-চক্রব্যূহ ভেদ করি' জিনিয়া আহবে,
জয়মাল্য পরি' গলে অমরতা লভিবি এ-ভবে।
আজ তুই ক্ষুদ্র শিশু, তোর প্রাণ কুসুম-কোমল,
নবনীর মত চিত্ত যা শেখাবো শিখিবি কেবল।

তাই বলি—ঐ শোন্ ! ঘন ঘন কার আহ্বান
আকাশ-বাতাস জুড়ি' কান্নারোলে কাঁপায় বিমান !
শোন্ ! শোন্ ! দেখ্ ঐ ! জন্মভূমি তোর প্রিয় স্থান
বিরাট কারার মাঝে কেঁদে করে নিশা অবসান !
হ'ল না এ-পুত্র হ'তে জননীর কারা উন্মোচন।
শিক্ষাহীন ! দীক্ষাশূন্য !—ধিক্ ধিক্ বৃথা এ-জীবন !

যে সাধ ছিল রে মোর এ-জীবনে বুঝি মিটিল না !
পরাধীনই রহিলাম ! স্বাধীনতা ভাগ্যে মিলিল না !
তাই ওরে ! ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশু-প্রাণে আমি
জাগাইব হেন প্রাণ, দূর পাবে যাহা দিবে আনি,
আমার এ-ক্ষুব্ধ কর্ণে স্বাধীনতা-জয়োল্লাস-ধ্বনি ;
মিটাবে সে-সাধ মোর, তৃপ্তা হ'বে পীড়িতা জননী !
হে দেশের শিশুদল ! ঢালি শিরে আশীষের ধারা ;
দীক্ষিত নবীন মন্ত্রে ভাঙ্গো ভাঙ্গো ভাঙ্গো মৃত্যু-কারা !

২০।২-কিং রায় ষ্ট্রীট।—১৩৩৫

আভাময়ী

(১)

মানস-অম্ভোজে অবতীর্ণা কে গো অয়ি !
চির মূর্ত্তিমতী !
ধ্যানে মগ্ন কর মোরে দীপ্ত রাগে তব
মাতৃরূপে সতী !
বিদূরিত কর যত তুমি ব্যথিতের
হৃদয়ের কালো ;
হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ-হীনা ! পাপ-তমে মোর
জ্বালো পুণ্য আলো !

(২)

ক্ষণিকের পরিচয় মর্ত্ত্যমাঝে শুধু—
মাত্র ক'টা দিন!
এক কালে ছিনু স্নেহাশ্রয়ে হেথা তব ;—
যদিও সে-দিন
নাই আজ, ঘুরে ফিরি মাতৃহীন সম—
বিশাল নগরে ;
তবু জাগে দিব্য তব স্মৃতি হৃদে সদা
গম্ভীর মন্দ্রে।

(৩)

মনে পড়ে, যুগান্তর আগে তোমা সাথে
হ'য়েছিল মোর
প্রথম সাক্ষাৎ ; যবে নববধূ-বেশে
মোর আঁখি-দোর
খুলিলে, পরশে পুণ্য করি' নিরালায়
একটি দিবসে ;
চিনি নাই যবে দেবী! তোমার হৃদয়
ভরা স্নেহ-রসে।

(৪)

তারপর কতদিন পরে, পুনঃ হ'ল
তোমা সনে দেখা ;
না জানি কি পুণ্যফলে লভিলাম কবে—
নাহি তাহা লেখা—

তব স্নেহাশ্রয় এই নগরের মাঝে ;
যবে পথহারা,
লক্ষ্যহারা হ'য়ে ফিরি—ব্যর্থ আশা ! ল'য়ে
জীবন-সাহারা !

(৫)

মাতা, নহ স্বসা, নহ মাতৃ-মাতা
তুমি গো তরুণী !
পরের আবাস ছাড়ি' চির পর তুমি
এলে যে করুণী !
কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ক'টা মাসে যেইরূপ
হেরেছি নয়নে—
জাগিয়া রয়েছে আজও, নিভৃত নিলয়ে
মানস-দর্পণে !

(৬)

মানবী কি দেব-কন্যা, কোন্ স্বর্গপুরে
তোমার জনম—
খুঁজে খুঁজে হই সারা, হয় যে বিকল
খুঁজে তাই মন !
আছে বহু দিব্য মূর্ত্তি এ মর্ত্ত্য-আবাসে
জানি তা গো সতী !
কিন্তু হেন উদার হৃদয় দেখি নাই
ওগো দয়াবতী !

(৭)

আপনার স্বার্থ-ত্যজি' দিবানিশি কে গো!
পরের যতনে
যৌবনের বিলাস-লালসা-প্রিয়তারে
বিদূরি' গোপনে—
ছোট-বড় দেবর-ননদ-ভাগিনেয়
ল'য়ে আত্মভোলা;
বসন-ভূষণ-পারিপাট্য-হীনা-দীনা
সদা চিত্ত-খোলা!

(৮)

ঐশ্বর্য্য ইচ্ছাধীন রহিয়াছে যার,
তারে সে কখন
পরের সুখের লাগি' আপন ইচ্ছায়
দেছে বিসর্জ্জন?
যবে গৃহ হ'ল পূর্ণ পীড়িত শায়িতে—
সুখ শয্যা ছাড়ি',
কেবা সে "ফ্লোরেন্স"-রূপী রুগ্ন-শয্যাপাশে
দেয় পথ্য বারি!

(৯)

কেবা ল'য়ে স্মিত হাস্য শত-কর্ম্ম সারি'
সদা কর্ম্মময়ী,
ঔষধ ঢালিয়া মুখে করে রোগি-সেবা,—
ক্লেশে হাস্যময়ী

বৃথা চেষ্টা প্রকাশিতে হৃদয়ের ভাব !—
তোমার মাধুরী
নিত্য নব প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-দয়া হৃদে
রহুক বিচ্ছুরি' !

(১০)

ভুলি নাই করুণা-রূপিণি ! মোর প্রতি
তোমার করুণা,—
আজও মাতঃ ! বহিতেছে স্বচ্ছশীলা তব
ও-স্নেহ-বরুণা !
শিশুর সারল্য তব, ত্রিদেবের হাসি
স্ফুরিত অধরে !
জননীর স্নেহ হেরি চির বক্ষে তব
দীনের আদরে।

(১১)

অকর্ম্মণ্য বড় দীন মূর্খ এ সন্তান :
ওগো ! মাতুলানী !
পেয়েছি যা' তব কাছে শুধিতে শকতি
নাই গো কল্যাণী !
তোমার এ-পথে দত্ত পরার্থে জীবন
যেন অনুদিন—
অক্ষয় করিয়া রাখে তব পুণ্যপ্রীতি
ঝঙ্কারিয়া বীণ।

(১২)

স্বেচ্ছায় যে-দুখ-বোঝা লইয়াছি শিরে
ছাড়ি' তব গেহ !
বহিতে পারি তা যেন আপনা আপনি
না ভুলি' ও-স্নেহ,—
কর আশীর্ব্বাদ ! যেন জনমে জনমে
হে চিরকল্যাণি !
এ-তাপিত মরুবক্ষে ঘুরি' ফিরি' তোমা
পাই মাতুলানী !

মাণিলতলা।—১৩৩৭

'খোকার ঝি'

(উৎসর্গ)

(১)

আফিস যেতে দেরী হ'লে তাড়াতাড়ি ক'রে
ট্রামে উঠে দেখি যেতে ধর্ম্মতলার মোড়ে—
ঘোড়ার গাড়ীর পিছু দিকে ব'সেছে এক নারী,
যাচ্ছে তাহার পিছন পানে প'রে ধোয়া সাড়ী'।
বদনে তা'র মধুর হাসি, চক্ষু স্নেহে ভরা ;
মায়ের মধু তাহার বুকে, ঝি'এর বসন পরা।

হয়ত যিনি গাড়ীর ভেতর, তিনি তা'রই প্রভু,
সঙ্গে নিয়ে গিন্নীটীকে ;—যিনি কোথাও কভু
সঙ্গীহীনা হ'য়ে বড় যাননা পুরুষ-সাথে ;
তাই বুঝি বা ঝি'কে তাঁহার বসিয়ে নেছেন তা'তে।
গিন্নী-কোলে একটী ছেলে শান্তশিষ্ট অতি !
আরও দু'টী ছেলে মেয়ে পাশে সরলমতি !
খোলা গাড়ীর ভিতর দিকে দৃষ্টি উদাস মোর
পড়্‌লো হঠাৎ, খুল্‌লো দূরের গত স্মৃতির দোর।
যুগান্তরের কতই কথা পড়্‌ল মনে এসে ;
আঁধার ক'রে গাড়ী ঘোড়া, আর যা' কিছু শেষে।

(২)

মনে হ'ল এম্‌নি ধারা মায়ের কোলে ব'সে
যেতাম যখন গাড়ী চ'ড়ে বেজায় হরষ-রোষে,
ছেলেবেলার সেই বুড়ো ঝি, 'খোকার ঝি' যা'র নাম-
যেত ব'সে গাড়ীর পিছে ; যখন সবাই স্থান
গাড়ীর ভেতর জুড়ে ব'সে সবার সাথে মিছে
হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম, ঝি-সে তখন পিছে—
হাসিমুখে গর্ব্বভরে প্রবোধ দিয়ে মোরে
বস্‌ত গিয়ে পিছুদিকেই 'ডাণ্ডি' দু'টো ধ'রে।
মান্‌তোনা সে কোনো মানা, ঠেল্‌ত মায়ের কথা,
মোদের মুখে দেখতে হাসি মুছিয়ে দিতে ব্যথা।

বহুদিনের পুরোণ' ঝি ! মায়ের বিয়ের কালে
এসেছিল মার সাথে সে কোন্ সে অতীত্ কালে !
সেই থেকে সে মোদের গৃহে আপন জনের মত
ছিল এসে ভালবেসে ভাই বোনেদের যত।
জন্ম হ'তে মোদের সবে বুকে বুক করি'
পালন ক'রে ছিল সে যে !—সেই কথা আজ স্মরি'
বুদ্ধি-বিবেক-পূর্ণ-চিতে জাগ্‌ছে যে তা'র মুখ !
দিচ্ছে প্রাণে দহন-দানে তা'র গভীর দুখ !

(৬)

আমার আগে পাঁচজনেরে নিজের ছেলের মত
ক'রেছিল পালন সে-ঝি, আরও পরে যত
ভাই-বোনেদের ; তা'রই কোলে, ঘাড়ে, পিঠে চড়ি'
শিশু হ'তে কিশোর'বধি তা'র স্নেহ-পান করি',
হ'য়েছি আজ এত বড় শান্ত সুধীর ছেলে !
দেশের লোকে হয় খুসী আজ যা'রে দেখতে পেলে !
কিন্তু যখন ছেলেবেলায় দুষ্টুমিতে মন
ভরা ছিল ; ঝি'এর ঘাড়ে পড়্‌ত অনুক্ষণ
লাথি, চাপড় আমার আহা ! ছিঁড়্‌ত কেশের রাশি—
শান্তশিষ্ট ছেলের হাতে !—তখনও যে হাসি'
কোলে ক'রে সোহাগভরে বল্‌ত কতই কথা !
অশ্রু নিয়ে চোখের কোণে আমার দেওয়ায় ব্যথা ;—

"শৈল আমার দুষ্টু এখন, বড় হ'লে পরে—
দুষ্টুমি তা'র থাক্‌বেনা আর, তখন আমার তরে
স্নেহ তাহার পড়্‌বে ঝ'রে, কাঁদ্‌বে তা'রই প্রাণ ;
বড় হ'লে বুঝ্‌বে খোকা এ-স্নেহের কি টান !"

তাই ভাবি আজ, যে-জন আমার ক'র্‌ত শুভ আশা ;
পরের কাছে আমার নিন্দা শুন্‌লে ভালবাসা
হৃদয়-মাঝে পুত্র-স্নেহে উথ্‌লে উঠি' তা'র
উগ্রতেজে কণ্ঠস্বরে বল্‌ত,—"এ-খোকার
বয়েস এখন হয়নি কিছু, বুদ্ধি শুদ্ধি নেই !
বড় যখন হ'বে খোকা দেখ্‌বে তখন—এই
দুষ্টু ছেলেই কেমন ক'রে ভাল ছেলে হয় !
দেখ্‌বো আমি নিজের চোখেই—ভাগ্যে যদি রয় ।"
সে-জনে আজ কতই আপন ভাব্‌ছি মনে মনে !
তাই হতাশা বুক ভেঙ্গে দেয় স্মর্‌লে ক্ষণে ক্ষণে,—
আমার ভাল দেখার আশা পূর্ণ হ'ল না
তাহার কভু ! নিদয় বিভু !—সে আজ রইল না !

(৪)

কিন্তু আজও ভুলিনি ঝি ! তোমার স্নেহের কথা !
ভুলতে কি গো, পরবো আমি ছেলেবেলার কথা ?—
সেই মনে হয়,—রাত দুপুরে জাগিয়ে কান্নারোলে
সবাইকে সেই বায়না নিলে সূয্যি দেখবো ব'লে,—

চাঁদ দেখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে 'সূয্যিমামা' বলি'
প্রবোধ দিতে মোরে যবে,—সে দিন গেছে চলি' !
ক্ষিদেয় তুমি কাতর হ'লেও ধরলে খাবার ঝোঁক,
তোমার মুখের খাবার দিয়ে যোগাতে মোর ভোগ
মনে পড়ে—কতদিন যে আমায় কোলে তুলে
নিদ্রাবিহীন কতই নিশা কাটিয়ে দেছ ভুলে !
মায়ের আদর যখন মোরে সান্ত্বনাটি দিতে
পার্‌তনাক, তুমিই তখন স্নেহ-স্নিগ্ধ-চিতে—
ত্যজি' তোমার দুঃখ-জ্বালা-শোক-হতাশার ব্যথা
শান্ত কিসে হ'ব আমি ভাবতে যে সেই কথা।
নিশার শেষে কূজনমুখর বিহগকুলের সাথে—
উঠ্‌তে তুমি শয্যা ছেড়ে খাবার নিয়ে হাতে ;
থাক্‌তে বসি' শিয়রে মোর, ঘুম ভাঙ্গ্‌লে আমি
'খাবো' ব'লে সেই সকালে—জানি তা যে জানি !
দুষ্টু ছেলে,—অবাধ্য সে ! শুন্‌তো না কা'র কথা।
তবু বড় বাসতে ভাল !—তোমায় পাবো কোথা !
হঠাৎ যদি বাড়ীর বাহির হ'তাম কভু আমি,
ছুটে যেতে, যথা গাভী—বৎস-অনুগামী।
বুড়ো তুমি হ'য়েছিলে পক্ক তোমার কেশ ;
তাই বুঝি মোর সরল মনে লাগ্‌তো মজা বেশ !
তাই ভাবি' গো ঠান্‌দিদি বা বুড়ি দিদিমা,
তোমায় আমি প্রহার দিয়ে কতই জানিনা—

রসিকতা তোমার সাথে ক'রেছি'যে কত !—
রসিকতায় সরল প্রাণে হাসতে অবিরত।
তাইত আমি মাঝে মাঝে ছুটে যেতাম চ'লে ;
তুমি তখন ছুট্‌তে পাছে, 'বৌ দৌড় দিলে !' ব'লে।
আগে আগে ছুটি আমি, তুমি ছোট পিছে ;—
লোকে তখন দেখ্‌তো মজা !—নয় ত সে-সব মিছে
এম্‌নি ক'রে ছুট্‌তে গিয়ে পড়তে কতদিন
কখনো বা মাটির 'পরে হ'য়ে শক্তিহীন !
কষ্টে নিজের কাঁদতে তুমি, হাসতে আমার সুখে ;
ডাকতে তবু স্নেহে মোরে সোহাগ-ভরা বুকে !
সে কথা কি এম্‌নি ভুলি ? ভোলা কি তা' যায় ?—
আমার হৃদয়-ঠাকুর-ঘরে স্মৃতির আয়নায়—
রেখেছি যে এঁকে আমি লুপ্ত দিনের কথা ;—
মন-তরুতে জড়িয়ে আছে তোমার স্মৃতির লতা ;
হয়ত ভালবেসেছিলে মোদের ঢালি' প্রাণ ;
তাই বুঝি আজ তোমার বিয়োগ-ব্যথায় দুখের বান
বইছে হৃদে আর্ত্তনাদে তোমার স্মৃতি ধরি'
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উজান বেয়ে বীচি-বক্ষোপরি।

(৫)

মনে পড়ে যুগান্তরে—শিশুবেলায় হ'বে
ভীষণ রোগের দারুণ গ্রাসে প'ড়েছিলাম যবে,—

অহর্নিশি শয্যা'পরি পার্শ্বে বসি' মোর
আহার-নিদ্রা গেলে ভুলি', ফেল্‌লে আঁখির লোর!
মায়ের স্নেহে, মায়ার বশে শঙ্কা করি' মনে—
হারাবে বা আমায় বুঝি অশুভ সে-ক্ষণে,—
দেউল দ্বারে সন্ধ্যা দিয়ে, গলায় বসন টানি'
খুঁড়্‌লে তুমি কতই মাথা!—জানি, আজও জানি!
বুকের মাঝে ধরতে মোরে শুয়ে আমার পাশে
রুদ্ধ আগুন-কক্ষ-মাঝে;—যেমন প্রাণের আশে—
ডুব্‌ছে যে-জন—তৃণখণ্ডে ধরে গভীর জলে,
মৃত্যুমুখে সহায়বিহীন যতই দ্রুত চলে।
তোমার হাতে বুঝি ওগো!—ছিল মরণকাঠি
আমার ক্ষুদ্র শিশু-প্রাণের, আরও জীয়নকাঠি:
ইচ্ছা যদি করতে ওঝি! পারতে তুমি মোরে
মরণ-কোলে ধরতে তুলে—যত্ন-সে না ক'রে।
কিন্তু, সদাই সদয় হৃদয় মোদের তরেই তুমি
রাখ্‌লে জীবন আমার;—জীবন দাত্রী! তোমায় নমি!
আরও মনে পড়্‌ছে ওঝি! একাধিকইবার
বাঁচিয়েছিলে আমায়; আর সেই জলেতে একবার!—
লুকিয়ে আসি করতে খেলা পুকুরপারে বসি'—
ডুবেছিলাম জলে যেদিন, ডুবে যেমন শশী
সর্ব্বগ্রাসী রাহুর মুখে, তুমিই যে গো ভুলি'
নিজের তব জীবন-মায়া, আমায় নিলে তুলি'—

গভীর কালো সে-জল হ'তে ; খেয়ে নিজে জল,
মুমূর্ষুরই মতই হ'লে মোর তরে কেবল !
স্মৃতির বুকে জাগ্‌ছে ওগো ! আজও সে-সব কথা,—
মাতৃহারা শিশুর চিতে যেমন মায়ের ব্যথা !

(৬)

এম্‌নি ক'রে সুখের দিনে তোমার স্নেহের মাঝে
একটা যুগই কাটিয়েছি বা—কোন্ অতীতের সাঁঝে ।
কিন্তু সে-সুখ-স্বপ্ন তুমি ভাঙ্গ্‌লে মোদের যবে—
সে-দিনের সেই নিদয় হানা চির দিনই রবে !
জানি না আজ কোন্ সে রোগের উছলাটি ক'রে
হ'লে তুমি শয্যাশায়ী মাসার্দ্ধকাল ধ'রে ।
তার পরেতে তোমার সে-কোন্ স্বজন এল নিতে.
যখন তুমি সুস্থ হ'লে শক্তি পেলে চিতে ।
কিন্তু তুমি ফিরলে না ত তোমার সে-কোন্ দেশে.
কতই বরষ যাওনি যেথা ;—গেলেও না ত শেষে !
ফিরে গেল তোমার সে-জন কতই ক্ষুব্ধ হ'য়ে !
রইলে তুমি মোদের ঘরেই জীবন-বোঝা ব'য়ে ।
হয়ত তোমার সাধছিল বা মোদের চারিধারে—
শেষ সময়ে দেখবে তোমার নয়নবারি ধারে ।
তাই বুঝি বা ফিরিয়ে দিলে তোমার প্রিয়জনে ;
যাদের মানুষ ক'রেছিলে রইলে তা'দের সনে ।

আবার তোমায় মরণ-রোগে ধরলে এমন ক'রে
যা'র সে-দারুণ কবলে হায়! তোমায় চিরতরে
ফেলে দিলে! ছিনিয়ে নিলে ভবের মায়া হ'তে—
ভাসিয়ে মোদের নবীন হৃদয় শোক-সাগরের স্রোতে

* * * * *

(৭)

আজ সে-ভবন পিঞ্জর সম শূন্য হ'য়েছে হায়!
নাইক সেথায় পাখীর কূজন, নাই সে পাখী নাই!
জাগ্‌ছে না আজ মধু সে-কণ্ঠ, ভাস্‌ছে না সে-মুখ!
নেইক মোদের আজ সে-হাসি, জাগ্‌ছে দারুণ দুখ!
আজ সে-গৃহের শূন্য কোণেই ব্যাকুল বাতাস হায়!
গুমরে মরে কাহার তরে, কেঁদেই ফিরে যায়!
গভীর রাতে, স্তব্ধ যখন বিরাট বিশ্বকোল—
জাগায় আমার হৃদয়-বীণে করুণ সুরের রোল—
স্মরি' সেদিন—তোমার জীবন-দীপ-শিখাটি যবে
নিভ্‌লো সুদূর মোদের ঘরে, অসার এ-নর্‌-ভবে!
নাইত সেথায় কিছুই তোমার, যেথায় তোমার সবই
যত্নে তুমি রেখেছিলে! ক্ষুদ্র তাই এ-কবি
ভাব্‌ছে ব'সে জীবন-নদীর কল্লোলিত পারে,—
'দেখ্‌তে কিছুই পাইনা তোমার যদিও গৃহ-দ্বারে,
গুপ্ত এ-দীন-হৃদয়-ভূমে তোমার স্নেহ-ধারা
বইবে ওগো! বইবে চির, মন্দাকিনী পারা!

কোন সে দূরে সাগর-কূলে বস্‌বো যখন আমি,
অসার মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে স্মরি' জগৎস্বামী ;
সেই সাগরের তরঙ্গেতে তোমার স্নেহের বারি
সীমাবদ্ধ হৃদয় হ'তে অসীম-হ্রদে ছাড়ি',
মিশোরো তা নিঃস্ব ক'রে আমার পরাণ খানি !
বিদায় বেলায় সাঙ্গ মেলায়—শেষের পথ-গামী।
পরপারের অসীম ছায়ায় সূক্ষ্ম তোমার দেহ
মিশে গেছে কোন্ অতীতে, জাগিয়ে তোমার স্নেহ ।
নিঃস্ব আমি নাইক কিছুই দেবার প্রতিদান !
অশ্রুভরা-ব্যথায় রাখি' তাই ও-স্মৃতিখান !'

চৌগাঁ—১৩৩৬।

অজানা

নিবিড় চাঁদিনী,
স্তব্ধ যামিনী ;
আঁধার ঘিরেছে আমারে !
(আমি) যেথা ফিরে চাই
কিছু নাহি পাই ;
যা আছে হারাই আঁধারে !

দূরে দূরে বাজে
কীচকের মাঝে
কি যেন সুরের ব্যথা গো !
(আমি) ব্যথিত পরাণে
কারে কেবা জানে
কহিবারে চাই কথা গো !

সবই আছে তবু
কিছু যেন নাই !
সুখ-মাঝে ভাসি দুখে হে !
প্রিয়জন পাশে
রহি' তবু শ্বাসে
বিরহ জাগে যে বুকে হে !

শত কোলাহল
যবে কল্-কল্
মানব-কণ্ঠ-সাগরে ;
আমি মহারোলে
রহি' সেই গোলে
ডুবি যে কি যেন নিথরে ।

হাসিতে হাসিতে
বিষাদ নাশিতে
আপনারে ভুলি যবে গো !

কে যেন অজানা
বিষাদ-বাজনা
বাজায় করুণ রবে গো;
কেবা সেই জন।
সতত বেদনা
জাগে যার তরে হৃদে এ!
কোথা গো অজানা!
হর এ-যাতনা
তব আঁখি-বাণ বিঁধে হে!

পরীক্ষা

নবীন সাধক এক ছাড়ি' নিজগৃহ,
দূর কোনো নগরীতে লইল আশ্রয়।
নয়নযুগল তা'র অর্দ্ধনিমীলিত;
বিস্ফারিত ললাটেতে ঘন চিন্তারেখা।
কভু আপনার মনে কিবা যেন কহে
কোনো দিকে লক্ষ্য নাহি যেন! দৃষ্টি তা'র
একান্ত, উদাস; গায় আপনা আপনি
কখনো সঙ্গীত, কভু, আলাপে রাগিনী।

কখনো বা রহে বসি' ধ্যানমগ্ন যথা,
আপন সাধনে ; নাহি দৃষ্টি কোনো দিকে।
পুস্তকের মেলা পার্শ্বে ধূলি-ধুসরিত।
বসি' তা'র মাঝে ল'য়ে মসী ও লেখনী
কি যেন নিভৃতে করে—নাহি জানে কেহ।
কভু বা গভীর রাতে, ল'য়ে ভগ্ন বীণা,
অভিনব সুর-তানে নির্জ্জন নিশার
মর্ম্মব্যথা আনে টানি' বুক হ'তে যেন।
বংশীধ্বনি করি' কভু ব্যাকুল করিয়া
তোলে তাপিত হৃদয়—ভুলি' নিজ কথা।
গভীর নিশীথে যবে সুপ্ত বিশ্ববাসী,
রহে জাগি' যুবক একাকী, আপনার
সাধনায় রত।

একদা গভীর নিশা—
নীরব নিঝুম ; সুপ্ত সব সুপ্তি-কোলে !
মহানগরীর পথ নীরব-নিথর !
জ্বলে দূরে আলোমালা শ্রান্ত, প্রভাহীন—
চায় যেন তন্দ্রাঘোরে লভিতে বিশ্রাম।
কচিৎ কোথাও দূরে কভু বা নিকটে
শোনা যায় কুকুরের রব ; কোথাও বা
ঝিল্লিরবে ভেঙ্গে যায় সুপ্ত প্রকৃতির
নিঝুম বেলায় তন্দ্রাঘোর।

যুবকের

মুক্ত কক্ষ দ্বার ; মৃদু মৃদু সমীরণ
আসে কোথা হ'তে, বহি' আনি' কর্ণে তা'র
অসীমের নিভৃত বারতা। কক্ষ মাঝে
দৈনন্দিন রজনীর গোপন সাধনা
শেষ করি', উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, স্থিরআঁখি,
নিদ্রাহীন—আপনার মনে সেই যুবা,
শীতল করিতে দেহ নৈশ সমীরণে,
নির্জ্জন শ্মশান-ভূমে প্রেতাত্মার মত—
আলোহীন করি' কক্ষ, ভ্রমে তা'র বুকে,—
ভাষাহীন উদাসমানস !

হেনকালে—

বাজিল অদূরে, গৃহ-মাঝে অতর্কিতে
কঙ্কনকিঙ্কিনী। আসি' পশিল সে-স্বর
যুবকের কানে ঘোর রবে। গেল ভাঙ্গি'
তাহার সে-আত্মভোলা সাধনার ধ্যান।
চাহিতে হেরিল যুবা—অদূরে তাহার
তরুণী ক'জন, খুলি' বাতায়নদ্বার,
তস্করের প্রায় হোথা দাঁড়ায়ে কৌশলে—
হেরিতেছে তা'রে, দীপ হীন করি' গৃহ।
নগরীর পথে জ্বালা আলোকের ছটা,
পড়িয়াছে বদনে তা'দের। হেরিল সে

তাহাদের মুখে ভাষা—নীরব, ব্যাকুল—
যাহা লিপ্ত পাপে। তাই জাগিল সন্দেহ
তরুণ হৃদয়ে—কপটতা আছে বুঝি
হেন আচরণে। ভাবে পুনরায়, বুঝি
পরীক্ষা করিতে তা'রে, গভীর নিশায়,
অলক্ষ্যে তরুণীগণ দেখিছে তাহারে।

"পরীক্ষা করিবে মোরে"—ভাবিল যুবক
"সর্ব্বসুখ-সুধাধারা-হারা নিশিদিন,
অসহায়-দীর্ণ-হৃদি-মৌন-চিন্তাশীল,
লুপ্ত কান্তি-কোমলতা-আশা-শান্তি যার!"
যুবক কহিল পরে লক্ষ্য করি' সেই
তরুণীর দল—"লুকাইয়া কেন হোথা
তোমরা সবাই শুধু পরীক্ষিতে মোরে?
পরীক্ষা করিবে যদি, ক্ষতি নাহি তায়।
কিন্তু যদি থাকে তব মহিমা নারীর;
থাকে যদি আত্মশক্তি-সংযমের বল;
যদি থাকে সতী রমণীর মত তেজ;
সরলতা-স্নেহ-প্রেম, তোমাদের হৃদে;
নাহি প্রয়োজন কিছু লুকাইতে ওই
বদন মণ্ডল, লুকাইতে দৃষ্টি আর।
মনে রেখো—যেথা পাপ, সেথা অন্ধকার,

সেথা কপটতা ; কিন্তু, যেথায় আলোক,
সে স্থান নয়নেতে ভাসে সকলের ;
তাহা নাহি গুপ্ত থাকে কভু। কিন্তু যেথা
রহে পাপ-তাহা রহে দৃষ্টি অন্তরালে।"

"স্মরণ কি আছে যবে তোমরা সকলে
ক্ষুদ্র শিশু. কিম্বা অবোধ বালিকা-
সরল-নিষ্পাপ-পুণ্য-প্রতিমা সমান ?
তখন কি কোনো কপটতা স্পর্শেছিল
তোমাদের হৃদি ? হেন কপটতা কেন ?—
যাহা নাহি পারে ও-বদনে, বিকাশিতে
অকপট, চিরস্বাভাবিক, পুণ্য-প্রাণ
সতী-অবলার নারী-মধুরিমা-জ্যোতিঃ ?
কই সেই শক্তি তোমাদের ? পাপ-মুক্ত
করে যাহা সদা এ ধরায়, কলুষিত
চিত্ত পুরুষের।"
"ওগো! অবোধ তরুণি
অভিনব যত সাধ, যত আশা ল'য়ে
নিভৃতে হৃদয়-রাজ্য করিছ রচনা,—
ঘনঘোর ধরণীর ভীষণ সংগ্রামে,
সত্যমিথ্যা-ধর্ম্মাধর্ম্ম-দারুণ-আহবে,
কোমল ও-গুপ্তরাজ্য হইবে চূর্ণিত।

ভাসাইবে মিথ্যা অধর্ম্মেরে ; জাগাইবে
যাহা ধর্ম্ম, যাহা সত্য, নিত্য চিরকাল।
রহিবে না সেই কালে ও স্মিত আননে—
কপট গোপন ভাব, মিথ্যা প্রবঞ্চনা :
রহিবেনা যত্নে রাখা আকাশকুসুম :
নির্ম্মম সংসারাঘাতে দীর্ণ হ'বে সব !
শুকাইবে আশারই কাননে, কতশত
কুসুমের কলি।

"করিবে পরীক্ষা যদি ;—
হও তা'র আগে দেখি তোমরা সবাই,
আমাদের মহীয়সী পুণ্যশ্লোকা সেই
ভারতের শ্রদ্ধাপাত্রী সতী সাধ্বী নারী :
দীপ্ত কর আগে ওই হৃদয়-কন্দর—
অকপট-ভ্রাতৃ-স্নেহালোকে ; দূর করি'
অন্তরের সকল কালিমা, ত্যজি' ক্ষুদ্র
মোহমুগ্ধ বাসনার আলেয়ার আলো ;
মুক্ত করি' হৃদয়ের অকপট দ্বার,
জাগাও গভীর মন্দ্রে ভারতের বুকে—
খ্যাতনাম্নী স্মরণীয়া দ্রৌপদী-পদ্মার,
দান-ধ্যান-অতিথি সৎকার ; হও আগে
বিদুষী রমণী, যথা গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী :
মাতৃ-স্নেহ-সুধা-ধারে জাহ্নবীর মত

ভাসাও ভারত-ক্ষেত্রে মানব-হৃদয় ;
রক্ষা কর পাপাচারী দেশবাসীগণে,
বর্ষি' উন্মুক্ত পূত ভগিনীর প্রীতি ;
আত্মসংযম-বলে কাঁপাও ধরণী ;
শিখাও পতিত জনে চিত্ত সংযম,
দেখাইয়া তাহাদের পুণ্যময় আলো।
পরীক্ষা করিলে তারপর, সদা আমি
ভক্তিভরে, পূজনীয়া জ্ঞানে, তোমাদের
বিন্দুমাত্র কৃপা বারি আশে, দাঁড়াইয়া
রহিব গো ! তোমাদেব দ্বারে দীন হীন ;
ভারতের বন-উপবনে, জগতের
দেশ দেশান্তরে, আমি বেড়াব গাহিয়া
নারীর মহিমা-গান, অশ্রান্ত হরষে।
তোমাদের কৃপা-পাত্র ল'য়ে, বিশ্বমাঝে
করিব আনন্দে আমি আপন সাধনা।
দেশবাসী ভগিনীরা মিলি', সহায়তা
করিলে আমার, তবে হ'বে সিদ্ধি মোর ;
তবে হ'ব পার আমি মহা পরীক্ষায়।"

দূরে নীলিমার কোলে উদিল তখন
ধীরে ধীরে নিশানাথ ধবল জ্যোছনা
ঢালি' জগতের শিরে। দীপ্ত হ'ল তবে

যুবার সে ভাবোদ্দীপ্ত মধুর বদন।
কোটি কোটি শূন্য আঁখি হ'ল সাক্ষী তা'র
ভাতিল তরুণী-আস্যে শোভা মনোহর।
ভক্তিভরে নত করি' নিজ নিজ শির,
তরুণীরা গেল ফিরি' বিশ্রামের আশে।
ঊর্দ্ধে স্থির আঁখি, যুবা রহিল দাঁড়ায়ে,
স্মরি' নিজ ইষ্টদেবে অনন্ত গগনে।

১৩৩৬; কলিকাতা।

মতিলাল প্রয়াণে *

নিবিড়-বিষাদ—জলদের জালে আবৃত দেশ কর্‌ল কে!
জলধির বীচি-বক্ষের 'পরে কান্নার তান জাগ্‌লো রে!
ঘোর সমরের ঝঙ্কার সাথে গর্জ্জি' উঠলো কিসের শোক!
হারাল জননী নয়নের মণি কাঁদিয়ে কি আজ বিশ্বলোক?
ভারত-মাতার অঙ্ক হইতে ছিনিয়া তাহার ভক্ত রে!
ভাঙ্গ্‌ল হৃদয় সহসা ঝরায়ে বক্ষে অশ্রু তপ্ত রে!

---

* এই কবিতাটি পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পরে শোকোচ্ছ্বাস স্বরূপ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছে পাঠান হয়। কিন্তু এই পুস্তকে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইহাকে প্রকাশিত করা হইল।

একদিন যার বিলাসিতা ছিল বিদিত সারাটি বিশ্বময়,
সুখসম্ভোগ কোনোদিন যার অতুল ছিল যা মিথ্যা নয় ;
বিদেশী বস্ত্র বিদেশী আহার এককালে সার করিল যে,
নিন্দিত হ'ল সুধীজন কাছে, বন্দিত শুধু দানেতে যে ;—
সে কি কোনোদিন হ'য়ে দীন হীন জননী জন্মভূমির তরে
ভোগ-লালসায় পদতলে দলি' ভিক্ষার ঝুলি লইয়া করে—
জন্মভূমির অভাবের ক্লেশ বুঝিয়া, নীরবে ব্যথিত প্রাণ—
প্রাসাদ ছাড়িয়া ধূলি-বালি 'পরে ভিক্ষার আশে হয় গো ম্লান !
সে নহে মানব যে পারে ত্যজিতে কুবেরের ধন পরের হিতে ;
সে মহামানব দেবদুর্ল্লভ-যে পারে বরিতে হৃষ্ট চিতে
স্বদেশ সেবায় মরণ-শাসন ; সহিতে তীব্র আশনি-হানা,
কারার মাঝারে বেড়ি ঝন্ ঝন্, যাতনা-পীড়িত হৃদয়খানা !
তাই কি গো বীর ! ধরি' নরদেহ দেবতার প্রাণ আনিলে প্রাণে!
বুঝিলে কি তাই দেশমাতৃকার বক্ষে কি-ব্যথা-মূশল হানে !
তাই বুঝি বীর ! খুলিলে নয়ন কঠিন হৃদয় করিয়া চূর ;
নীরবে বিজনে গলিত নয়নে সিক্ত করিলে সুপ্ত পুর !
তাই কি বুঝিলে ওগো ! মহাপ্রাণ ! স্বীয়নামে খ্যাত ভারত জুড়ি'
বৃথাই জন্ম, বৃথা সবই হেথা কারাগারে নিজ দেশের পুরি' ?
তাই মতিমান্ বুঝি অবসান করিয়া নিজের বাসনা যত
অবতাররূপে অবতরি' হেথা জননী-সেবায় হ'লে গো রত !
হেরিল জগৎ মুগ্ধ নেত্রে তোমার মহান্ ত্যাগের ধর্ম্ম,
বুঝিলে বোঝালে দেশবাসী সবে 'দেশের সেবাই পরমধর্ম্ম !'

কে জানিত কবে সুদূর নগরে জন্ম লভি' হে ! পুণ্যপ্রাণ !
সারা দেশময় বিদ্যাবুদ্ধি ছড়াবে তোহার যশ ও মান !
বিদ্যাআলয়ে সুদূর অতীতে মনপ্রাণ তুমি ঢেলেছ যা,
সে ত নয় বৃথা ! ধীরে ধীরে তোমা যশের শিখরে তুলেছে তা' ।
বিচার-বুদ্ধি জ্ঞানেতে সমান বন্ধু তোমার সময়ে গো !
ছিলনা ত কেউ তোমার দেশেতে, দানবীর ছিলে নিভৃতে গো ।
উচ্চশিক্ষা দীক্ষা লভিলে বিচার কার্য্যে সঁপিলে প্রাণ !
বিচার আলয়ে ঘোষিছে আজিও সূক্ষ্ম বিচার তব মহান্ ।
'আইনেতে' শুধু ছিলে না গো তুমি বিদিত স্বদেশ-বিদেশ মাঝে ।
রাজনীতি-জ্ঞানে কেবা নাহি জানে তব স্মৃতি প্রাণে আজও বাজে
বঙ্কিম আগে বঙ্কিম ঠামে যে-গান জাগাল ভারত জুড়ি'
বঙ্গের সুধী সুরেন্দ্র নাথের কণ্ঠে যবে তা' উঠিল পূরি',
তিলকের পূত অঙ্গপরশে নিদ্রিত যারা জাগিল যবে,
স্বদেশ-সেবায় রায় দ্বিজেন্দ্র কম্বুবাদনে বজ্ররবে—
জাতীয় গানের নির্ঝর দানে ধন্য করিল অধীন দেশ,
'গোখেল' মহান্, ও দেশবন্ধু বাঁধিল মায়ের মুক্ত কেশ ;—
ভাতিল চক্ষে দীপ্তি তোমার জাগিল জীবন মৃত্যু-মাঝে,
দলিয়া বিপদ্ তাই মহারথি ! সঁপিলে গো প্রাণ মায়ের কাজে
গেলে চলি' তুমি সহসা গো তাই ভারতের মহা যোদ্ধা গো !
এ ঘোর আহবে বৃথাই না হ'বে তব প্রাণ—মহা সত্তা গো !
আজ মনে পড়ে কতদিন ধরে' যুঝিলে ভীষণ দেশের তরে,
কতবার তনু হ'য়েছে দীর্ণ দারুণ শত্রু-তীক্ষ্ণ-শরে !

তবু অবিচল, আছি ছল্-ছল্ স্বদেশ-ভক্তি-সিক্তরসে,
জরাভারে দেহ শিথিল বিকল, যাতনার বাণ হৃদয়ে পশে !
ত্যজিলেনা তবু সত্য তোমার ভীষ্ম সমান সত্যধারি !
দেব দুর্ল্লভ 'আনন্দ ভবন' সত্যপালনে দিলে গো ছাড়ি' —
স্বদেশ সেবায়, পরহিত তরে—পুণ্যদেশের বৃদ্ধ বাসি !
হারায়ে জননী চির অভাগিনী তোমা, রহে যে গো ! উপবাসী
রুদ্ধ কারার তীব্র যাতনা ক্ষুব্ধ বাসনা হৃদয়ে ল'য়ে,
বার বারই যে গো বরিলে হেথায় হাস্য বদনে ব্যথিত হ'য়ে।
দিল্লীতে তাই জন্ম লভি' গো তুমি ত দিল্লীবাসিরই শুধু
নহ ত তাদের আপন বলিতে, সারা ভারতেরই তুমি যে বঁধু !
তাই ওগো ত্যাগী সাধকপ্রবর ! ও-ত্যাগের কথা স্মরণ করি'
সারা ভারতেরই নরনারী যে গো ! কাঁদিছে জীর্ণ ভবন ভরি' !

আজ কোলাহল স্তব্ধ হ'য়েছে, চন্দনা আর ধরে না তান।
রাজবন্দীরা রুদ্ধ কারায় শুনিতে পায়না তোমার গান !
দিল্লীর বুকে কভু আর সুখে নিদ্রা যাবেনা দিল্লীবাসী ;
এলাহাবাদের বিচার ভবনে শূন্য আসনে থেমেছে হাসি !
ভারতের দীনা রাজনীতি আজ সন্তানশোকে কাঁদিছে ফিরি' ;
বিচার বুদ্ধি অবিচার মাঝে করে ক্রন্দন বক্ষ চিরি' !
প্রান্তরপথে কৃষকের হাতে ভূমিকর্ষণ গেছে গো থামি' !
দূর গৃহমাঝে আজকের সাঁঝে কুলবধূ-মুখে সরে না বাণী !

তব 'আনন্দ ভবনে' যে আজ বিরাজে না আর হর্ষ গো !
ভগ্ন কণ্ঠে ওঠে হাহারব—দীন যে ভারতবর্ষ গো !

গেছ চলি' তুমি সে-মহারাজ্যে যেথায় দ্বন্দ্ব যাতনা নাই ;
পরের কারণে মরণ-বরণে-আছে যে-শান্তি, পাবে গো তাই ।
স্বদেশসেবায় বীর সন্তান ! যে মহাজীবন করিলে দান,
জ্বলিবে গো তাহা শুকতারা সম স্মৃতির আকাশে—হ'বে না ম্লান

* * * *

তোমার প্রয়াণে ল'য়ে যে বিমানে ঐ দেখি কা'রা আসিল ছুটে
বঙ্কিম ভেরী বাজায়ে সঘনে, সুরেন্দ্র নিজের করপুটে
ধরিয়া জয়ের মন্দার মালা ; তিলক হস্তে দীপালী ধরি'
গাহিতে গাহিতে দুন্দুভি সাথে রায় দ্বিজেন্দ্র কণ্ঠ-ভরি',—
স'দেশবন্ধু' গোখেল আসিল বন্দনা তব করিবে বলে' ;
কাঁদিবনা আর তোমার প্রয়াণে ; যাও রূঢ় ধরা ত্যজি' গো চলে'
মোরা ফুলে ফুলে সাগরের কূলে বিষাদের মূলে তোমার গান
গাহিব গো মরি' চিরদিন ধরি' স্মৃতি বুকে করি' হে মহাপ্রাণ
৭-২-২৯ ইং ৩৯, মাণিকতলা ।

উদ্দীপনী

হে খেয়ালী ! ধর তব বীণ !—
যবে ধরিত্রীর কোলে সুপ্তি-বিভীষিকা
বিশ্ব-লোকে করে সংজ্ঞাহীন ।

ত্রিদিবের সুষমা না চুমি'—
উর্ব্বশী রূপিনী তুমি কভু বীণাপাণী,
মোর গুপ্ত কল্পনার ধ্যান-নেত্র খানি
উদ্ভাসিয়া ক্ষণে ক্ষণে ওঠ নিরালায়
বীণামন্দ্রে বিকম্পিয়া ভূমি।

তন্ত্রী সাথে ধর তুমি তান—
আপন নিভৃত গেহে সাধনায় রত ;—
কণ্ঠ হতে শুনি নাই গান।

কর্ম্মক্লান্তি নিমেষে বিনাশি'—
পীড়িত শিথিল তনু বিশ্রামের লাগি'
লুটাইতে চায় যবে মোর—তুমি জাগি'
তমসার কোলে, ধরি'.লাবণ্য-দেউটি,
ক্ষণপ্রভা সম ওঠ ভাসি'।

হে মানবী! কি সে তব আশা!
যার লাগি' দু'টি যুগ আপনার মাঝে
করিয়াছ রুদ্ধ ভালবাসা!

কতদিন বুঝি বেদনায়—
রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার ভারে গুমরিয়া মরি',
উদ্ধত কোমল অঙ্গ ঐ তনু 'পরি
ব্রীড়াভরে অবনত হইয়াছে আজ,
জাগাইতে শত করুণায়।

অগণিত নারী-মূর্ত্তি মাঝে—
আমার নিভৃত ধ্যানে তোমারই ছবিটি
জেগে ওঠে উদ্দীপনা-সাজে।

হেরি' কভু তোমায় নির্জ্জনে—
শিল্পকর্ম্ম-কলাবিদ্যা-সাধনা-নিরত,
কিম্বা ধ্যানে আত্মহারা, অধ্যয়নে রত—
পাছে ভাঙ্গে তব ধ্যান মোর দৃষ্টি লাগি',
সরে' আসি আপনার মনে।

রহ নিত্য আছ যেই দূরে!
তোমার মাধুরী শুধু নারীত্ব-মহিমা
মোর নেত্রে দিক সদা পূরে।

আমি রহি' দূরে চিরন্তন—
বারিধির ব্যবধান উভয়ের মাঝে
হেরি' যেন, দীর্ঘ মোর কর্ম্মক্লান্ত সাঁঝে—
কাব্য-কুঞ্জে নিরালায় তব বীণাতান
শুনি' ভুলি মধুপ-গুঞ্জন।

* * *

হে সুন্দরী! রূঢ় এ-ধরণী!
আপনারই ল'য়ে সবে করে ছুটাছুটি,
চারিদিকে স্বার্থেরই স্বনন-ই।

হেথা শুধু ঘোর কোলাহলে—
প্রদীপ্ত স্বার্থের ঘন অস্ত্রের ঝন্ ঝন্—
দেয় ঢাকি' কত শত ব্যথিত ক্রন্দন !
তোমা সম নিশিদিন কত সাধকের
ভাঙ্গে ধ্যান এই ধরাতলে।

জীবনের মহাসিন্ধু-তীরে—
বৃথা শুধু অতীত যে মোরও দু'টি যুগ !
তাই ব্যথা চিত্ত ফেলে ঘিরে !

আপনার স্বার্থ অন্বেষণে—
বৃথা নারী শান্তি-আশা ! হতাশা কেবল
ব্যথা-বাণে ঢালে চিত্তে শুধু হলাহল !
সুখ-আশা যার মূর্ত্তি গড়ি' চিত্তাসনে,
পশে না সে কভু সে-আসনে !

অপরের রুদ্ধ মনোবনে—
প্রবেশে না কেহ সখি ! শুধু কবিকুল
রহে সেথা মর্ম্মের গুঞ্জনে।

এ বিশ্বের যাতনা ক্রন্দন—
কবিচিত্তে নিশিদিন বিচিত্র ব্যথায়
উঠে জাগি' ফুটিবারে পীড়িত কথায় ;
স্বার্থহীন আত্মভোলা কবি বেদনায়
ক্ষুব্ধ, হেরি' ব্যথিত-স্পন্দন।

*　　*　　*

হে সুন্দরী! ভাবুকের প্রাণে—
কল্পিত-দেবতা-আশে তব যে-সাধনা—
জেগে ওঠে সকরুণ তানে!

হয়ত বা কত দীর্ঘ দিন—
যে-মানব-চিত্র তুমি নানা তুলিকায়
রুদ্ধ কক্ষে আঁকিয়াছ ব্যর্থ প্রতীক্ষায়,
অপ্রাপ্য বুঝিয়া তারে মানবের মাঝে—
ব্যথাভরে বাজায়েছ বীণ।

পূজারিণী! যদি প্রতিদান
পূজা করি' চাও এই দেবতার কাছে—
হতাশায় হ'বে ম্রিয়মান।

যদি পার হ[illegible]ীন—
জীবনের যত সাধ, মাধুরী-ভূষণে
অর্ঘ্য ক'রে দিতে ঢালি' দেবতা চরণে
বিলাস-বাসনা সাথে,—তবে ও-সাধনে
প্রণয়ীর চিত্ত হ'বে লীন।

এ নহে গো প্রণয়ের গান:
তাই ভাবি' ভুল করি' ভাঙ্গিও না মোর
কল্পনার মাঝে বড় ধ্যান!

যে-দেবতা-গৃহছাড়া আমি—
নিরুপায় ক্ষুব্ধ আজ, তাহারই আবাসে
হেরি' তোমা পূজারিণী জীবিকার আশে,
অতীতের মধু স্মৃতি সাথে এ-বেলায়
আপনার ব'লে তোমা মানি।

বলি তাই কেন বৃথা দিন
কাটাবে মানবে পূজি', সুখের পিয়াসী!
সুখ হ'বে হতাশায় ক্ষীণ!

তার চেয়ে নিভৃত নির্জ্জনে—
চঞ্চলিত ধরণীর সুখ-দুঃখ দিয়া,
নিত্য যাহা, ধ্বংসহারা—তার সুধা পিয়া,
মৃত্যুর কবল হ'তে মৃত্যুহীন প্রাণ
কেড়ে নাও, শুভ এ লগনে।

* * *

ধীরে সখি! কাল যায় চলে'!
দু'এর দেবতা কাছে কিবা চিহ্ন রাখি'
যাবে শেষে দাও মোরে বলে'!

মানবের, মূর্ত্তি পূজারিণী!
মানস-আসন হ'তে চূর্ণ করি' দূরে
দাও ফেলে! ধর বীণা, অভিনব সুরে

ঝঙ্কারি' অশেষ তান বাণীর মন্দিরে ;
বিকম্পিত হোক এ-ধরণী।

ক্ষুদ্র কোণে আমি কবি দীন—
বাণীর সেবার আশে মন্দির-বাহিরে,
যাপিতেছি বাকী ক'টা দিন।

হে মানবী! সাধনার সাথী!
বিধ্বনিত কর বিশ্ব দেবতার গানে
বীণার লহরে! আমি কণ্ঠে সেই তানে
গাহি' গান দূরে, বসি' দেবতার ধ্যানে,
যাপি ক্ষুদ্র সাধনার রাতি।

কলিকাতা
মাঘ—১৩৩৭

শারদোৎসব

(১)

প্রাবৃট্-ধারার কণ্ঠ নিরোধি' বিরাট আগুন-মন্ত্র-বলে,
ঘোর তমসার মুখোস খুলে কে দিল আজ আকাশ-তলে!
জলকল্লোল ঝঙ্কার রোল স্তব্ধ—নিনাদ জলদ-জালে ;
বিশ্ব হিয়ার মুক্ত দুয়ার দীপ্ত কাহার দীপ্তি-ভালে!
নভোমুখে আজ কে দিল বুলায়ে ঘনতম ঘোর বরণ খুলি'—
নীল সাগরের নীল বক্ষের নীল বরণেরই নীলিমা-তুলি!

ক্ষীর-সাগরের অমিয় উৎস ছুটালে কে আজ বিশ্বময় !
দূরের প্রবাসী রুদ্ধ কারায় নির্ঘোষে আজ কাহার জয় !
সপ্ত জলধি পারে বন্ধুর সপ্ত দেশের অমিয়-সুধা
পান করি' আজ হয়না তৃপ্তি, জাগে এ-দেশের স্মৃতির ক্ষুধা !

(২)

সত্য যুগের নৃপতি সুরথ করিল প্রথমে যাঁহার পূজা,
কলিযুগে আজ এ মোর বঙ্গে আসিছেন দেশে সে-দশভূজা।
বরষে বরষে কি মহা হরষে, ল'য়ে করে তব করুণা-বারি
আগমন তব বিশ্ব জননী ঘুচাতে বিশ্ব-দুঃখ-ভার-ই !
ত্রেতাযুগে যাঁর আরাধনা করি' দশানন হ'ল ইন্দ্রজেতা—
সেই দশানন নিধন মানসে নর-বানরের হইয়া নেতা,
অকালবোধন করিল যাঁহার সীতা-উদ্ধারে রাঘব বীর ;
উদ্যত হ'ল বিদ্ধ করিতে পদ্ম-নয়ন জুড়িয়া তীর,—
যবে অর্ঘ্যের গোনা শতদল লুকাইলে দেবি ! নিজের হাতে ;—
এস আজ সেই রক্ষঃপালিনী রক্ষোদলনী নবীন প্রাতে !

(৩)

এস এ-বঙ্গে করি' ও-সঙ্গে সাঙ্গ পাঙ্গ যত তব ;
জাগাও ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ে রক্ত দেহের নব নব ।
সরোজ-আসনা কমলা লইয়া চিরপূর্ণ-সে রত্ন-ঝুরি,
বিলাক রত্ন দীন সন্তানে তাদের শূন্য পাত্র পূরি' ।
হংসবাহিনী শ্বেতাঙ্গিনী—হস্তে যাঁহার শোভে বীণা,
কণ্ঠে যাঁহার বেদ-বেদান্ত, বদনে দিব্য মধুরিমা—

তাঁর কণ্ঠের সুধা নির্ঝর, জ্ঞান-দীপ্তির অরুণ-ভাতি—
পূর্ণ করুক শূন্য হৃদয়, ঘুচুক অজ্ঞানতার রাতি।
বীর কার্ত্তিক ষড়ানন তব শিখাক সবারে সমর-রীতি,
সিদ্ধিপাত্র ল'য়ে গজানন গণেশ বিলাক সিদ্ধি নিতি

(৪)

প্রাচীন তোমার জন্মের কথা !—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কালে—
শক্তি তোমার স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিচ্ছুরি' দূর জলদ-জালে !
সৃষ্টির আদি তোমার সৃষ্টি, প্রলয় তোমার মুঠার তলে,
ত্রিভুবনজয়ী হ'ল সুরাসুর তোমার অমোঘ শক্তিবলে।
এক হাতে তব সৃজন-পালন, অপর হস্তে বিনাশী শূল ;
কখনো অভয়দাত্রী তুমি গো ! কভু ভৈরবী ভয়ের মূল।
একবার তুমি ভুবনবিজয়ী করিলে যাদের দানিয়া বর,
আর বার যে গো নাশিলে তাদের যবে তারা অরি ভয়ঙ্কর
দুজ্ঞেয় তব মনস্তত্ত্ব, অজ্ঞান সবে তোমার জ্ঞানে ;
বিজ্ঞানও আজও অজ্ঞান,দেবি ! বিশ্লেষে তব কিছুনা জানে !

(৫)

কম্বুধ্বনি শোনাও তোমার অম্বুনিধির আলোড়ি' বারি !
কম্পিত হোক্ গর্জ্জনে তব বর্জ্জনে সব কলুষ-দ্বার-ই।
নিদ্রিত জনে জাগ্রত কর পিনাক-মন্ত্রে 'করুণ্-ময়ি !'
স্পন্দিত কর, নন্দিত কর, সন্তানে ক'র ভুবন্-জয়ী।
অলক তোমার ভূলোক-ভূমে দ্যুলোক চুমে পড়ুক ছড়ি,'
অনল তোমার বিলোল করুক অনিল-সলিল ভুবন ভরি' ;

কিরীট-দ্যুতি অনলরূপী-জ্বলুক তোমার দ্যুনিশ হেথায়,
দেখাও তোমার বাহুর তরাস তোমার রিপুর আভাব যেথায়
সৃজন-পালন-জীবন-মরণ—তোমার ভাষণ—জানাও ভবে ;
একক্ কর পৃথক জনে, শত্রু যারা মোদের সবে !

(৬)

ছড়াও বঙ্গে করুণা-ভঙ্গে তোমার আগমনের গীতি,
উড়াও কেতন, জাগুক চেতন, জাগুক পরস্পরের প্রীতি ;
চিকুর তোমার দোদুল দোলে উড়ুক প্রতি গৃহের চূড়ে,
তাহার বায় লাগুক গায়, আময়-অরি রহুক দূরে।
তোমার হাস্যে সবার আস্যে হর্ষের বিভা উঠুক ফুটি',
কলুষ-লিপ্ত হোক্ এ-চিত্ত পুণ্য তোমার চরণে লুটি' ;
হতাশা-বিদ্ধ হৃদয়ে জাগুক আশা-'জৌনপুরী'র তান,
ভুবন ভরিয়া তোমায় বরিয়া গাহিব সবাই তোমার গান।
তোমার করুণা-অমিয়-বরষা ঢালো এ শীর্ষে নূতন করি' ;
ল'য়ে চল তুমি বিশ্ব জননি ! জীবন-তরণী পুণ্যে ভরি' !

৩৯, মাণিকতলা।
১৩৩৭।

———

মুক্তির অভিযান *

(১)

ঘন ঘোর রোলে মথিত করিয়া
সুনীল-সিন্ধু-বারি,
কাঁপায়ে সঘনে দিগঙ্গনা যত
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী—
প্রলয় কালের মহেশের মহা-
বিষাণের ঘোর সুরে,
ভৈরব রাগে কম্বু-নিনাদে
জয় যাত্রায় দূরে—
ভারতের কোন্ প্রান্ত হইতে
ল'য়ে গুটি কত সেনা,
চলেছেন যেই ভীষণ আহবে—
ছিল না সবার চেনা।
এ তো নহে তাঁর রাজ্যজয়ের
জিঘাংসার হেতু রণ,
এ যে মানবের অধিকার তরে
চির সঙ্গত রণ।

* ১৩৩৬ সালের চৈত্র মাসের 'শক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত। এই গ্রন্থে কবিতাটির কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এ তো নহে হেথা ধন-লালসায়
নীচ বিজেতার মত—
ঘৃণ্য সমর-ব্যবসা এঁদের
নরহত্যায় শত।
এ যে ভারতের আদিকাল হ'তে
জননীর অধিকার
চির বাঞ্ছিত ;—হ'য়ে লাঞ্ছিত
বঞ্চিত যদি আর,—
ছাড়েনি কখনো, ছাড়িবে না কভু
জননীর যাহা দান ;—
বন্ধন-ভয়, হত্যা-ভয়েও
তুচ্ছ করিয়া
চলেছে ক্ষুদ্র ভারত সৈন্য
মুক্তির অভিযানে ;
সাথে ল'য়ে শুধু সিদ্ধির তরে
আত্ম-জীবন-দানে।

(২)

এ যেন সে-কোন্ দূর দ্বাপরেতে
ধর্ম্মস্থাপনা হেতু,—
নর-যোনি হ'তে জন্ম লভিয়া,
বাঁধিতে সত্য-সেতু—

বিশ্বপিতার অংশ ধরিয়া,
অধর্ম্মেরে বিনাশিতে ;
যদুপতি সম অবতার রূপে
'মহাত্মা' অভয় চিতে—
ক্ষুদ্র ভারত-পাণ্ডব-সেনা-
পক্ষ লইয়া আজ
কৌরব-রণে গৌরব সনে,
সত্যের রণ-সাজ
পরিয়া, ভারত-কুরুক্ষেত্রে
সত্যের অধিকারে—
চলেছেন ক'টী সৈন্য লইয়া
মুক্তির নদীপারে !

(৩)

ওরে দেশবাসি ! ওরে ভারতের
কোটি কোটি সন্তান !
ভুলে গেলি কি রে জননীর ক্লেশ,
জননীর আহ্বান ?
ভুলেছিস্ কি রে যাহা আঁখিনীরে
জননী ভিখারী সম
তোদের দুয়ারে মাগিছে ভিক্ষা ?
—তবুও নীরব হেন ?

চেয়ে দ্যাখ্ ঐ সজল নয়নে
কী বেদনা আছে আঁকা ;
দ্যাখ্ চেয়ে আজ, আছে মার হাতে
শুধু দুই গাছি শাঁখা !
কোথা আজ তাঁর সে-হেম-কিরীট,
কোথা তাঁর মণিমালা !
কোথা গেল তাঁর রত্নের ডালা,
চারিদিক করি' আলা !
কে হরিল মার চির আদরের
জ্যোছনার মত হাসি !
জননী আমার রাজরাণী হ'তে
হ'য়েছে আজি রে দাসী !
এ-দুঃখ তোরা কেমনে সহিস্ ?
সহে না যে দুঃখ প্রাণে !
ভেঙ্গে ফেল্ তোরা অর্গল আজ,
ছুটে চ মায়ের পানে।
চেয়ে দ্যাখ্ ঐ বদন-কমল !—
অমল-অরুণ-রাগে
দীপ্ত হ'ত যা মধুর হাস্যে,—
আজ তাহা নাহি জাগে !
এ দেখেও কি রে সুপ্ত থাকিবি,
লুপ্ত করিবি জ্ঞান ?

আকাশ-কুসুম কল্পনা করি'
সহিবি দুঃখ-বাণ ?
যাপিবি কি কাল চিরদিন তরে
মিথ্যা আশারে ধরি' ?
সে তো নহে আশা !—ঘোর মরীচিকা—
মিথ্যা ভয়ঙ্করী !
ছুটিলি ত তোরা এই আশা ল'য়ে
এতদিন ধরি' শুধু ;
পেলি কি তা হ'তে আজও কিছু তোরা
গরলের মাঝে মধু ?
মিথ্যা, মিথ্যা ! প্রবঞ্চনা শুধু ।
জগতেরই এই রীতি—
পরের করুণা-আশায় থাকিলে
মৃত্যু যে হয় নিতি !

(৪)

বহুদিন তোরা স্বপনের ঘোরে
অচেতন হ'য়ে পড়ে'.
সত্যের আলো চোখ হ'তে তোরা
রাখিলি লুপ্ত করে' ।
আজি ছাখ্ চেয়ে ! ভারত গগনে
'গান্ধী'-অরুণ-আলো—

ছোটে দিকে দিকে বিদূরিত করি'
মিথ্যা আশার আলো।
জাগ্ জাগ্ তোরা! চল্ ছুটে ত্বরা
সেই সে আলোক পানে!
জাগা রে তোদের লুপ্ত চেতনা,
সুপ্ত ধমনি প্রাণে!
মনে কর্ ওরে! মনে কর্ তোরা,
মূষিক যে নোস্ তোরা!
শিবাজী-প্রতাপ-প্রতাপাদিত্য-
অহল্যাবাঈ ও তারা—
তোদেরই জন্মভূমিতে হেথায়
অতীতের পূত কোলে—
জন্মেছিল যে তারাই, যাদের
আজও স্মৃতিটী জ্বলে।
তাদের গরিমা, বীরত্ব, শক্তি,
আত্ম-বিসর্জ্জন—
জাগা রে আজি রে শিরায় শিরায়
একতা করিয়া পণ।
সত্যের রণে ভয় হয় কেন?
শঙ্কা কেন রে মনে?
জয় পরাজয় আছেই যুদ্ধে
প্রাণ দান সেই সনে।

* * *

ওরে ওরে ঐ ! বাজিল ডঙ্কা,
গর্জ্জি' উঠিল ভেরি
বিষাণ-বাদনে ভারত-সেনানী
ছুটিছে নাই রে দেরী !
ভেঙ্গে ফেল্ ওরে ! ভেঙ্গে ফেল্ তোরা
মিথ্যা স্বপ্ন-আশা ?
জাগা রে আজিকে জাতিভেদ ভুলি'
ভা'য়ে ভা'য়ে ভালবাসা।
ফেলে দে রে তোর ধার-করা বেশ,
চিরঅরি বিলাসিতা ;
রণ-সাজে সাজি' বুকে ধর্ তোরা,
একতা-পরম মিতা ;
জননীর শত আশীষের ধারা
ল'য়ে হ রে আগুয়ান,—
যেথায় সত্য, যেথায় ধর্ম্ম,
মুক্তির অভিযান।

———

কলিকাতা
চৈত্র—১৩৩৬

মৃণাল-বরণে *

নিদাঘের রূঢ় তাণ্ডব লীলা দণ্ডক বনে রাঘব প্রায়
সয়েছি যে মোরা তিনটি বরষ, প্রবাসী গো! তব প্রতীক্ষায়।
গেছে কত দিন সুদূরের প্রিয়! অদূরের প্রিয়-মিলন-আশে!
হাসি-কান্নায় ম্রিয়মানপ্রায় বৃদ্ধা জননী দীর্ঘ শ্বাসে—
ক্ষুদ্র-নিজের গৃহ কোণে বসি' আশা-লতাটিরে জড়ায়ে ধরি'
রহিয়াছে আজও প্রিয় প্রবাসীর গৃহ-আগমন লক্ষ্য করি'।

কত বারিধির ব্যবধান পারে ইহ জীবনের হে প্রিয় সাথী!
জল-কল্লোলে দূর কূলে কূলে যাপিয়াছ কত দীর্ঘ রাতি!
নব বিবাহের মিলন-মালিকা তরুণী-বধূর কণ্ঠে সঁপি,'
না শুকাতে মালা, বরণের ডালা বারেক পরশি' কী নাম যপি'—
গেলে চলি' তুমি কর্ম্মের ডাকে, মর্ম্মের মাঝে কুলিশ হানি',
না হ'তে প্রভাতি বাসরের রাতি, না ফুটিতে মুখে প্রিয়ার বাণী!

হাজার যোজন দূর গৃহ মাঝে প্রিয়ের স্মৃতিটি বক্ষে রেখে,
সতী-সাবিত্রী-চিন্তার মত বিরহের শত যাতনা ঢেকে—
বুঝিবে কি প্রিয়! পরিণীতা স্বীয় বধূটি কতই দিবস নিশা
যাপিয়াছে হেথা, সুদূরের বঁধু!—মিলনের মধু-পানের তৃষা

---

*মাতুল শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি মজুমদার বি, এ,—'ষ্টেটস্ স্কলারশিপ' পাইয়া মুদ্রাঙ্কন বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিবেন।—গ্রঃ কাঃ

জাগে যে-ক্ষুদ্র-পরাণ-বিবরে, যশোগৌরব-মানাধিকারী !
কি বুঝিবে হায় ! সে-কী বেদনায় পীড়িত কোমল হৃদয় তারই !

ওগো ! গৃহমুখী পরবাসী জন ! কি-শুভ লগন ভিখারী দ্বারে !—
শত ঝঙ্কায় ম্রিয়মানপ্রায় এ-হৃদি-গুহায় আজিকে কারে
বন্দিতে গানে অভিনব তানে—গোপন দুয়ার মুক্ত করে—
আঁধার-রুদ্ধ, হতাশা-বুদ্ধ, চির নিরুদ্ধ—হর্ষ ভরে !

আজ দূরে দূরে কোথা কোন্ পুরে বিরহের মাঝে মিলন-গান
জাগিয়া উঠিছে ভগিনীর প্রাণে, ডাকিছে সেথা কি হরষ-বান !
আজ নিদাঘের তপ্ত সৌর্য্য হৃদয়ের নব আশার গানে
নূতন বীর্য্যে না করি' গ্রাহ্য রাজ্যজয়ের বারতা আনে !
সম্মুখে আসে প্রাবৃটের ধারা, জলদমন্দ্রে ডাকিবে ব'লে
কোন্ সুদূরের স্বদেশ-বঁধুরে ফিরিবারে স্বীয় জননী-কোলে !
এস এস ওগো ! কর্ম্মী ! সুহৃদ্ ! দেশ-মাতৃকার সুসন্তান !
বিশ্বের নব মণি-মাণিক্যে মাতায় বন্দি' রাখ গো মান !
প্রবাসের কোলে বেদনার জলে যাপিয়াছ দিন যে-ক্লেশ বরি'
মণ্ডিত হোক সফলতা-সাজে, পূর্ণ তা হোক্ স্বদেশ ভরি'।

* * * *

আসিবে যখন দেশের বক্ষে, পড়িবে চক্ষে নবীন কত
মানব-প্রকৃতি-দৃশ্য তোমার—হ'বে যা দুঃখ, হর্ষ তত ।—
যেথা একদিন কোনও নবীন তব গেহ 'পরে বেঁধেছে বাসা,
দিয়াছে যাতনা কত না হৃদয়ে, ব্যর্থ করেছে কত না আশা—

বহুদিন পরে ফিরি' সেই ঘরে দেখিবে তাহার ভেঙ্গেছে ঘর ;
ব্যবধান কত প'ড়ে গেছে ওগো !—বৃথা বলা—তার কি আছে দর
তবু যদি চাও স্মৃতিটি তাহার. দেখিবে ত্যক্ত আঁধার কোণে—
তব গৃহ মাঝে আজও পড়ে আছে—ছিন্ন পত্র লেখনী সনে !

※ ※ ※ ※

এস গো জননী ! এস মাতুলানী ! শ্বশ্রূরে তব সঙ্গে করি' !
আয় লো ভগিনী ! পল্লীবাসিনী ! বরণের ডালা শিরেতে ধরি' !
বহুদিন পরে ফিরিল কে ঘরে ! দীর্ঘ প্রবাস-বাসের পরে !
· বালা ! বরণের ডালা ! প্রসূনের মালা আন্ রে ঘরে !
কোথা গো অজানা ! গুপ্ত-বাসনা-বেত্তা ! চিত্ত-বেদনা-হারী !
আশীষের ধারা শ্রাবণের পারা ঢালো শিরে—ফিরে এল যে,
তারই !

মাণিকতলা।—বৈশাখ, ১৩৩৭।

বিরহী

এল যে কত ঋতু নীরবে হায় !
গেল যে চ'লে তারা ; ফিরি' না চায় !
কি যেন করিবারে
বৃথা কি ধ্যিবারে
সাধনা-রত-যোগী সমান হায় !
বসিয়া দেখি—কত বরষ যায়।

আকাশে আলো দেখি, বাতাসে ভাসে
সুরভি ফুল-বাস ফাগুন মাসে ;
নিশীথে নীল কোলে
কত যে আঁখি জ্বলে !
আমার আশা ব'লে হৃদি-আকাশে
জ্বলে না কোনো তারা—নেভে বাতাসে !

পবন-স্বন্-স্বনে নিভৃত রাতে
একেলা ব'সে থাকি ; আঁখির পাতে
আসে না ঘুম ঘোর
কি ভাবে কি-বিভোর !
কেমনে হ'ল ভোর বুঝি না প্রাতে ;
ভুলি যে কি-ভাবিনু অতীত রাতে !

দূরের পথ-পারে ভগ্ন গেহ
আঁখিতে সদা ভাসে ! ভগ্ন দেহ
হয়েছে বারে বারে,
খুঁজিয়া আঁখিধারে
ভগ্ন গেহে কারে—জানে না কেহ !
নাই কি তবু স্মৃতি, নাই কি স্নেহ ?

ব'সে আছি একলাটি, গভীর রাতি !
নিভিয়াছে গেহে গেহে সাঁঝের বাতি !

সুখেরই সুধা আশে
স্বজন-প্রিয়-পাশে
আপন গেহাবাসে সবাই সাথী।
অতীত স্মৃতি শুধু আমার সাথী!

পড়িছে আজ মনে কত না কথা!
নিভৃত পুরে মোর সে-যে কি-ব্যথা!
তবু যে তব তরে
সহিয়া ক্লেশ ভরে
বলিনি কভু কিছু, সলাজ লতা!
ব্যাকুল যদি, তবু জানিনি কথা।

আমারই কথা নিয়ে দিবস যামী
ভেবেছ কিনা তুমি, জানিনা আমি।
নীরবে ভালবাসা;
পুষিনি হেন আশা—
জানিব তব ভাবা যাহাতে আমি;
জানিনি তাই সখি! মরম খানি।

* * *

প্রাবৃটে খরধারা যবে লো ঝরে
জলদে ঘেরি' নভঃ মাটির পরে—
কিসেরই স্পন্দনে
এ-হৃদি-নন্দনে

নিভৃত ক্রন্দনে কি যেন ভরে !
মলিন স্মৃতি কার মনেতে পড়ে !

শারদ কালে যবে আকাশ খোলা,—
অরুণ-সম্পাতে দীপ্তি দোলা—
প্রিয়ার হৃদি' পরে
ভূমিতে ঢলি' পড়ে
আমার চোখে ওড়ে—বাতাসে দোল।
নীল শাড়ী কোথা কারই—মিছে তা' বলা !

কেটেছে কত দিন দীর্ঘ বেলা—
নীরবে মাঠে ঘাটে করিয়া হেলা !
কিসেরই পথ চেয়ে
জীবন-এ যাই বেয়ে
কভু না দেখ চেয়ে, আছি একেলা।
ভেঙ্গেছে আশা-ঘর, ভেঙ্গেছে মেলা।

চাইনি কিছু আমি তোমারই পাশে,
স্মৃতি-ও ধরি' তাই রহি প্রবাসে।
চেয়েছি শুধু দেখা,—
যদিও একা একা
থাকিব ; আর আশা কভু না ভাসে
নিভৃত সরসীতে, দীরঘ শ্বাসে।

*　　　*　　　*

সুদূর পথ বাহি' অতীত কালে—
যে-আশে দিনমণি বরিয়া ভালে,
　　চলিয়া বেলা শেষে
　　তোমারই দ্বারদেশে
আসিনু সেইদিন আরতি কালে,—
হায় লো! ছিঁড়িলে সে আশারই জালে!

পড়ে কি মনে কিছু করুণাহীনা?
বারেক আঁখি-পথে আসিলে কি না?
　　মরিনু পথে চ'লে,—
　　নীরবে আঁখিজলে
ভাসিনু, কি-যে ব'লে আজি জানিনা!
ভাবিনু, এই তুমি সে-তুমি কিনা!

যাইনি মোর তরে দেখিতে তোমা।—
যে-দুখে ছিলে তুমি অজানা ত না!
　　বাড়াতে উপহাসে
　　দুখেতে, তব পাশে
যাইনি কোনোদিনই,—হায় রে কানা!
ব্যকুল আঁখি তা'ও মানে না মানা!

ফিরিনু সেই রাতে হতাশ মনে।
বেদনা-বিজড়িত বিদায় ক্ষণে—

সভয়ে আঁখি জল
শুকাল ; কোলাহল
থামিল বনপথে, আরতি সনে !
নিবিড় তমসায় পড়িনু বনে !

* * *

ধূ-ধূ—ধূ করে মাঠ নিভৃত দেশে !
মিশিতে চায় কোন্ নীলিমা-শেষে।
পড়েছে মাঝ পথে
জলধি,—কোনো মতে
সীমার দেশে বুঝি পাবেনা এসে
মিলিতে সেথা—প্রাণ যেথায় মেসে !

গোপনে ব্যথা যার দেহের ভারে,
মথিত আশা-লতা. ফিরালে যারে ;
বৃথা কি ভাসা-ভাসা
তা'র এ-ভালবাসা ?
লুকাল যেই চির নয়ন-ধারে
কামনা শুভ তব বেদনা-ভারে !

রূপজ ভালবাসা এ বাসা
দীর্ঘ এ-বিরহে তা হ'লে ক্ষয়
হ'ত যে বহু আগে !
তাই ত আজও জাগে—

বেদনা-বিজড়িত-জীবন ময়—
মধুর ও-স্মৃতি—যার হ'বে না লয় !

জানিনা—ভালবাসা এ-বাসা কিনা—
দেহের সাথে যার কিছু রাখি না।
বুঝিনা, যদি থাকে—
দেহের মাঝে যাকে
হৃদয় বলি' ডাকে—যাহা দেখিনা,
তা'রে কি ভালবেসে ভোলা বাসি না ?

অতীত কথা নিয়ে কি আছে ফল !
তাহারে স্মরি' আসে নয়নে জল !
চাহি না বলিবারে
আমি যে বারিধারে
তোমারই যাতনারে সহি অবিকল !—
একথা ভুলো, যদি চোখে আসে জল।

* * *

জীবন-বেলা ক্রমে আসিছে প'ড়ে !
তটিনী ধায় যথা জলধি' পরে—
বহিয়া ধীরে ধীরে
এ আয়ুঃ তমঃ তীরে-
ছুটিছে নিশিদিন তেমনি ক'রে !
রুধিতে নারি হায় ! তাহারে ধ'রে !

দেখিতে মোরে যদি বারেক প্রিয়ে!
বাসনা কোনো দিন হরষ নিয়ে
জাগে ও-হৃদি মাঝে,
তবে লো মোর কাছে
আসিও; যদি বাজে ব্যথা ও-হিয়ে,
এসনা, থেকো সুখে না দেখা দিয়ে!

আসিতে চাও যদি, এসনা তবে
দীর্ঘকাল পরে—এ আঁখি যবে
হ'বে লো জ্যোতিহীন;
আঁখির কোলে লীন
নয়ন তারা হ'বে হুতাশে যবে;
এস না তবে সখি,—দেখা না হ'বে!

* * *

হয়ত একদিন বিজন তীরে—
গভীর জল-কল ফেলিবে ঘিরে
এ দেহ; চারি পাশে
যবে লো! হু হু শ্বাসে
অনল জ্বলিবে এ পলিত শিরে;—
আসিবে তুমি সখি! যাবে লো ফিরে।

৩৯, মাণিকতলা—কলিকাতা; ১৩৩১

গঙ্গেশপ্রসাদ

কোটি-জন-সিন্ধু-মাঝে প্রজ্জ্বালিত দীপালোক সম
মোর নেত্রে ভাসো সদা ঊর্দ্ধশীর্ষ, হে আদর্শ মম !
দিশাহারা কল্লোলিত স্পন্দমান কুটিল অর্ণবে
দেখাইছ দিব্যআলো—ইতস্ততঃ ভ্রামামান যবে
তরুণ-জীবন-তরী লক্ষ্যহারা জলধির বুকে ;
গর্জ্জে যবে কাল-উর্ম্মি যৌবনের সর্ব্বগ্রাসী মুখে ।
তব আলো-দিব্য-ধারা নিত্য মোরে করাইছে স্নান ;
জাগাইছে নিত্য প্রাণে পুণ্য-ভক্তি-প্রীতি-মধুগান ।
কণ্ঠে তব বিরাজিছে মিলনের ব্যাকুলিত ভাষা ;
তিমির-নৈরাশ্যে মোর জ্বালাইছ দীপ্ত আলো—আশা ।
নিজ সুখ-ভোগ হ'তে আপনারে সবলে ছিনিয়া,
পবিত্র পরের হিতে অকুণ্ঠিত বাসনা জিনিয়া—
ঢালিতেছ রক্ত-সুধা, তৃপ্ত তাহে শত্রু মিত্র তব !
বৃশ্চিক-দংশন-রূপী জ্বালাময় দুঃখ নব নব—
সহিয়া ব্যথিত প্রাণ, তবু স্মিত হাস্য ও-বদনে ;
নির্ম্মম অভাব-অস্ত্রে ক্ষত অঙ্গ,—থাকে না তা' মনে !

ঘূর্ণমান ভাগ্যচক্রে ছিন্ন তব আশা-পল্লবিনী ;
উচ্চশিক্ষা-দীক্ষা লভি' তৃণ সম মিত্য নিজে গণি',
অভিমান-গর্ব্বহীন, দেখাইছ উচ্চ তব হৃদি ;
সরল মধুর বাক্যে, আচরণে শত্রু-মিত্র-প্রীতি—

লভি' নিত্য, ক্ষুব্ধ চিতে জাগাইছ শান্তি-প্রস্রবণ ;
প্রৌঢ়ত্ব ঘনায়ে এল ; ভীষ্মসম তবু হৃষ্টমন,—
ধরিয়া কৌমার্য্য-ব্রত সংসারের হিতকল্পে তুমি
কাটাইছ কাল তাতঃ ! হে অগ্রজ ! তব পদ চুমি !
জন্মেছিলে মোর পূর্ব্বে উচ্চগেহে সুখ-শান্তি-মাঝে
তরুণী-জননী-গর্ভে ;—সযত্ন-পালিত কোন্ সাঁঝে
ছিল তনু বাল্যকালে, অস্থি-মজ্জা সুখ-যত্নে গড়া ;
কোমল নবনী সম ছিল আগে দেহে কান্তি ভরা !
আজি দেখি হায় তাতঃ ! গেছে চলি' সে কান্তি মঞ্জুল
বিদীর্ণ হৃদয় তব ; শত ক্লেশ ঝঞ্ঝায় চঞ্চল
জীবনের আশা-পত্র ; অকুণ্ঠিত তবু অচঞ্চল—
বিধবা-জননী, ভগ্নি, কনিষ্ঠের ভাবিছ মঙ্গল।

* * * *

আজি...কত বন্ধুভ্রাতৃ-ভগ্নিহারা, পিতৃহীন শেষে !
তবু তাতঃ ! শান্তি পাই নিরালায় ভাবি'—ভালবেসে,
অকৃতজ্ঞ মায়াহীন, অবাধ্য এ নির্দ্দয় অনুজে—
ভ্রাতৃপ্রাণ অবতার দাশরথি সম রণ যুঝে—
নহ ক্লান্ত তুমি কভু ; শুধু ক্লান্ত দুঃখ-শক্তি-শেলে
আহত দেখিয়া মোরে,—যবে দাও স্বার্থে দূরে ফেলে।
পিতার যা কিছু কাজ পুত্র হ'য়ে আপন ইচ্ছায়
বরিয়া লয়েছ শিরে, সুসন্তান ! কী সত্য-সন্ধায় !

সংসারের হিত কল্পে কোন্ দূর প্রবাসে রহিয়া,
শিক্ষকের সাধু কার্য্যে দীন ভাবে দিয়াছ সঁপিয়া—
কায়মনো-বাক্য তব ; সহোদর অনুজের মত
শিক্ষাগেহে ছাত্রগণে প্রীতি-সুধা দাও অবিরত।
ঘোর-বাত্যা-বিক্ষোভিত অন্ধকার বারিধির মাঝে—
কৃতপুণ্যে স্বীয় পথ নিরাপদ করিতেছ কাজে !
মহাশান্তি বিরাজিছে উদার ও-হৃদয়ের তলে ;—
অকর্ম্মণ্য স্নেহহীন আমি হায় ভাসি আঁখিজলে !

তুমি ক্ষুদ্র পরিবারে দাঁড়ায়েছ বটবৃক্ষ সম ;
শীতল ও-ছায়াদানে বিদূরিছ বিষাদের তমঃ।
আমি হেথা প'ড়ে আছি গৃহহীন দূর পরবাসে
কাটিছে নিঃসঙ্গ বেলা কল্পনার অশ্রু-দীর্ঘশ্বাসে !
ভুলেছি কর্ত্তব্য আমি ; শোভে মোর সম্মুখে বিশাল
সীমাহারা অপার্থিব রাজ্য এক ; কল্পনার জাল
ঘেরিয়া রয়েছে নিত্য যারে এই মানস প্রদেশে ;
মায়া-মোহ-বন্ধনের দৃঢ় রজ্জু ছেদিয়া নিমেষে—
নিয়ে গেছে কোন্ দূরে ভুলাইয়া আত্ম প্রিয়জন ;
নাহি আর তাই তাতঃ ! মমতার ব্যথা বা ক্রন্দন।
নাহি মোর সুখ-চিন্তা ধরিত্রীর ভোগের পিপাসা ;
নাহি দুঃখ, নাহি চিন্তা, মর্ম্মভেদী বিরহ-হতাশা।
যবে রহি স্বীয় রাজ্যে কাব্যচিন্তা নন্দন-কাননে—
কুসুমিত সৌরভের নব বাতে জাগে কা-স্পন্দনে,

বুঝিবে না আর কেহ !—বসে' আছি মহাসিন্ধু তীরে ;
লীলায়িত উচ্ছলিত বীচিবক্ষঃ ভেদি' ধীরে ধীরে,
জাগে যে-অনন্ত গান লুব্ধ কর্ণে সিঞ্চি' সুধাধারা—
বুঝিবে না কিছু তাতঃ ! তারই মাঝে হই আত্মহারা !
পিতৃ-মাতৃ যেই-স্নেহ-সঞ্জীবনী করি' দূরে পান,
ধরি প্রাণ আজও তাতঃ ! দেওয়া তার কোনো প্রতিদান
হ'লনা এ পুত্র হ'তে ! ভাবি কেন হ'ল জন্ম মোর !
কিবা শক্তি শেলাঘাতে ভুলি' সব হ'য়েছি বিভোর !
অক্ষম দুর্ব্বল বাহু, কোমল এ কঠিন পরাণ
হ'য়েছে আজিকে তবু মমতায় বিগলিত প্রাণ
সংসারের তরে কেন হয় না যে বুঝিতে পারি না ;—
মায়া হারা, স্নেহহারা চোখে তবু কি হেতু জানি না
ঝরে বিগলিত ধারা ! কভু জাগে অনন্ত হরষ ;—
কবি-কুঞ্জে গুঞ্জে অলি, আত্মহারা কি মধু পরশ !

এসেছিলে একদিন হে অগ্রজ ! চিরন্তনী রীতি
উদ্বাহ-নিগড়ে মোরে বাঁধিবারে—আছে সেই স্মৃতি।
ফিরে গেছ হায় তাতঃ ! মর্ম্মে বাজে রুদ্ধ ব্যথা খানি !—
হতাশ করেছি তোমা ভাবি', সদা মোর হিতকামি !
তোমার নিভৃত কোণে ছিল আশা মধুর যে জানি—
ও-কৌমার্য্য ব্রত ধরি' তবানুজে পাত্রী করে দানি'
শান্তিতে কাটাবে কাল ; নিজে হ'য়ে মথা ছায়াতরু,
সুখ-দুঃখ-ভাগী হ'বে, স্নেহচ্ছায়া বিতরিবে গুরু !

সে-আশা আমার করে হ'য়ে গেছে শতচ্ছিন্ন আজ!
চির হিতকামী তাতঃ! ক্ষমা করো! মর্ম্মব্যথা-বাজ
হানিয়াছি ওই বুকে!—বুঝিবে না কেন সুখ হ'তে
নিজেরে বঞ্চিত করি' দীর্ঘ এই জীবনের পথে
চলিবারে চাই একা!—তুমি জ্যেষ্ঠ কুলের গৌরব,
পরিণয় করি' নিজে, রাখ লুপ্ত বংশের সৌরভ।
আমি হীন তবানুজ, সাধ্য যদি হয় কোনোদিন—
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভ্রাতৃজায়া-পাশে থাকি' কাটাইব দিন;
সেবা করি' তোমাদের সাধি' নিজ নীরব সাধনা!—
রাখিবে কি অনুরোধ? অনুজের পূরাবে কামনা?
আমারে বন্ধন মাঝে নব নব প্রলোভন-পাশে
কেন বৃথা শৃঙ্খলিত করিবে গো! ভাবী দুখ-শ্বাসে।
জাগে না এ ক্ষুব্ধ চিত্তে কভু আর সে-বাসনা মোর!
জীবনের বাকী নিশা কবি-কুঞ্জে কল্পনায় ভোর
করিতে যে সাধ মোর! সুখ-সিন্ধু-শান্ত-বক্ষোপরে—
ভীম বেগে দুখাবর্ত্ত ঘুরিতেছে আয়ুঃ ধ্বংস তরে!
হেথায় অপ্রাপ্য তাতঃ! আকাঙ্ক্ষিত! মানসী ললনা
বিড়ম্বনা বেড়ে যায়, আশা শুধু ব্যর্থতা-ছলনা!
তাই নাই সে-বাসনা; যদি কোনো মায়ামন্ত্র বলে—
এ সাধনা ভুলে যাই, তবে ইচ্ছা মৃত্যুর কবলে
পূরাইব একদিন; নহে আজ, আসেনি সময়।
হে তাতঃ! আশীষে কর এ জীবন সত্য পুণ্যময়!

৬৯, মাণিকতলা; কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

ভারত-পরিচয়

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)



শ্রীসরযূবালা দত্ত ভারতী

ও

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত